কর্মসূচি

সময়	কার্যক্রম
দিন - ১	
৯.০০-১০.৩০	রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধন
১০.৩০- ১১.০০	চা বিরতি
১১.০০- ১১.১৫	মূল্যায়ন
১১.১৫-১২.৪৫	চারু ও কারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ
১২.৪৫- ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০- ২.৩০	শিখনে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব
৩.৩০ - ৩.৪৫	চা বিরতি
৩.৪৫- ৫.১৫	চারু ও কারুকলার সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক
দিন - ২	
৯.১৫- ১০.৪৫	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: চারু ও কারুকলা
১০.৪৫-১১.১৫	চা বিরতি
১১.১৫-১২.৪৫	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলা- (ক) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলার ব্যবহার- (খ)
১২.৪৫- ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০ - ৩.৩০	রং এর ধারণা ও রং এর শ্রেণি বিভাগ
৩.৩০ - ৩.৪৫	চা বিরতি
৩.৪৫ - ৫.১৫	চারু ও কারুকলার বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ও কৌশল
দিন - ৩	
৯.১৫- ১০.৪৫	প্রাকৃতিক ও সহজ লভ্য উপকরণ চিহ্নিত করা, সংগ্রহ করা,ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল
১০.৪৫- ১১.১৫	চা বিরতি
১১.১৫- ১২.৪৫	অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খেয়াল খুশি মত ছবি আঁকা
১২.৪৫- ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০- ৩.৩০	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা
৩.৩০- ৩.৪৫	চা বিরতি
৩.৪৫- ৫.১৫	পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুশীলন
দিন - ৪	
৯.১৫- ১০.৪৫	বর্ণমালা লেখা
১০.৪৫- ১১.১৫	চা বিরতি
১১.১৫- ১২.৪৫	চলমান (ব্যবহারিক- বর্ণমালা ও বাণী লেখা)
১২.৪৫- ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০- ৩.৩০	রেখা চিত্র অংকন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জল রং এ ছবি আঁকা
৩.৩০- ৩.৪৫	চা বিরতি
৩.৪৫- ৫.১৫	চলমান (ব্যবহারিক জল রং ছবি আঁকা)

দিন - ৫	
৯.১৫- ১০.৪৫	বিভিন্ন ধরণের ফেলে দেওয়া কাগজ, রঙিন কাগজ, পাট খড়ি, খেজুর পাতা, তুলা, পরিত্যাক্ত কাপড় দিয়ে শিল্প কর্ম তৈরি
১০.৪৫-১১.১৫	চা বিরতি
১১.১৫-১২.৪৫	ছাপ চিত্র
১২.৪৫-২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০-৩.৩০	পাঠ প্রদর্শন
৩.৩০-৩.৪৫	চা বিরতি
৩.৪৫-৫.১৫	পাপেট তৈরি
দিন - ৬	
৯.১৫- ১০.৪৫	কাদা মাটি দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি
১০.৪৫-১১.১৫	চা বিরতি
১১.১৫-১২.৪৫	চলমান (ব্যবহারিক- ফুলদানি তৈরি)
১২.৪৫-২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০-৩.৩০	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা
৩.৩০-৩.৪৫	চা বিরতি
৩.৪৫-৫.১৫	ব্যবহারিক কাজের প্রদর্শনীর নিয়মাবলি

মূল্যায়ন পত্র

সময় ঃ ১৫ মিনিট

পূর্ণমান ঃ ৩০

অংশগ্রহণকারীর নামঃ ----------রেজি নংঃ-----

[বি.দ্রঃ প্রশ্ন পত্রেই উত্তর দিতে হবে।]

১. শিল্প কলা কাকে বলে?

২. চারু ও কারুকলা বলতে কী বুঝেন?

৩. চারু ও কারুকলার একটি করে উদাহরণ দিন?

৪. চারু ও কারুকলা শিক্ষাদানের দুইটি গুরুত্ব লিখুন।

৫. প্রাথমিক শিক্ষায় চারু ও কারুকলার যোগ্যতা কয়টি?

৬. ছবি আঁকার জন্য সাধারণত: কী ধরণের কাগজ ব্যবহার করা হয়?

৭. প্রাথমিক রং কত প্রকার কী কী?

৮. পেন্সিল স্কেচ করতে কী ধরণের পেন্সিল ব্যবহার করা হয়?

৯. 'সপ্ত স' কী?

১০. ছবির উপাদান কয়টি?

১১. মাটির মডেল তৈরির জন্য কোন্ ধরণের মাটির প্রয়োজন?

১২. জল রং এ ছবি আঁকা কয়টি ওয়াসে শেষ করা উচিৎ?

১৩. কোন্ কোন্ সফটওয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটারে ছবি আঁকা যায়?

১৪. হাতের লেখা সুন্দর করার দুইটি উপায় লিখুন।

১৫. পিইডিপি-৩ এর দুইটি লক্ষ্য লিখুন।

সহায়ক তথ্য-২

চারু ও কারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ

চারুকলা

মানুষের কার্যাবলির মধ্যে যে বিশিষ্ট রূপভঙ্গি মানুষকে আনন্দ দেয়- তাকেই কলা বলে। কলা সৃষ্টি এবং কলার সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাপারেও একই অনুভূতি এবং সৌন্দর্যবোধ সক্রিয় থাকলে ও ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই বিভিন্ন কলার সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কলার প্রকারভেদ হয়ে থাকে। সৃষ্টি ও উপভোগের ভিত্তিতে কলাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা- চারুকলা এবং কারুকলা।

শিশু কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবার কাছে চারুকলা সমান ভাবে সমাদৃত। নান্দনিক মূল্যবোধের বিকাশে চারুকলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। চারুকলা বিষয়টি সরাসরি মন ও অনুভূতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। চারুকলা মানুষের সৌন্দর্য ক্ষুধা নিবৃত করে মনে আনন্দ দান করে। শ্রী শচন্দ্র দাসের ভাষায় " যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ বেশি তাহাকে আমরা চারু শিল্প বা ললিত কলা বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি"। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন, যা একজনের মনের সৌন্দর্যকে অপরের নিকট উপভোগ্য করে প্রকাশ করে তাই চারুকলা। শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে স্বাধীন ভাবে যে শিল্প সৃষ্টি করে তাই চারুকলা। আরো বলা যায় যে কলা মনের অনুভূতিকে সৌন্দর্য রসে সিক্ত করে মনে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করে ও মননকে দোলা দেয় এবং যা প্রধানত হৃদয়াবেগ প্রসূত ও সৃষ্টিমূলক তাই চারুকলা।



চারুকলার শ্রেণি বিভাগ

১. চিত্রকলা (Painting)

২. সংগীতকলা (Music)

৩. নৃত্যকলা (Dance)

৪. ভাস্কর্যকলা (Sculpture)

৫. স্থাপত্যকলা (Arachitecture)

৬. সাহিত্যকলা (Literature)

৭. নাট্যকলা (Dramaties)

৮. রন্ধনকলা (Culinary)

৯. এ্যাক্রোবেট (ক্রিড়া) (Acrobatics)

১০. যাদু ইত্যাদি। (Magic etc.)

কারুকলা

পূর্বেই বলা হয়েছে কারুকলা শিল্পকলারই একটা অংশ যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক মূল্যের সাথে বস্তুগতভাবে সম্পর্কিত। কারুকলা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং একই সাথে সৌন্দর্য উপভোগ্য। এ কলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যবহারিক শিল্প যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায়, যে কলা বা শিল্প প্রধানত দৈহিক ও ব্যবহারিক চাহিদা মিটানোর সাথে আনন্দ দান করে তাকে কারুকলা বা কারুশিল্প বলে।



কারুকলার শ্রেণি বিভাগঃ

১. মৃৎশিল্প (Ceramics)
২. দারু শিল্প (Wood)
৩. সীবন শিল্প (Weaving)
৪. ধাতব শিল্প (Matalic)
৫. কাগজ শিল্প (Paper Mache)
৬. চর্ম শিল্প (Leather)
৭. বাঁশ ও বেত শিল্প (Bamboo and cane)
৮. কাতাই শিল্প (Copra)
৯. রেশম শিল্প (Sericulture)
১০. বয়ন শিল্প ইত্যাদি। (Wiving etc.)

সহায়ক গ্রন্থঃ

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১. সৈফুদ্দিন আহ্মেদ	শিক্ষায় কলা	১৯৭৩	মোসাম্মৎ মাবীয়া খাতুন কেশবপুর, রাজশাহী।
২. মতিয়র রহমান ও কাজী আব্দুলবাতেন	চারু ও কারুকলা	২০০০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা।

দিন-১ 

অধিবেশন পরিকল্পনা - ২

বিষয় শিরোনাম: চারু ও কারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ।

মূল বিষয়:

যে সকল কলা মূলতঃ আমাদের সৌন্দর্য ক্ষুধা নিবৃত্ত করে মনে আনন্দ দান করে তাই হলো চারুকলা। চারুকলাকে ললিত কলাও বলা যায়। চারুকলার ব্যবহার অনেকটা বস্তু সম্পর্ক শূন্য, এতে বস্তুগত ব্যবহার কম। চারু ও কারুকলার ব্যবহার শুধু অনুভূতি ও কল্পনার সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে কারুকলা হলো বস্তু সম্পর্ক যুক্ত। কারুকলা সৌন্দর্য উপভোগের সাথে সাথে এর বস্তুগত ব্যবহারের সম্পর্ক আছে। চারু ও কারুকলা শিক্ষা লাভে শিশুরা শিল্পী না হলেও পরিপূর্ণ রুচিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে বলে আশা করা যায়।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. চারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ বলতে পারবেন।

২. কারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ বলতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, দলীয় কাজ, দলীয় কাজ উপস্থাপন ।

উপকরণ: ভিজুয়ালাইজার, মাল্টিমিডিয়া, চারু ও কারুকলার সংজ্ঞা সম্পর্কিত চার্ট, পোস্টার, মার্কার পেন, সাইনপেন।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: চারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করা **সময়: ৪০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সমবেত ভাবে বাংলাদেশের জাতীয় গীতি " ধন ধান্য পুষ্প ভরা" গানটির অংশ বিশেষ পরিবেশন করুন। অতঃপর প্রশিক্ষণার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- যে গানটি আমরা পরিবেশন করলাম এটিকে কী ধরনের শিল্প বলে? প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার পর সংগীত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। পরে আপনি নিজে অথবা কোন প্রশিক্ষণার্থীর সহায়তায় বোর্ডে একটি ছবি আঁকুন। ছবিটি আঁকার পর আবার প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন-

  ছবিটি কী ধরনের শিল্প? প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চারু শিল্প কথাটা বের করে চারুকলার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। তথ্য পত্রে উল্লেখিত চারুকলার সংজ্ঞা মাল্টিমিডিয়া/ ভিজুয়ালাইজারের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন। সংজ্ঞা উপস্থাপনের সময় বিভিন্ন মনীষীর দেয়া উক্তি দিয়ে চারুকলার সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিন।
- যে কোন একটি কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ৪/৫ টি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলের একটি করে নাম দিন। অতঃপর চারুকলার সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে চারুকলাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। তালিকা তৈরির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিন।

- দলীয় কাজ শেষ করার পর প্রতি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অতঃপর তথ্যপত্র অনুযায়ী আপনার পূর্বে তৈরিকৃত চারুকলার শ্রেণি বিভাগের তালিকা মাল্টিমিডিয়া/ পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে চারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ সমন্ধে একমতে পৌঁছান।

কাজ-২: কারুকলার সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করা । **সময়: ৪০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- ডিজাইন করা মাটির তৈরি একটি ফুলদানী অথবা পাটের ডিজাইন করা সিকা অথবা ডিজাইন করা একটি তাল পাতার পাখা প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করুন।(প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে আপনার পছন্দ মত কারু কাজের ছবি দেখাতে পারেন।) উল্লেখিত জিনিসগুলো প্রদর্শনের পর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন- এ কাজ গুলোকে আমরা কি ধরনের শিল্প বলি? প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর পাওয়ার পর তথ্যপত্রের আলোকে কারুকলার সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। অতঃপর পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে কারুকলার সংজ্ঞা উপস্থাপন করুন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।
- পূর্বের গঠনকৃত দলে কারুকলার সংজ্ঞার ভিত্তিতে এর শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে মার্কেট প্লেসে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় একদলের কাজের সাথে বাকী দলগুলোর কাজ মিলিয়ে নিতে বলুন।
- অতঃপর তথ্যপত্রের আলোকে আপনার তৈরিকৃত কারুকলার শ্রেণি বিভাগ সম্বলিত তালিকা মাল্টিমিডিয়া/ ভিজুয়ালাইজারের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন এবং বিভিন্ন দলের দলীয় কাজের সাথে মিল আছে কী না তা দেখতে বলুন। উভয়ের তালিকায় উল্লেখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মতে পৌঁছান।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- চারুকলা বলতে কি বুঝায় এবং এর শ্রেণি বিভাগ কী কী ?
- কারুকলা বলতে কি বুঝায় এবং এর শ্রেণি বিভাগ কী কী ?

স্ব-অনুচিন্তন : প্রশিক্ষণার্থীরা যদি শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে কেন শিখনফল অর্জন করতে পারেনি বলে আপনি মনে করেন। পাঠদান পদ্ধতিতে কী পরিবর্তন আনলে শিখনফল অর্জিত হবে- সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।

সহায়ক তথ্য -৩ 

শিখনে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক মনীষী প্লেটো বলেছিলেন- Art should be the basis of education . প্লেটো কথাটা নিছক কথার কথা হিসেবে বলেন নাই। এ কথার পেছনে রয়েছে গভীর অন্তদৃষ্টি, স্বচ্ছ বাস্তবতা এবং স্পষ্ট মূল্যবোধ। উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে' Learning by and for doing something' -অর্থাৎ কোন কিছু করার মাধ্যমে কোন কিছু করার জন্য আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। আমরা যা কিছু শিখি-তা আমরা সুচারুরূপে কর্ম সম্পাদনের জন্যই শিখি। কর্ম ছাড়া সত্যিকার জ্ঞান অর্জন সম্ভব না।

সমাজ জীবনে আমরা যত কাজই করি না কেন তা কোন না কোন শিল্প কলার পর্যায়ভূক্ত। তার মধ্যে কিছু কাজ সাংসারিক প্রয়োজন মেটায় কিছু কাজ আবার সৌন্দর্য ক্ষুধা মেটায়।

শিশুর ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন কিছু করার মাধ্যমেই প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কর্ম ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। মানসিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সাথেই জড়িয়ে থাকে বিভিন্নমুখী কর্ম যার ফলে শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। আর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন। এ শিক্ষাকে সার্থক, সুন্দর সৃষ্টিশীল ও ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে এবং শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চারু ও কারুকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষাকে বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবহার উপযোগী ও কর্ম তৎপর করতে হলে চারু ও কারুকলার পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা দান সম্ভব না। উন্নত সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষায় চারু ও কারুকলা আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। চারু ও কারুকলার বাস্তব অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলামে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।এটাও স্বীকৃত হয়েছে যে চারু ও কারুকলা ব্যতিরেকে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব না। তাই শিশুদের শৈশবকাল থেকেই চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষা দিলে জাতি পিছিয়ে থাকতে পারে না বরং শিক্ষার ভিত্তি হয় মজবুত।এ সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে চারু ও কারুকলা শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো:

- শিশুর সৃজনী শক্তির বিকাশ ;
- শিখনফল অর্জনে সহায়তা ;
- দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সমস্যা সমাধানে;
- শিশুর মাংসপেশী নিয়ন্ত্রনে সহায়তা ;
- শিশুদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সহায়তা;
- শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ;
- শিশুর চঞ্চলতা হ্রাসে সহায়তা;
- শিশুদের আত্ম প্রত্যয়ী হিসেবে গড়া;
- পাঠে আনন্দ ও বৈচিত্রময় শিক্ষাদান;
- শব্দ পুঁজি বৃদ্ধি;
- শ্রেণি পাঠদানে একঘেয়েমিতা দূর করতে সহায়তা ;

- সংসার জীবনে সমস্যা সমাধানে;
- নান্দনিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা;
- বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পকলার মাধ্যমে কাজে লাগাতে সহায়তা;
- সভ্যতা, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন।

সহায়ক গ্রন্থ:

	লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
৩.	সৈফুদ্দিন আহ্মেদ	শিক্ষায় কলা	১৯৭৩	মোসাম্মৎ মাবীয়া খাতুন কেশবপুর, রাজশাহী।
৪.	মতিয়র রহমান ও কাজী আব্দুলবাতেন	চারু ও কারুকলা	২০০০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা।

দিন-১ 

অধিবেশন পরিকল্পনা- ৩

বিষয় শিরোনাম : শিখনে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব।

মূল বিষয়:

শিখনে চারু ও কারুকলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। চারু ও কারুকলা শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনী শক্তি, কল্পনা শক্তি, নান্দনিকতাবোধ তথা শিশুর সঠিক বিকাশ সাধন সম্ভব। শিশু তার আবেগ বা মনন শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে একমাত্র চারু ও কারুকলার মাধ্যমে। তা ছাড়া শিক্ষক ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র চারু ও কারুকলার উপর নির্ভর করে। শিক্ষাকে বাস্তব জীবন ভিত্তিক ব্যবহার উপযোগী ও কর্মতৎপর করা চারু ও কারুকলার পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া সম্ভব না। যে দেশ বা জাতি শিক্ষা ব্যবস্থায় চারু ও কারুকলার উপর যত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তত বেশি উন্নত হয়েছে।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. শিখনে চারু ও কারুকলার ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২. চারু ও কারুকলার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, দলীয় কাজ, দলীয় কাজ উপস্থাপন।

উপকরণ: ভিজুয়ালাইজার,মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, আর্ট পেপার, সাইনপেন, মার্কার পেন।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: শিখনে চারু ও কারুকলার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। **সময়: ২৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- আমরা কোন কিছু সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করি কেন? যারা উত্তর দিতে পারবেন তাদের হাত তুলতে বলুন এবং ২/৩ জনের নিকট থেকে তাদের বক্তব্য শুনুন। তাদের বক্তব্যের সাথে অন্য প্রশিক্ষণার্থীর মতভেদ আছে কিনা জেনে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কাজ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমতে পৌঁছান।
- পূর্বের অধিবেশনের সূত্র ধরে চারু ও কারুকলার শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ২/১ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট থেকে জেনে নিন যে, চিত্র কলা, সংগীত কলা, সাহিত্য কলা, মৃৎশিল্প, কাগজ শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুদের জানা প্রয়োজন আছে কিনা? যদি প্রয়োজন থাকে তবে কিভাবে শিশুর জীবনে প্রভাব ফেলে? শিক্ষার্থীর নিকট থেকে উত্তর পাওয়ার পর আপনি বলুন- এ বিষয় গুলো শিখলে প্রশিক্ষণার্থীর কল্পনা শক্তি, সৃজনী শক্তি, ধৈর্য শক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় যার ফলে স্বাভাবিক জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

কাজ-২: শিখনে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। **সময়: ৫০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- আনন্দঘন যে কোন কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে আলাদা ভাবে বসতে দিন এবং দলীয় নেতা নির্বাচন করতে বলুন। দলের প্রতি সদস্যকে শিখনে চারু ও কারুকলার গুরুত্ব সম্পর্কে দুটি করে পয়েন্ট লিখতে বলুন। অতঃপর প্রতি দলের পয়েন্ট একত্র করে দলীয় ভাবে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।দলীয় কাজ করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।
- সকল দলের কাজ শেষ হলে দলনেতার মাধ্যমে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় অন্য দলের সদস্যদের মতামতের উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট গুলো বাছাই করুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষ হলে প্রতি দলের কাজ দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতে বলুন।
- অতঃপর তথ্যপত্রের আলোকে আপনার পূর্বে তৈরিকৃত শিখনে চারু ও কারুকলার গুরুত্বের তালিকা মাল্টিমিডিয়া/ ভিজুয়ালাইজার/ পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।
- উপস্থাপনের সময় প্রতিটি পয়েন্টের ব্যাখ্যা প্রদান করুন এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে একমতে পৌঁছান।

মূল্যায়ন: **সময়: ১৫ মিনিট**

প্রশ্ন করুন -

- শিখনে কীভাবে চারু ও কারুকলার প্রভাব পড়ে?
- চারু ও কারুকলা শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

স্ব-অনুচিন্তন: পাঠদানে পদ্ধতিগতভাবে কোন পরিবর্তন আনতে হলে পরবর্তীতে সে অনুযায়ী পরিবর্তন করুন।

সহায়ক তথ্য-৪

চারু ও কারুকলার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক

বাংলা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের সার্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। শিক্ষাকে সার্থক, সুন্দর, সৃষ্টিশীল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলায় এবং শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করায় চারু ও কারুকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। চারু ও কারুকলার সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি- এটি মানসিক চাহিদা মেটাতে পুরোপুরি সক্ষম। সে জন্য জীবন থেকে চারুকলাকে কোন ক্রমেই আলাদা করা সম্ভব নয়। মানসিক উৎকর্ষ সাধনে, মানসিক শান্তি বিধানে, দক্ষতা অর্জনে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনে বাংলা বিষয়কে চারুকলা থেকে আলাদা করা যায় না। ভাষার বিকাশে, বাচনভঙ্গীতে, লেখায়, কবিতায়, কাব্যে, গল্পে, নাটকে ও উপন্যাসে চারুকলা প্রচ্ছন্নভাবে সহায়তা দান করে। বাংলা পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে চারুকলা অনন্য ভূমিকা পালন করে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনে দরকার বিভিন্ন ছবি যা পাঠকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে। বানান, উচ্চারণ, লেখা শেখাতে দরকার চারুশিল্প। একটি সুন্দর কার্ড, উজ্জ্বল ছবি, সুন্দর হাতের লেখা চারুশিল্পের অবদান। যা শিশু মনকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের একটি গুরুত্ব রয়েছে যা প্রায়শই চারুশিল্পের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। চার ও কার শিল্প পারে ইন্দ্রিয় এর যথাযথ ব্যবহার করে পাঠদান করতে। একসাথে একাধিক ইন্দ্রিয় এর ব্যবহার করে পাঠদান করতে পারলে শিক্ষা স্থায়ী ও আকর্ষণীয় হয়। আবার শিশুর কর্মস্পৃহা এবং প্রাণচাঞ্চল্যকে সুষ্ঠু সুন্দর ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে পাঠের প্রতি তার অনুরাগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এটি শুধু পাঠ্যপুস্তক দ্বারা সম্ভব নয়। শিশুর কিছু মানসিক চাহিদা আছে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারলে তার চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতিকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে হলে চার ও কার কলার সাহায্যে পাঠদান করতে হবে। তাতে শিশু আনন্দের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।



ইংরেজি

শিশুকে বর্ণমালা শেখাতে বাংলার মত ইংরেজিতেও ছবির ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। ‘A’ বর্ণমালার সাথে মিল আছে এমন ছবির সাথে সংগতি রেখে ‘A’ বর্ণটি শিখতে হয়। ছবির সাথে শিশু প্রথম পরিচিতি লাভ করে তারপর বর্ণ সম্পর্কে জানে। যেমন- ‘A’ তে Apple। আবার ছবির সাহায্যে word এবং sentence শিক্ষা দেয়া সহজ হয়।

ইংরেজি একটি কঠিন বিষয় যা অন্যান্য ভাষাভাষিদের আয়ত্ব করতে সময় লাগে। বর্ণনামূলক পাঠদান করলে শিশুরা অনুপ্রাণিত হয় না এবং পাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই অন্য সকল বিষয়ের মত চার্ট, মডেল ও ছবির সাহায্যে পাঠদান করলে পাঠদান সহজ ও বোধগম্য হয়। সেহেতু বলা যায় ইংরেজি শিক্ষাদানের সময় চারু ও কারুকলার ভূমিকা অপরিসীম।

উদাহরণঃ ছবি ⟶ বর্ণ ⟶ শব্দ

যেমনঃ



গণিত

প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত শিক্ষাদানের সাথে চারু ও কারুকলার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চারু ও কারুকলায় এমন সব বিষয় রয়েছে যা গণিত শিক্ষাদানে অপরিহার্য। চারু ও কারুকলার সহায়তায় ঐ সকল স্তর যতটা অর্থপূর্ণ ও সার্থকভাবে পাঠদান করা যায় তা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। চিত্রের সাহায্যে গণিতে নতুন ধ্যান-ধারণার সঞ্চার করলে শিশুরা সহজেই বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে। আবার অঙ্কনেরও এমন অনেক স্তর আছে যেখানে গণিতের জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। কর্মতৎপর পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষাদানের জন্য চারু ও কারুকলার কাজের মাধ্যমে গণিতের যে স্তর শিক্ষা দেয়া যায় সে স্তর সম্বন্ধে শিশুরা শুধু গণিতের জ্ঞানই লাভ করে না বরং চারু ও কারুকলার দক্ষতা অর্জন করবে। গণিত পাঠদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে শিল্প প্রতিভার আবিষ্কার এবং বিকাশের উপায় খুঁজে বের করতে পারে। গণিতের পরিমাপ সংক্রান্ত নিখুঁত জ্ঞানের জন্য চারু ও কারুকলার রং তুলি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তখন চারু ও কারুকলার সঠিক দক্ষতা অর্জনের জন্য গণিতের সংশ্লিষ্ট ধারণা লাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাতে চারু ও কারুকলার দক্ষতাই শুধু বৃদ্ধি পায় না বরং গণিতের ধারণাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুর নিজ পরিবেশে যে সব বস্তু রয়েছে সবকিছু শ্রেণিকক্ষে আনা সম্ভব হয় না তাই ছবির সাহায্যে শিক্ষাদান সহজ হয়। শিশু সংখ্যার সাথে প্রথমে পরিচিত হয় না। তাই সংখ্যার সাথে ছবি থাকলে সংখ্যার ধারণা সহজ হয়। তাতে শিশু গুণে গুণে সহজেই বলে দিতে পারে। তাছাড়া জ্যামিতিক শাস্ত্র পুরোটাই চারু ও কারুকলার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং গণিত বিষয়ে চারু ও কারুকলার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য।

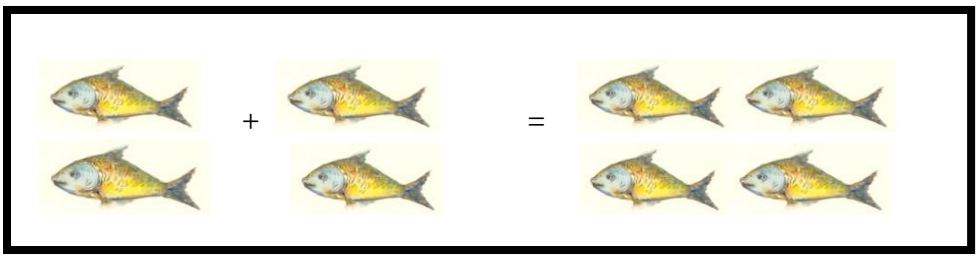

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

শিশু শিক্ষায় বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে পাঠদান করতে শিক্ষার্থীকে সরাসরি পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। পরিবেশ দু'ধরনের। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। পশু-পাখি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সমুদ্র, আকাশ-বাতাস, ভূমি, চন্দ্র-সূর্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যা মানুষ তৈরি করতে পারেনা। আবার যা মানুষের তৈরি যেমন- ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টির উদ্দেশ্য তার বিভিন্ন উপাদানের সরাসরি পরিচয় ঘটিয়ে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন করা, অপরের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন, দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বর্ণনামূলক পাঠদানের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়। শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে উপাদানগুলোর সংগে পরিচিতি ঘটাতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের সাহায্যে বাস্তব উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না তখন সাহায্য নিতে হয় চারু ও কারুকলার ছবি বা মডেলের উপর ভিত্তি করে পাঠদানে একই সাথে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা সম্ভব হয়, ফলে পাঠ দীর্ঘস্থায়ী ও বাস্তবভিত্তিক করা যায়।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠে শিক্ষক বাস্তব উপকরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠদান করবেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে সুযোগ কম সেখানে এ বিষয়ের উপর পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষককে অবশ্যই চিত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিকতা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

একইভাবে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণা দিতে ছবি বা মডেল ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রাম ও শহর, হাট-বাজার, আচার-অনুষ্ঠান, জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও দেশের সম্পর্কে ধারণা চিত্রের মাধ্যমে দিলে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা পায়। সে কারণে বলা যায় বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শিক্ষাদানে চারু ও কারুকলার ব্যবহার অপরিহার্য।

উদাহরণ: পরিবেশের উপাদান



প্রাথমিক বিজ্ঞান

প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠদানে চারু ও কারুকলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকে সার্থক, সজীব, চিত্তাকর্ষক, যুক্তিযুক্ত, সুষ্ঠু ও সহজবোধ্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিত্র, ডায়াগ্রাম, রেখাচিত্র, নক্শা প্রয়োজন হয় যা কেবলমাত্র শিশু শিক্ষায় নয় সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ব্যবহার প্রয়োজন। যেমন- ঋতু পরিবর্তন, সৌরজগৎ, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দিতে মডেল, চার্ট বা ছবির প্রয়োজন হয়। এছাড়া জীববিদ্যায়, পদার্থ বিদ্যাসহ বিভিন্ন পশু-পাখি পরিচিতি সম্পর্কে চার্ট ব্যবহার করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ প্রাণবন্ত হয়। একইভাবে কৃষি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করতে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে চারু ও কারুকলার প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার বিকাশ সাধনে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাকে সার্থক, সুন্দর, সৃষ্টিমূলক ও কর্ম উপযোগী করে তুলতে এবং সকল শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে চারু ও কারকলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

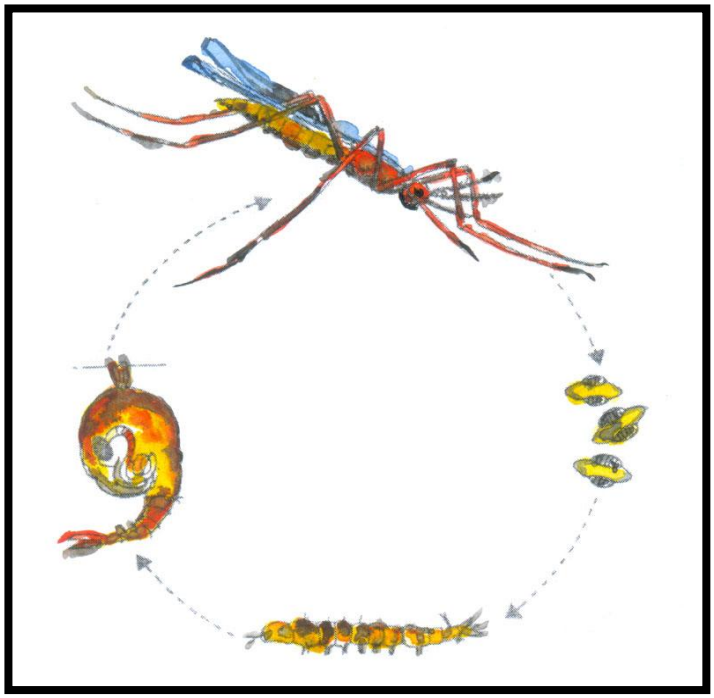

দিন-১



অধিবেশন পরিকল্পনা - ৪

বিষয় শিরোনাম: চারু ও কারুকলার সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক।

মূল বিষয়:

বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে চারু ও কারুকলার একটা নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান। চারু ও কারুকলা বিষয়ে যে শিক্ষক যত বেশি পারদর্শী অন্যান্য বিষয় পাঠদানে তার জন্য তত বেশি সহজ ও আকর্ষণীয় হয়। বলতে গেলে চারু ও কারুকলা ব্যতিরেকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অচল। কারণ পাঠদান কালে যত বেশি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যায় পাঠদান তত সহজ ও বোধগম্য হয়। তাছাড়া ছবিই হলো শিশুর জন্য শিক্ষার প্রথম সোপান। বিষয় বস্তুর সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই শিশুরা ছবির সাথে পরিচিত হয়।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. চারু ও কারুকলার সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

২. চারু ও কারুকলা কীভাবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কাজে লাগাবেন সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর আলোচনা, দলীয় কাজ, দলীয় কাজ উপস্থাপন।

উপকরণ: ভিজ্যুয়ালাইজার, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, কার্টিস পেপার, আর্ট পেপার, মার্কার পেন, সাইনপেন, পেন্সিল, রাবার, পেন্সিল রং,প্যাস্টেল রং, পাট খড়ি, স্কেল, কম্পাস।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: চারু ও কারুকলার সাথে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক বলতে পারা। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ কাকে বলে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে ধারণা জেনে নিন। পাঠদানের সময় কীভাবে আমরা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করি তা স্পষ্ট করুন। প্রয়োজনে আপনার মত করে ছবি এঁকে (কম্পিউটার/ বোর্ডে) গ্রাম বাংলার দৃশ্য দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।
- অতঃপর আনন্দঘন যে কোন একটি কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। দলে ভাগ করার পর প্রতিটি দলকে আলাদা ভাবে বসান এবং প্রতিটি দলের আলাদা নাম করণ করুন।
- চারু ও কারুকলার সাথে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়গুলোর সম্পর্ক আলোচনা করুন এবং মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে বোর্ডে উপস্থাপন করতে বলুন।

কাজ-২: চারু ও কারুকলার সাথে অন্যান্য বিষয়ের পরিচিতি করা। **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- তথ্যপত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে একটি করে বিষয়ের তথ্যপত্র প্রতিটি দলে সরবরাহ করুন এবং সবাই মিলে পড়তে বলুন। পরে দলীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির একটি করে পাঠ্য বই সরবরাহ করুন। পাঠ্য বই থেকে প্রতি দলকে একটি পাঠ নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট ছবি আঁকতে বলুন। ছবি আঁকার সময় আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজন মত সাহায্য করুন।
- ছবি আঁকা শেষ হলে দলীয় কাজ উপস্থাপন করে পাঠের সাথে ছবির সংশ্লিষ্টতার ব্যাখ্যা করতে বলুন। প্রতিটি দলের দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে চারু ও কারুকলার সাথে অন্যান্য বিষয়ের কী সম্পর্ক তা আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- চারু ও কারুকলা অন্যান্য বিষয়ের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত?
- ছবির মাধ্যমে কীভাবে সংখ্যার ধারণা দিবেন?

স্ব-অনুচিন্তন: শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হলে পদ্ধতিগত ভাবে কোন পরিবর্তন এনে পরবর্তীতে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।

সহায়ক তথ্য -৫ 

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: চারু ও কারুকলা

শিশুর কল্পনার জগতে সৌন্দর্যপ্রিয়তার বিস্তৃতি অপরিমেয়। আর এই কল্পনার সূচনা তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতির রং, রূপ ও বৈচিত্র্য শিশুকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে। পরিবেশ ও প্রকৃতিনির্ভর এই কল্পনা শিশুকে নানা কিছু সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয়। তাই শিশু এগুলোর অবয়ব হুবহু তৈরি করতে চায়। কখনো রঙ তুলিতে ছবি এঁকে, কখনো নানা রকম জিনিস বা প্রতিকৃতি তৈরি করে। অর্থাৎ চারু ও কারুকলা চর্চার মাধ্যমে নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টির এই আনন্দ পরবর্তী জীবনে শিশুকে সৃজনশীল করে তোলে। সেই সাথে শিশুর মধ্যে সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, নান্দনিকতা ও পরিমিতিবোধ জন্মায়। আর এভাবেই চারু ও কারুকলা শিশুকে পরিশীলিত মানুষ হতে সহায়তা করে থাকে। এজন্যই এ বিষয়টির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

চারু ও কারুকলা সারা বিশ্বেই একটি আবশ্যিক বিষয়। আমাদের দেশেও প্রাথমিক স্তরে বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের মতো চারু ও কারুকলা বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ডিপিএড কোর্সেও এটি একটি আবশ্যিক বিষয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় চারু ও কারুকলার জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে শিশুর শিখন আনন্দদায়ক ও সহজ হয়।

ছবি আঁকা ও শিল্পকর্ম তৈরী শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততারই প্রকাশ। এ কাজগুলো শিশু আনন্দের সাথেই করে থাকে। ছোট একটি নির্দিষ্ট মাপের কাগজে ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর ইত্যাদি এঁকে ইচ্ছেমতো রং করে বাস্তব রূপ দেওয়ার মাধ্যমে শিশু সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। পাশাপাশি আঁকা বিষয় ও বস্তুর প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্মায়। এইভাবে শিশু প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে ওঠে। ফলে প্রকৃতি, মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ বাড়ে। সেই সাথে শিশু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার বেশ কয়েকটি প্রান্তিক যোগ্যতার উপর গুরুত্ব দিয়ে চারু ও কারুকলার বর্তমান শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১। শিশুকে তার কল্পনা, কৌতুহল, সৃজনশীলতা বিকাশে আগ্রহী করে তোলা;

২। মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ,বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা;

৩। স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত করা, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা;

৪। ভালোমন্দের পার্থক্য অনুধাবন করা;

৫। প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে জানা, পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা;

৬। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করা, দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা;

৭। জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়া;

৮। সর্বোপরি বাংলাদেশকে ভালোভাবে জানা ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রাথমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০১১।

২. এক্সপ্রেসিভ আর্ট, বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, প্রাথমিক শিক্ষা ডিপিএড, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী , ময়মনসিংহ-২০১২।

দিন-২ 

অধিবেশন পরিকল্পনা-৫

বিষয় শিরোনাম: প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: চারু ও কারুকলা।

মূল বিষয়:

চারু ও কারুকলা সারা বিশ্বেই একটি আবশ্যিক বিষয়। আমাদের দেশেও প্রাথমিক স্তরে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের মতো চারু ও কারুকলা বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ডিপিএড কোর্সেও এটি একটি আবশ্যিক বিষয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় চারু ও কারুকলার জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে শিশুর শিখন আনন্দদায়ক ও সহজ হয়। এজন্য প্রাথমিক স্তরে চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে এ অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ক্ষেত্র অনুযায়ী আলাদা করতে পারবেন।
২. প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মিল করতে পারবেন।
৩. প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী শিখনফল ও বিষয়বস্তু বলতে পারবেন।

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন, পঠন, দলে কাজ, উপস্থাপন।

উপকরণ: ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার, প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিক্ষাক্রম।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ক্ষেত্র অনুযায়ী আলাদা করতে পারা।

সময়: ২০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- নিচে বর্ণিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে দুই মিনিট চিন্তা করতে বলে কয়েকজনকে উত্তর বলতে বলুন।
  - চারুকলা বলতে কী বুঝেন ?
  - কারুকলা বলতে কী বুঝেন ?
- পাওয়ার পয়েন্টে নিচে বর্ণিত ছকটি প্রদর্শন করে প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। বলুন যে, আমরা এই ছকে চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো ক্ষেত্র অনুযায়ী আলাদা করব।

চারুকলার জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা	কারুকলার জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা

- প্রতি দলে চারু ও কারুকলা বিষয়ের বিচ্ছিন্ন করা প্রান্তিক যোগ্যতা সংবলিত একটি খাম, পোস্টার পেপার ও আঠা দিন।
- প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী দলে আলোচনা করে চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো পোস্টার পেপারে আঠা দিয়ে লাগাতে বলুন।
- যেকোনো এক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- অন্যদের মিল করতে বলুন।
- কোনো অসংগতি থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার মিল করতে পারা। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- নিচে বর্ণিত প্রশ্নগুলো পাওয়ার পয়েন্টে এক এক করে প্রদর্শন করে আলোচনা করুন।
  - প্রান্তিক যোগ্যতা বলতে কী বুঝায়?
  - বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা বলতে কী বুঝায়?
  - অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বলতে কী বুঝায়?
- চারু ও কারুকলা বিষয়ের ৩ নম্বর বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাটি পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শন করে এটির আনুভূমিক ও উলম্ব বিন্যাসে পরিসর বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিন।

চারু ও কারুকলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা: ৩। অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পরিসর বৃদ্ধি					
আনুভূমিক বিন্যাস →					
উলম্ব বিন্যাস ↓	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
	৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছেমত আঁকবে।	৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগবে তা ইচ্ছেমত আঁকবে।	৩.১ শিশু তার পোষা পাখী অথবা তার প্রিয় জীব-জন্তুর ছবি আঁকা। ৩.২ শিশু বেড়াতে গিয়ে কোন জায়গা ভাল লাগলে মন থেকে সে জায়গার ছবি আঁকা।	৩.১ গাছ, ফুল-ফল, পাতা, পাখি ও মাছ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্মৃতি থেকে আঁকতে পারা। ৩.২ শিশুর দেখা গ্রাম, শহরের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানের ছবি(চিড়িয়াখানা,যাদুঘর ,স্মৃতিসৌধ, মেলা ইত্যাদি) আঁকা	৩.১ শিশুর প্রিয় খেলা, উৎসব, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, নববর্ষ, মেলা, বাজার ইত্যাদির ছবি বুদ্ধি খাটিয়ে ইচ্ছেমত রং দিয়ে আঁকতে পারা।

- এবার প্রশিক্ষণার্থীদের বারোটি জোড়ায় ভাগ করুন।
- প্রতি জোড়ায় চারু ও কারুকলা বিষয়ের একটি করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিন্যাসের অংশ দিন (৩ নম্বর যোগ্যতা বাদে)।
- জোড়ায় আলোচনা করে প্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাটির অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আনুভূমিক ও উলম্ব বিন্যাসে পরিসর বৃদ্ধি শনাক্ত করতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। সকলকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ করতে বলুন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

কাজ- ৩: প্রাথমিক স্তরের চারু ও কারুকলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী শিখনফল ও বিষয়বস্তু বলতে পারা। সময়: ৩০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করে প্রতি দলে একটি করে শ্রেণির বিস্তারিত শিক্ষাক্রম দিন।
- দলে আলোচনা করে যে কোনো তিনটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার নির্ধারিত শিখনফল ও সে অনুয়ায়ী নির্ধারিত বিষয়বস্তু পোস্টারে লিখতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

মূল্যায়ন: সময়: ৫ মিনিট

- নিচের প্রশ্নটির উত্তর কয়েকজনকে বলতে বলুন।
- কোনো যোগ্যতার আনুভূমিক ও উলম্ব বিন্যাস জেনে আপনার লাভ কী ?

সহায়ক তথ্য-৬(ক) 

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলা

ELDS (Early Learning Development Standard) এ বিকাশের ক্ষেত্র	**শিক্ষাক্রমের জন্য শিখনক্ষেত্র**
শারীরিক ও চলন ক্ষমতার বিকাশ	শারীরিক ও চলনক্ষমতা
সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ	সামাজিক ও আবেগিক
ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ	ভাষা ও যোগাযোগ
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	প্রাক-গণিত
	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
	পরিবেশ
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

শিখনক্ষেত্র	**অর্জন উপযোগী যোগ্যতা**	**শিখনফল**
১. শারীরিক ও চলনক্ষমতা	১.১ নিয়মিত হাঁটাচলা, দৌড়ানো, খেলা, শারীরিক কসরত ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা।	১.১.১ ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটাচলা (উঁচু-নিচু দিয়ে হাঁটা, এক পায়ে হাঁটা, চোখ বাঁধা অবস্থায় হাটা, লাফানো, ওপরে-নিচে ওঠানামা, আঁকাবাকা হাঁটা, হঠাৎ থেমে যাওয়া ও দিক পরির্বতন করা), দৌড়াতে পারবে।
		১.১.২ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে (বইখাতা গোছানো, পাত্রে পানি ঢালা, গোসল করা) অংশগ্রহণ করতে পারবে।
		১.১.৩ স্থানীয় ও অন্যান্য খেলা খেলতে পারবে।
		১.১.৪ বিভিন্ন শারীরিক কসরত করতে পারবে।
	১.২ বিভিন্ন জিনিস ধরতে, আঁকতে ও তৈরি করতে পারা।	১.২.১ পেন্সিল, রাবার, তুলি, চক ইত্যাদি সঠিকভাবে ধরতে পারবে।
		১.২.২ ক্রেয়ন, পেন্সিল, তুলির সাহায্যে আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		১.২.৩ ছোট পাথর, বীচি, ব্লক, ইত্যাদি ধরতে, বাছাই করতে এবং পছন্দমত সাজাতে পারবে।
		১.২.৪ কাদা বা মন্ড দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা তৈরি করতে পারবে।
	১.৩ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও সমন্বয় করে	১.৩.১ চোখ ও হাতের সমন্বয় করে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে।
		১.৩.২ না দেখে স্পর্শ করে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে ।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
	কাজ করতে পারা।	১.৩.৩ বিভিন্ন রকম গন্ধ শুঁকে তা শনাক্ত করতে পারবে।
		১.৩.৪ কোনো দৃশ্য, বস্তু বা ঘটনা নিবিড়ভাবে দেখতে পারবে।
		১.৩.৫ বিভিন্ন স্বাদের খাবার শনাক্ত করতে পারবে (মিষ্টি, ঝাল, টক, তেতো, নোন্‌তা)
		১.৩.৬ শব্দ শুনে এর উৎস চিনতে পারবে।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে বড়দের সাথে যোগাযোগ ও আচরণ করতে পারা।	২.১.১ বড়দের সালাম-আদাব দেওয়ার অভ্যাস গঠন করবে।
		২.১.২ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে।
		২.১.৩ শিক্ষক ও বড়দের সাথে ভাব বিনিময় (কথা বলা, অনুভূতি প্রকাশ করা) করতে পারবে।
	২.২ বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পারা।	২.২.১ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।
		২.২.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবে।
		২.২.৩ বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধু তৈরি করতে পারবে (বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে) এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে।
	২.৩ সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.৩.১ নেতৃত্ব মেনে চলতে পারবে।
		২.৩.২ নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।
		২.৩.৩ ছোটখাট দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবে।
		২.৩.৪ মতের ভিন্নতা মেনে নেওয়ার মনোভাব দেখাবে।
		২.৩.৫ সহপাঠীদের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে।
		২.৩.৬ পছন্দ ও অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৩.৭ সহযোগিতা ও ভাগাভাগির (শেয়ারিং) মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে।
		২.৩.৮ বাড়ি, শ্রেণি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে।
	২.৪ আত্মসচেতন হওয়া, আত্ম নিয়ন্ত্রণ করা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৪.১ নিজের আবেগ অনুভূতি বিভিন্ন মাধ্যমে (উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, ভয়, ভালো লাগা, ভালোবাসা) স্বাভাবিকভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৪.২ নিজের সম্পর্কে তথ্য অন্যকে বলতে পারবে।
		২.৪.৩ নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে।
		২.৪.৪ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে এবং তা পালন করতে পারবে।
		২.৪.৫ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করতে পারবে।
		২.৪.৬ যেকোনো পরিস্থিতিতে আত্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারবে (যেমন, রাগ হলে বা দুঃখ পেলে মারামারি না করা)।
		২.৪.৭ কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে মনোযোগ ও ধৈর্য্য সহকারে পুরো নির্দেশনা শুনবে।
	২.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	২.৫.১ ভুল করলে বা কাউকে কষ্ট দিলে দুঃখ প্রকাশ করবে।
		২.৫.২ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।
		২.৫.৩ ভালো কাজের প্রশংসা করতে পারবে।
	২.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা।	২.৬.১ জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।
		২.৬.২ জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		২.৬.৩ জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।
		২.৬.৪ সামাজিক বিভিন্ন উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।
		২.৬.৫ বাংলাদেশের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, ফল-মূল সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবে।
		২.৬.৬ স্থানীয় খেলায় উৎসাহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করবে।
		২.৬.৭ স্থানীয়/লোকজ শিশুতোষ ছড়া, গান ও নাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে।
৩. ভাষা ও যোগাযোগ	৩.১ভাব গ্রহণ (দেখা এবং শোনা) ও বোঝার ক্ষমতা প্রকাশ (বলা বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি/বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) করতে পারা।	৩.১.১ মৌখিক নির্দেশনা (আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ) অনুসরণ করতে পারবে।
		৩.১.২ ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
		৩.১.৩ ছোট ছোট গল্প শুনে নিজের মতো করে বলতে পারবে।
		৩.১.৪ বর্ণনা শুনে কোনো বস্তু শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.১.৫ অপরিচিত শব্দ শুনে শনাক্ত করতে ও এর অর্থ বুঝতে পারবে।
		৩.১.৬ পরিচিত বস্তু, ছবি বা দৃশ্যপট সম্পর্কে বলতে পারবে।
		৩.১.৭ ছড়া, গান, গল্প বলতে পারবে।
		৩.১.৮ স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্যভাবে কথা বলতে পারবে।
		৩.১.৯ কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
		৩.১.১০ কথোপকথন ও দলীয় আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।
		৩.১.১১ নতুন নতুন শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে পারবে।
		৩.১.১২ অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করে বলতে পারবে।
		৩.১.১৩ সপ্তাহের সাত দিনের নাম বলতে পারবে।
	৩.২ পড়তে পারা (প্রাক-পঠন)।	৩.২.১ পরিবেশের বিভিন্ন শব্দ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.২ বাক্য থেকে শব্দ আলাদা করতে পারবে।
		৩.২.৩ একই রকম শব্দ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৪ একই রকম শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবে।
		৩.২.৫ শব্দ থেকে ধ্বনি আলাদা করতে পারবে।
		৩.২.৬ একই রকম ধ্বনি শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৭ একই রকম ধ্বনি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করতে পারবে।
		৩.২.৮ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.৯ শব্দ থেকে বর্ণ শনাক্ত করতে পারবে।
		৩.২.১০ দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল শব্দ পড়তে পারবে।
		৩.২.১১ ছবি/চিত্রভিত্তিক ধারাবাহিক কাহিনী বা গল্প বলতে (পড়তে) পারবে।
		৩.২.১২ বই ব্যবহার করতে (বই ধরতে, পাতা উল্টাতে, বাম থেকে ডানে যেতে, উপর থেকে নিচে যেতে) পারবে।
		৩.২.১৩ নিজের লেখা নাম চিনতে পারবে।
		৩.২.১৪ বিভিন্ন সংকেত/প্রতীক চিনতে/পড়তে পারবে।
	৩.৩ লিখতে পারা (প্রাক-	৩.৩.১ ইচ্ছেমত আঁকিবুকি করতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
	লিখন)।	৩.৩.২ প্যাটার্ন/আকৃতি আঁকতে পারবে।
		৩.৩.৩ ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		৩.৩.৪ ছবি/চিত্র/বস্তু/দৃশ্য দেখে আঁকতে পারবে।
		৩.৩.৫ নিজের নাম দেখে লিখতে পারবে।
		৩.৩.৬ ধ্বনির প্রতীক (বর্ণ) লিখতে পারবে।
		৩.৩.৭ দুই বা তিন বর্ণের পরিচিত সরল শব্দ লিখতে পারবে।
৪. প্রাক-গণিত	৪.১ গাণিতিক ধারণা অর্জন করা	৪.১.১ ডান-বাম, ছোট-বড়, কম-বেশি, লম্বা-খাটো, মোটা-চিকন, ভারী-হাল্কা চিহ্নিত করতে পারবে।
		৪.১.২ বাহির-ভিতর, উপর-নিচ, সামনে-পিছনে, উঁচু-নিচু, কাছে-দূরে চিহ্নিত করতে পারবে।
		৪.১.৩ বিভিন্ন আকার-আকৃতি (বড়, ছোট, মাঝারি) ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজাতে পারবে।
		৪.১.৪ রং, আকার-আকৃতি (গোল, তিনকোনা, চারকোনা) অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তু শ্রেণিকরণ করতে পারবে।
		৪.১.৫ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে অনুমান ও পরিমাপ করতে পারবে।
	৪.২ সংখ্যার ধারণা অর্জন করা	৪.২.১ '১ - ২০' পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গুণতে পারবে।
		৪.২.২ '১ - ২০' পর্যন্ত ছবি দেখে গুণতে পারবে।
		৪.২.৩ '১ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা গুণতে পারবে (ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট)।
		৪.২.৪ '১ - ৯' পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক চিনতে পারবে।
		৪.২.৫ '১ - ৯' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে।
		৪.২.৬ '১ - ৯' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে।
		৪.২.৭ শূন্যের সহজ ধারণা দিতে পারবে ও প্রতীক চিনতে পারবে।
		৪.২.৮ '১০ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক চিনতে পারবে।
		৪.২.৯ '১০ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক বাস্তব উপকরণের সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে।
		৪.২.১০ '১০ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যক অর্ধবাস্তব উপকরণের (ছবির) সঙ্গে তার সংখ্যা প্রতীক মিলাতে পারবে।
	৪.৩ সংখ্যা লিখতে পারা	৪.৩.১ '১ - ২০' পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।
		৪.৩.২ '১ - ২০' পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা লিখতে পারবে।
	৪.৪ সংখ্যার তুলনা করতে পারা	৪.৪.১ '১ - ২০' পর্যন্ত বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ গুণে কম-বেশি নির্ণয় করতে পারবে।
		৪.৪.২ '১ - ২০' পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করতে পারবে
		৪.৪.৩ '১ - ২০' পর্যন্ত যেকোনো ৫টি সংখ্যা ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট সাজাতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
	৪.৫ যোগের ধারণা অর্জন করা	৪.৫.১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে যোগ করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না)।
		৪.৫.২ এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না)।
		৪.৫.৩ যোগ করে সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না)।
	৪.৬ বিয়োগের ধারণা অর্জন করা	৪.৬.১ বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিয়োগ করতে পারবে (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না)।
		৪.৬.২ এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না) বিয়োগ করতে পারবে।
		৪.৬.৩ বিয়োগের বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে (কোনো সংখ্যাই ৯ এর বেশি হবে না)।
৫. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৫.১ চারু ও কারুকাজের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা।	৫.১.১ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের দৃশ্যপটসহ ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবে।
		৫.১.২ পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন বস্তু (যেমন, পুতুল, ফল, ফুল ইত্যাদি) তৈরি করতে পারবে।
		৫.১.৩ জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।
	৫.২ ছড়া, নাচ, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা।	৫.২.১ দলে ধারাবাহিক গল্প তৈরি করতে ও বলতে পারবে।
		৫.২.২ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছড়া, কবিতা, গল্প উপস্থাপন করতে পারবে।
		৫.২.৩ ছন্দের তালে তালে স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য শিশুতোষ গান গাইতে পারবে।
		৫.২.৪ ছন্দের তালে তালে স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য নাচ নাচতে পারবে।
		৫.২.৫ স্থানীয়/লোকজ ও অন্যান্য শিশুতোষ ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
		৫.২.৬ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারবে। ৫.২.৭ সাধারণ বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে জানবে।
	৫.৩ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে নান্দনিকতার প্রকাশ করতে পারা।	৫.৩.১ নিজেকে পরিপাটি করে রাখতে পারবে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজ-সজ্জা ও পোশাক)।
		৫.৩.২ নিজের ব্যবহার্য জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবে।
৬. পরিবেশ	৬.১ পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারা।	৬.১.১ চারপাশের পরিবেশের উপাদান যেমন, ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, যানবাহন, মাটি, পানি ইত্যাদি চিনতে ও নাম বলতে পারবে।
		৬.১.২ প্রাকৃতিক পরিবেশের ফসলের ক্ষেত, নদী, পাহাড়, বন, সমুদ্র চিনতে পারবে।
		৬.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা যেমন বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারবে।
		৬.১.৪ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র চিনবে এবং এগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে।
		৬.১.৫ পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয়দের (মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু,) সম্পর্কে বলতে পারবে।
		৬.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণীর (৩টি) সাধারণ বৈশিষ্ট্য বের করতে পারবে।

শিখনক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
		৬.১.৭ বৈশিষ্ট্যের আলোকে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের পার্থক্য করতে পারবে।
		৬.১.৮ দিনের বিভিন্ন অংশ (সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত) আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।
	৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারা	৬.২.১ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে।
		৬.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।
		৬.২.৩ গাছ-পালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল হবে।
৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৭.১ বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া	৭.১.১ পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
		৭.১.২ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তথ্যসমূহের শ্রেণিকরণ, তুলনা ও উপস্থাপন করতে পারবে।
		৭.১.৩ অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
		৭.১.৪ ছোটখাট বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ ব্যখ্যা করতে পারবে।
		৭.১.৫ ছোটখাট সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
	৭.২জড়, জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারা	৭.২.১ জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারবে
		৭.২.২ উদ্ভিদ ও প্রাণী পার্থক্য করতে পারবে
	৭.৩ দৈনন্দিন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারা	৭.৩.১ দেশের সর্বত্র প্রচলিত ও পরিচিত প্রযুক্তি (রেডিও, টেলিভিশন, ঘড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ধান মাড়াইয়ের কল, সেচ যন্ত্র) ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বলতে পারবে।
		৭.৩.২ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয় এমন সাধারণ যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি চিনতে পারবে।
	৭.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা	৭.৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন) নাম জানবে ও সনাক্ত করতে পারবে।
		৭.৪.২ তথ্য ও যোগাযোগের বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে পারবে।
৮. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	৮.১ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দৈনন্দিন কাজ করতে এবং খাবার ও বিশ্রামের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।	৮.১.১ শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও তাদের কাজ বলতে পারবে।
		৮.১.২ নিয়মিত দাঁত মাজতে, হাত ধুতে, চুল আঁচড়াতে, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢাকতে ও টয়লেট ব্যবহার করতে পারবে। নখ কাটা
		৮.১.৩ বিভিন্ন প্রকার খাবার চিহ্নিত করতে পারবে।
		৮.১.৪ বিভিন্ন প্রকার খাবার (ভাত/রুটি/পাউরুটি, মাছ-মাংস/ডাল, শাক-সব্জি, ফল-মূল) আলাদা করতে পারবে।
		৮.১.৫ খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিয়মিত নিজে নিজে খাবার খেতে পারবে।
		৮.১.৬ খাবারের আগে ও পরে প্লেট নিজে ধুবে।
		৮.১.৭ পরিষ্কার পাত্রে খাবার ঢেকে রাখবে।
		৮.১.৮ ফলমূল ধুয়ে খাবে।
		৮.১.৯ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম নেবে। ৮.১.১০ সাধারণ রোগ সম্পর্কে জানবে।
	৮.২ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।	৮.২.১ বিপজ্জনক বস্তু বা বিপদের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে, যেমন-আগুন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ, কীটনাশক, ভাঙ্গা গ্লাস, ছুরি, কাঁচি, দা, দেয়াশলাই, ডোবা, পুকুর ইত্যাদি।
		৮.২.২ নিরাপত্তাজনিত সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে পারবে এবং রাস্তা, গাড়ি বা বাইরে চলাচলের সময় তা মেনে চলতে পারবে।
		৮.৩.৩ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া যেতে পারে তা সনাক্ত করতে পারবে এবং সহায়তা চাইতে পারবে।
		৮.৩.৪ অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে চকলেট, খেলনা, টাকা ইত্যাদি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।
		৮.৩.৫ প্রতিকূল পরিস্থিতি বুঝে সে অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বণ করবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রাথমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০১১।

দিন-২ 

অধিবেশন পরিকল্পনা - ৬ (ক)

বিষয় শিরোনাম: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলা।

মূল বিষয়:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের প্রবেশক। তাই এ শ্রেণির সফলতা বা বিফলতার দায়ভার অনেকাংশেই বহন করতে হবে প্রাথমিক স্তরকে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির চারু ও কারুকলা বিষয় সংশ্লিষ্ট চর্চা শিশুকে প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। অপরদিকে প্রাথমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় শিখনের ক্ষেত্রেও শিশুকে নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে চারু ও কারুকলা বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় চারু ও কারুকলার জ্ঞান শিক্ষকদের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে শিশুর শিখন আনন্দদায়ক ও সহজ হয়। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলার অবস্থান নির্ণয় ও শিশুর শিখন ক্ষেত্রগুলোতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানে এ অধিবেশনের ভূমিকা যথেষ্ট। **শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষার্থীরা-

১. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে চারু ও কারুকলার অবস্থান শনাক্ত করতে পারবেন।
২. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন ক্ষেত্রগুলোর সাথে চারু ও কারুকলার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন, পঠন, দলে কাজ, উপস্থাপন।

উপকরণ: ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাক্রম।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে চারু ও কারুকলার অবস্থান শনাক্ত করতে পারা। সময়: ২০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের আটটি দলে ভাগ হতে বলুন।
- প্রত্যেক দলে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বর্ণিত একটি করে শিখন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের অংশ দিন।
- দলে পড়ে ও আলোচনা করে চারু ও কারুকলা বিষয় সংশ্লিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলগুলো শনাক্ত করতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

কাজ-২: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন ক্ষেত্রগুলোর সাথে চারু ও কারুকলার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারা।

সময়: ২০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- পূর্বের দলে প্রাপ্ত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের ভিত্তিতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখনক্ষেত্রগুলোর সাথে চারু ও কারুকলার সম্পর্ক দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রয়োজনে পাওয়ার পয়েন্ট আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

মূল্যায়ন: সময়: ৫ মিনিট

- নিচের প্রশ্নটির উত্তর কয়েকজনকে বলতে বলুন।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় একজন শিক্ষকের কোন কোন দিকে নজর দিতে হবে?

সহায়ক তথ্য-৬ (খ) 

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলা

যোগাযোগ বলতে খুবই সাধারণভাবে আমরা বুঝি কোনো তথ্য বা ভাবের অর্থবহ আদান প্রদানকে। অর্থাৎ যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা ভাষা, ইশারা, ইঙ্গিত, ছবি, প্রতিকৃতি, আকার, আকৃতি, প্রতীক ইত্যাদি দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকরভাবে কোনো তথ্য, উপাত্ত, অভিজ্ঞতা, আবেগ, অনুভূতি, ধারণা ও মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। যোগাযোগের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন হয়। সেগুলো হচ্ছে- চিঠিপত্র, আলোচনা, মোবাইল বা ল্যান্ড ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ব্লগ, সামাজিক নেটওয়ার্ক, পত্রিকা, লোগো, সংকেত, প্রতীক, ছবি, প্রতিকৃতি, বিলবোর্ড, রেডিও, টেলিভিশন, ইশারা, ইঙ্গিত ইত্যাদি।

যোগাযোগ তিন ধরনের যথা- অন্তঃব্যক্তিক, আন্তঃব্যক্তিক ও গণযোগাযোগ। কোনো ব্যক্তির নিজের সাথে নিজের যোগাযোগ হলে তা অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিপাটি সম্পর্কে ভালোভাবে দেখেন তখন তিনি মূলত নিজের সাথে নিজেই কথা বলেন। তার পোশাক ও সাজ মানানসই হয়েছে কিনা তা পরখ করে নেওয়া। এ ঘটনাগুলো অনেকটা মনের অজান্তেই ঘটে যায়। তাছাড়া ব্যক্তিজীবন যেমন সমস্যাসংকুল আবার আনন্দঘনও বটে। কখনো কখনো ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে চান। কারো কাছেই ব্যক্ত করতে চান না। আবার এমন কিছু আনন্দদায়ক ঘটনা ব্যক্তির জীবনে থাকে যা নিজে ভেবেই পুলকিত হতে চান। এ ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ মুহূর্তগুলোকে বিশেষভাবে যত্ন করে পরবর্তীতে তার করণীয় নির্ধারণ করে ব্যক্তি একান্তভাবেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির ভুমিকা সম্পর্কে যখন তিনি নিজের বিবেকের সাথে কথা বলেন তখন যোগাযোগটি অন্তঃব্যক্তিক।

ব্যক্তি যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাথে কোনো বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে তখন আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ হয়ে থাকে। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে ব্যক্তির সংখ্যা গণনা করা যায়। যেমন, জোড়া বা দলে মতবিনিময়, শ্রেণিকক্ষের আলোচনা, টকশো, গোল টেবিল আলোচনা ইত্যাদি।

ব্যক্তি যখন কোনো বিশাল গোষ্ঠীর সামনে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করে তখন গণযোগাযোগ হয়ে থাকে। গণযাগাযোগে ব্যক্তির সংখ্যা আপাতঃদৃষ্টিতে গণনা করা যায় না, অনুমান করা যায়। যেমন, পত্রিকা, বিলবোর্ড, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

বর্তমান আলোচনা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সফল আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কতগুলো ধাপ রয়েছে। শিক্ষক হিসেবে সেগুলো জানা জরুরি। নিচে এ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো-

সম্ভাষণ জানানো: শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী/সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে সম্ভাষণ জানানো (**Greet**)।

কুশল বিনিময়: শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী/সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কুশল জানা (**Ask**) ।

উদ্দেশ্য বলা: আপনার আগমণের কারণ বা বর্তমান কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী/সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে অবহিত করা(**Tell**)।

সহযোগিতা করা: উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী/সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদার সমন্বয় সাধন করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করা(**Help**)।

ব্যাখ্যা প্রদান: গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী/সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে আলোচনা করা(**Explain**)।

ফিরে দেখা: ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ আলোচনার পর নিজেদের দাযিত্ব নিয়ে কাজ করতে কোনো সমস্যা আছে কিনা, সে অনুযায়ী সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা ইত্যাদি জানা। প্রয়োজনে সহযোগিতা করা(**Return**)।

সফল আন্তঃব্যক্তিক যোগাযেগের ধাপগুলো সংক্ষেপে **GATHER** হিসেবে পরিচিত। এবার আলোচনাকে আরও সীমাবদ্ধ করতে অধিবেশনটির শিরোনাম খেয়াল করা প্রয়োজন। এ অধিবেশনের শিরোনাম হচ্ছে, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলা । সুতরাং চারু ও কারুকলা বিষয়টি আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে সক্ষম সেদিকে দৃষ্টিপাত করাই ভালো।

একটি শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় একজন শিক্ষক নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। আর এই উপকরণগুলো মূলত চারু ও কারুকলারই শিল্পকর্ম। ছবি, চার্ট, মডেল বা প্রতিকৃতি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করেন। তাছাড়া একই ছবি, চার্ট ও মডেলের আবেদন শিক্ষার্থীর কাছে নানা রকমের। আবেদনের এই ভিন্ন মাত্রা শিক্ষার্থীকে নানাভাবে প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। আর তা প্রকাশের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ হয়ে থাকে। বহুমাত্রিক এই আবেদন শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে শিক্ষক অত্যন্ত কৌশলে শিক্ষার্থীর মত প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন। কোন উপকরণ শ্রেণিকক্ষে কখন কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরই আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ নির্ভর করে। পাঠ শুরুর সময়, পাঠ চলাকালীন ও পাঠ শেষে- এই তিনটি পর্যায়ে উপকরণ ব্যবহার হয়ে থাকে। পাঠ শুরুর সময় সমগ্র শ্রেণিকক্ষই উপকরণ দ্বারা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে। ফলে পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছবি বা চার্টের ভাষা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ঘটায়। পাঠ চলাকালীন কোনো উপকরণের মাধ্যমে দলে কাজ বা চারু ও কারুকলাধর্মী কোনো কিছু তৈরি করতে দিলেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। পাঠ শেষে মূল্যায়ন পর্যায়েও উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো ব্যবহৃত উপকরণের ফলাফল আবার সকল শিক্ষার্থীকে জানানো হয়। এক্ষেত্রেও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রেণিকক্ষে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলা কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আন্তঃ ব্যক্তিক যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০০৮।

২. এক্সপ্রেসিভ আর্ট, বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, প্রাথমিক শিক্ষা ডিপিএড, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী , ময়মনসিংহ-২০১২।

দিন-২  অধিবেশন

পরিকল্পনা - ৬ (খ)

বিষয় শিরোনাম: আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলা।

মূল বিষয়:

একটি শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় একজন শিক্ষক নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। আর এই উপকরণগুলো মূলত চারু ও কারুকলারই শিল্পকর্ম। প্রতিটি শিল্পকর্মেরই রয়েছে বহুমাত্রিক আবেদন। উপকরণের এই আবেদন শ্রেণিকক্ষে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে। বহুমাত্রিক এই আবেদন শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে শিক্ষক অত্যন্ত কৌশলে শিক্ষার্থীর মত প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন। কোন উপকরণ শ্রেণিকক্ষে কখন কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরই আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ নির্ভর করে। পাঠ শুরুর সময়, পাঠ চলাকালীন ও পাঠ শেষে- এই তিনটি পর্যায়ে উপকরণ ব্যবহার হয়ে থাকে। কোনো ছবি বা চার্ট বা মডেল শ্রেণিকক্ষে কীভাবে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ঘটায়, এ অধিবেশনে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
২. আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলার ভূমিকা বলতে পারবেন।

সময়: ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন, পঠন, দলে কাজ ও উপস্থাপন।

উপকরণ: ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাক্রম।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সম্পর্কে বলতে পারা। **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- নিচে বর্ণিত প্রশ্নটি সম্পর্কে দুই মিনিট চিন্তা করতে বলে কয়েকজনকে উত্তর বলতে বলুন।
- যোগাযোগ বলতে কী বুঝেন?
- উত্তর পাওয়ার পর নিচে বর্ণিত গল্পটি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করুন।

গল্পে গল্পে যোগাযোগের ধরন

প্রৈতি এক গুণী ব্যক্তিত্ব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষকতায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে তাঁর ভূমিকা সকল শিক্ষার্থীর কাছে অনুকরণীয়। খবরের কাগজে লেখালেখিও করেন তিনি। তাঁর লেখায় প্রতিশ্রুতিশীলতার ছাপ পাওয়া যায়। পাঠকসমাজে তাঁর লেখা সমাদৃত। এছাড়াও তিনি রেডিও-টেলিভিশনে খবর পাঠ করেন। মাঝে মাঝে তাঁকে টকশোতেও দেখা যায়। বিশেষ করে গোল টেবিল আলোচনায় তিনি একজন বিজ্ঞ পেনালিস্ট। সমসাময়িক জাতীয় ইস্যুগুলোতে তাঁর যৌক্তিক তথ্য-উপাত্তভিত্তিক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অন্য পেনালিস্টসহ সকল দর্শক-শ্রোতার কাছেই অভিনন্দিত। আজকের এই ভূয়সী প্রশংসার ক্ষেত্রটি তৈরি করতে তাঁকে করতে হয়েছে নিরলস সাধনা। তাঁর সফলতার মূলমন্ত্রটি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কোনো বিষয়ে নিজের সাথে কথা বলা।

- কত ধরনের যোগাযোগে প্রৈতির পারদর্শিতার কথা বলা হয়েছে তা বুঝতে সকলকে গল্পটি কয়েকবার পড়তে বলুন।
- এরপর পাশাপাশি তিন জনে আলোচনা করে যোগাযোগের ধরনগুলো হোয়াইটবোর্ডে লিখতে বলুন।
- লেখা শেষে তথ্যপত্রের সহায়তায় আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

কাজ-২: আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলার ভূমিকা বলতে পারা। **সময়: ২৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করুন।
- দ্রুততম সময়ে দুই দলকে চারুকলা ও অন্য দুই দলকে কারুকলা বিষয়ক কিছু উপকরণের নাম পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- এবার শনাক্তকৃত উপকরণগুলো শ্রেণিকক্ষে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে কীভাবে ভূমিকা রাখবে তা পয়েন্ট আকারে নিচে নিচে লিখতে বলুন।
- দলীয় কাজ পরিবীক্ষণ করুন।
- কাজ শেষে চারুকলা ও কারুকলা বিষয়ের যেকোনো দুই দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দুই দলকে স্ব স্ব কাজের সাথে মিল করতে বলুন।
- মিল করা হলে চারুকলা দলের সদস্যদের কারুকলা ও কারুকলা দলের সদস্যদের চারুকলা বিষয়ের দলীয় কাজ আরও সমৃদ্ধ করতে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করুন।
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তায় বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ৫ মিনিট**

- নিচের প্রশ্নটির উত্তর কয়েকজনকে বলতে বলুন।
- শ্রেণিকক্ষে সফল আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে চারু ও কারুকলার ভূমিকা কী?

সহায়ক তথ্য -৭



রং এর ধারণা ও রং এর শ্রেণিবিভাগ

শিল্পী মাত্রই সুন্দরের পূজারী। একজন শিল্পী তার বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতির প্রতিফলন ঘটান যেমন শিল্পকর্মে তেমনি আরেকটি জিনিসের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, সেটি হচ্ছে রং। যেটি তার হৃদয়ের বা মনের-ই হোক কিংবা শিল্পকর্মের। রং এমন একটি বস্তু যা আমাদের মনকে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করে। দৃশ্যমান জগতে আমরা যা কিছুই দেখতে পাই তা কোন না কোন রং দ্বারা আবৃত। আমরা যে দিকে দৃষ্টি দেই সর্বত্রই বিচিত্র রং এর বিপুল সমারোহ। তবে স্বাতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি জিনিসের রং এর একটা আলাদা চাহিদা প্রতীয়মান। বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা করে রং আবিষ্কার করেছেন। তাদের মতে- রংয়ের অর্থ হলো নানা প্রকার আলো বা পদার্থ। বাইরের বস্তু থেকে উত্থিত আলোক তরঙ্গ চোখের ভেতরের স্নায়ুগুলোতে আঘাতের দ্বারা উত্তেজনার সৃষ্টি করে মানুষের চোখে যা এক এক রূপ নিয়ে ধরা পড়ে তাই রং। আলোক তরঙ্গগুলোর আকার সমান নয়। বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতে- " রং এর স্থায়িত্ব ও দীর্ঘত্ব বোধশক্তির উপর নির্ভর করে"। অর্থাৎ রংয়ের গভীরতা ধীরে ধীরে পরিবর্তন কালে হালকায় রূপান্তরিত হয়। যেমন- উজ্জ্বল লাল (Furred), লাল (Red), কমলা (Orange), হলুদ (Yellow), সবুজ (Green), নীল সবুজ (Blue Green), নীল (Blue), বেগুনী (Violet) ইত্যাদি রং আলোক তরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

সূর্যের আলো কোন ত্রিকোণাকার কাঁচের (প্রিজম) মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হলে আমরা সাতটি রং দেখতে পাই। এগুলো- বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। সংক্ষেপে এ রং গুলোকে "বেনীআসহকলা" বলা হয়। আমরা যে সকল রং প্রত্যক্ষ করি, কিংবা আলোক তরঙ্গের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে রং কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

(ক) **প্রাথমিক বা প্রথম স্তরের রং (Primary Colours)**

(খ) **দ্বিতীয় স্তরের রং (Secondary Colours)**

(গ) **তৃতীয় স্তরের রং (Tertiary Colours)**

লাল (Red), নীল (Blue) ও হলুদ (Yellow) এই তিনটি হলো প্রাথমিক বা প্রথম স্তরের রং। প্রাথমিক স্তরের রংকে আবার মৌলিক রং বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় স্তরের রং প্রথম স্তরের দু'টি রং এর সংমিশ্রণে তৈরি হয়। যেমন- লাল + নীল = বেগুনী, হলুদ + নীল = সবুজ এবং লাল + হলুদ = কমলা। তৃতীয় স্তরের রং একটি প্রথম স্তরের রং ও একটি দ্বিতীয় স্তরের রং এর সংমিশ্রণে তৈরি হয়, যেমন- লাল + কমলা = ইটের রং, লাল + বেগুনী = আলতার রং, হলুদ + কমলা = কনক বা খাঁটি সোনার রং নীল + সবুজ = ময়ূর কণ্ঠি রং এবং নীল + বেগুনী = ধূসর রং।

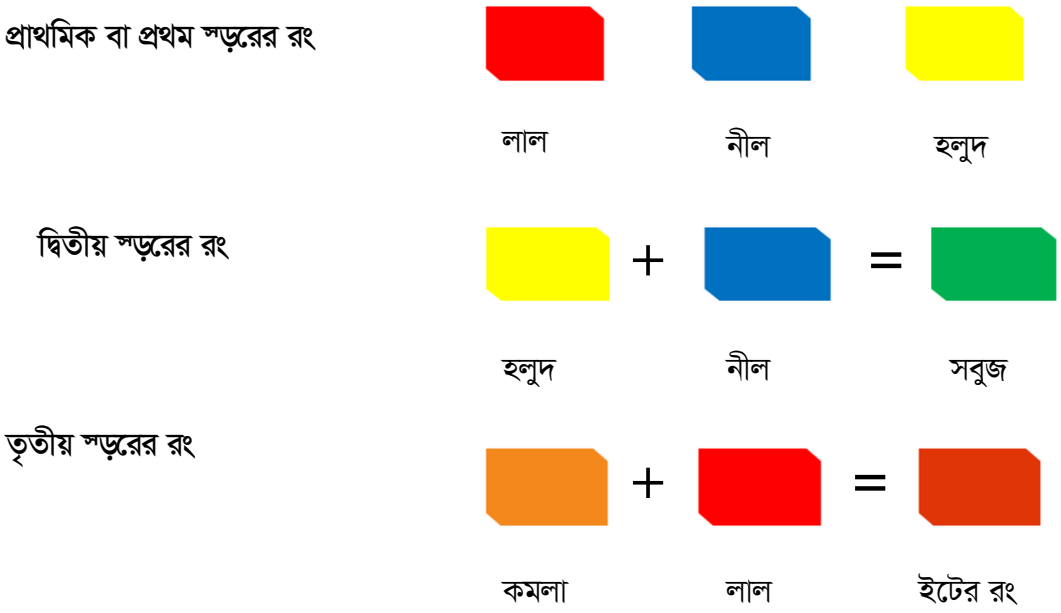

উল্লেখ্য সাদা, কালো এবং সকল প্রকার ধূসর রংগুলোকে নিরপেক্ষ রং বলে। এই রংগুলো বিশেষ কোন রং এর পক্ষে নয়। অর্থাৎ সকল প্রকার রং এর উপরেই অল্প বিস্তর প্রভাব থাকে। এক্ষেত্রে সাদা রং তৈরীতে সকল রং এর উপস্থিতি, কালো রং এর ভেতর সকল রং এর অনুপস্থিতি এবং ধূসরের মধ্যে কম বেশি রং এর উপস্থিতি থাকে।

রং এর গুণ বা ধর্ম.

প্রত্যেকটি রং এর মধ্যে নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। রং এ সাধারণতঃ তিনটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

বর্ণ (Hue): বর্ণের অর্থ হচ্ছে বিশেষ কোন রং এর সমাবেশ, উদাহরণ স্বরূপ- লাল, নীল ও হলুদ রং। রং গুলো একটি হতে অন্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

রংয়ের গাঢ়তা (Value): উদাহরণ স্বরূপ হালকা ও সবুজ রং। ছবি আকাঁর সময় কোন কোন ক্ষেত্রে রং এর বেলায় প্রয়োজনবোধে হালকা গাঢ় রং এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

অনুজ্জ্বলতা (Intensity) ও উজ্জ্বলতা (Purity): প্রয়োজনবোধে ছবিতে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি এবং হ্রাস সম্ভব হয়।

রং এর মানসিক প্রতিক্রিয়া

রং এর সঙ্গে মানুষের অনুভূতি ও ভাবাবেগের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার রং মানুষের মনে নানা রকম মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ছবি আঁকার সময় শিল্পী যখন নির্বাচিত রংয়ের মাধ্যমে তার মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তদ্রুপ দর্শকের মনেও সেই ভাবটি চিত্রাংকনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। যে রংয়ের সাথে মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জড়িত সেগুলো হলোঃ-

লাল: লাল রং মানব মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এটি মূলতঃ রক্তপাত হতে সৃষ্টি, বিপদজনক এবং উত্তেজনার বা অত্যন্ত আকর্ষণীয় কোন পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে।

নীল: এই রং বিশেষ করে আকাশের রং এর সাথে মানব মনের একটা প্রশান্ত ভাবের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। গাঢ় নীল গভীরতার আভাস দেয়।

হলুদ: আনন্দ, উল্লাস বা উৎফুল্লতার প্রতীক। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান বিশেষতঃ বর-কনেকে হলুদ মাখানোর অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়ে থাকে।

সাদা : সাদা রং হলো শান্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতার প্রতীক।

কালো : শোক-তাপ, দুঃখ-বিপদ এর ইঙ্গিত বহন করে।

সবুজ : সবুজ রংকে যৌবনের রং বা চির নবীনতার প্রতীক বলে মনে করা হয়।

এছাড়াও আরো কিছু রংয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ আছে যেগুলো হলো :-

রং-এর নাম	অন্তর্নিহিত অর্থ
ধূসর	দুঃখ (অন্যের বেদনায় ব্যথিত)
বেগুনী	ধৈর্য্য
লাল (উজ্জ্বল)	বীরত্ব
লাল (হালকা)	অহংকার
সিন্দুর (সন্ধ্যার আকাশের মত)	ভালবাসা
সবুজ (মলিন)	ঈর্ষা, লোলুপতা
রক্তিম (ভোরের আকাশ)	আশা, প্রসন্নতা

রক্তিম (ঈষৎ হরিৎবর্ণ)	উৎসাহ
নীল (উজ্জ্বল)	ন্যায় ও সততা
নীল (মলিন)	নিরূৎসাহ

প্রাচীন কালে গুহা মানবেরা গুহার গাত্রে বিভিন্ন জীব জন্তুর ছবি আঁকত। এগুলোতে রং হিসেবে ব্যবহার করতো বিভিন্ন গাছপালার ছাল-বাকল, লতা-পাতা, ফুল-ফল সহ প্রভৃতির নির্যাস থেকে। বর্তমানেও এসব গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফুল-ফলসহ বিভিন্ন জিনিস থেকে আমরা সহজেই নানা প্রকার রং পেতে পারি, যা তৈরি এবং ব্যবহারে কোমলমতি শিশুরা ব্যাপক উৎসাহী হবে। যেমন-পাকা পুঁই শাকের ফল ও ছিটরীর ফল থেকে বেগুনী রং পেতে পারি। সীম পাতা থেকে সবুজ, কাঁচা হলুদ কিংবা শুকনো হলুদ থেকে হলুদ, ডেউয়া গাছের ছাল, কাঁচা ডাব ও কচু গাছের রস থেকে খয়েরী রং, মেহেদী পাতার রস অথবা শিউলী ফুল থেকে কমলা রং এবং কাঠকয়লা বা রান্নার পাতিলের তলা থেকে কালো রং তৈরী করা যায়।

রং এর সাথে মানুষের অনুভূতি ও ভাবাবেগের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের ছবি দুটোতে (চিত্র নং ১ ও ২)



চিত্র নং - আমার ছেলে বেলা



চিত্র নং -২ শিরোনামহীন

সহায়ক গ্রন্থ:

	লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	ড. ওবায়দুর রহমান	চারু ও কারুকলা	জানুয়ারি ১৯৮৮	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা।
২.	এ এইচ এম বশিরউল্লাহ প্রফেসর সুমিতা নাহা মজুমদার পরিতোষ কুমার	এক্সপ্রেসিভ আর্ট	জুন, ২০১২	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নেপ, ময়মনসিংহ।
৩.	সালাহউদ্দিন আহমেদ	শিক্ষণে চারু ও কারুকলা	মার্চ, ১৯৮৭	জাফর বুক এজন্সী মুন্সিগঞ্জ।

দিন-২ 

অধিবেশন পরিকল্পনা-০৭

বিষয় শিরোনাম: রং এর ধারণা ও রং এর শ্রেণিবিভাগ।

মূল বিষয়:

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রং একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রং এমন একটি বস্তু যা আমাদের হৃদয় মনকে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করে। এছাড়া শিশু মনে দোলা দেয়ার অন্যতম মাধ্যম রং। বিভিন্ন শেডের মধ্যে তিনটি রংকে প্রাথমিক রং বা প্রথম স্তরের (Primary Colour) রং বলে। এই তিনটি রং হচ্ছে- লাল, নীল ও হলুদ।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. রং সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

২. রং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩. রং এর সঙ্গে রং মিলিয়ে নতুন রং তৈরি করতে পারবেন।

৪. রং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৫. প্রাকৃতিক জিনিস থেকে রং তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর আলোচনা, এককভাবে অঙ্কন,বাস্তবে রং তৈরি,ছবি প্রদর্শন।

উপকরণ: রং এর সংজ্ঞার চার্ট , রং এর প্রকার ভেদের তালিকা , 3B/4B পেন্সিল, কার্টিজ পেপার , রং ও তুলি, কালার প্যালেট ও পানি ,পুঁইশাকের পাকা বিচি, কাঠ কয়লা, কাঁচা হলুদ।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: রং কী ও কত প্রকার এবং সকল প্রকার রং কীভাবে তৈরি হয় সে সম্পর্কে বর্ণনা করা

সময়: ৪০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে একটি গানের (হায়রে মানুষ রঙ্গিন মানুষ, দম ফুরাইলে ঠুস্) মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে আনন্দদায়ক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করুন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রং বলতে কী বুঝায় তা চিন্তা করতে বলুন।
- অতপর প্রশিক্ষণার্থীদের রং এর ধারণা সম্পর্কে বলতে বলুন।
- রং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে বলুন।
- প্রয়োজনে রংয়ের প্রকারভেদ সংশ্লিষ্ট তালিকা প্রদর্শন করুন।
- প্রাথমিক স্তরের রং সম্পর্কে ধারণা দিন।
- পর্যায় ক্রমে প্রাথমিক স্তরের রং এর সমন্বয়ে দ্বিতীয় স্তরের রং এবং দ্বিতীয় স্তরের রং এর সমন্বয়ে তৃতীয় স্তরের রং কী ভাবে তৈরি হয় তা তৈরি করে দেখান।

কাজ-২: বিভিন্ন প্রকার রং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারা। সময়- ২০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রকার রং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা দিন।
- আপনার তৈরিকৃত রং এর অর্থ বোধক চার্টটি বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আলোচনা করুন।

কাজ-৩: প্রাকৃতিক জিনিস থেকে রং তৈরির বর্ণনা করতে পারা। সময়- ২০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- স্থানীয়ভাগে প্রাপ্ত কাঁচা হলুদ, পুঁই শাকের বিচি, কাঠ কয়লা ইত্যাদি থেকে যে বিভিন্ন রং পাওয়া যায় তা কাগজে দেখিয়ে দিন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের এককভাবে করতে বলুন।

মূল্যায়ন: সময়- ১০ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- রং কাকে বলে ?
- রং কত প্রকার ও কী কী ?
- কী কী রংয়ের সমন্বয়ে দ্বিতীয় স্তরের রং তৈরি হয় ?
- সাদা ও কালো রংয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ কী ?

স্ব-অনুচিন্তন: প্রদত্ত পদ্ধতিতে শিখনফল অর্জিত না হলে পদ্ধতি পরিবর্তন পূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

সহায়ক তথ্য- ৮

চারু ও কারুকলার বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ও কৌশল

মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কর্মের বহিঃ প্রকাশ ঘটে চারু ও কারুকলার কাজের মাধ্যমে। চারু ও কারুকলার শিখনে তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ভাষা শিখনের জন্য যেমন ধ্বনি ও বর্ণের প্রয়োজন হয় তেমনি Pictoreal Language আয়ত্ব করার জন্য কিছু বিষয় জানার প্রয়োজন হয়। শিখনে যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল সহায়তা করে সেগুলো হচ্ছে Lecture, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা রোলপ্লে প্রভৃতি। আবার ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যেমন রয়েছে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি, বর্ণক্রমিক পদ্ধতি ও শব্দক্রমিক পদ্ধতি, তেমনি ভাবে ছবি আঁকার জন্য রয়েছে কিছু ব্যকরণিক নিয়ম পদ্ধতি (সেটি যে মাধ্যমেই হউক না কেন)। সেগুলো হচ্ছে যা আঁকা হবে তার আকার, আকৃতি, সমতা, আলোছায়া, ভারসাম্য বা কম্পজিশন, টেকচার প্রভৃতি।

আকার আকৃতি : আকার আকৃতি বলতে যে বস্তু আঁকা হবে তা কতটুকু বড় বা ছোট এবং তা গোলাকার না লম্বাটে না চারকোনা তা বুঝানো হয়ে থাকে।

সমতা: কোন জিনিসের মাঝামাঝি একটা লাইন বা রেখা টানলে লম্বালম্বিভাবে রেখার দুপাশের অংশ দুটি যদি আকার ও আকৃতিতে একই রকম হয়ে থাকে তবে তাকে সমতা বলে।

আলোছায়া : বাস্তবধর্মী ত্রিমাত্রিক ছবির সার্থক রূপায়ন কেবল মাত্র আলোছায়া সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। আলোছায়া দ্বারা কোন একটি জিনিসের উপর ও নীচ এবং বাম ও ডান পার্শ্ব সঠিক ভাবে দেখানো যায়। এখানে মনে রাখা দরকার বস্তুর যে অংশ আলোর সবচাইতে কাছে থাকবে সেই অংশ বা দিক সবচেয়ে আলোকিত হবে।

ভারসাম্য বা কম্পজিশন : ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেখা, বিষয় বস্তু ও অবস্থান মোটামোটি মিল রেখে উপস্থাপনই ছবির ভারসাম্য বা কম্পজিশন।

টেকচার : যে বস্তু আঁকতে হবে তার উপরিতলের গঠন বা টেকচার কেমন তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে আঁকা আবশ্যক।

পরিপ্রেক্ষিত : কোন দৃশ্য অংকনের সময় ছবির মধ্যে কোন একটি বস্তু অপর বস্তুটি থেকে কতদূরে বা কাছে আছে এবং আঁকিয়ে বস্তুটি কোন দৃষ্টিকোন থেকে দেখছে তাই পরিপ্রেক্ষিত। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে কাছের জিনিস বড় এবং দূরের জিনিস ছোট হবে। কাছের বস্তুর রং গাঢ় হবে এবং দুরের বস্তুর রং হালকা হবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার এ নিয়ম শিশুদের জন্য খুব একটা গ্রহণ যোগ্য নয়। শিশুদের চিত্রকলার শিশু সুলভ একটা ভাবধারা থাকবে। তা বড়দের ছবির মত নয়।

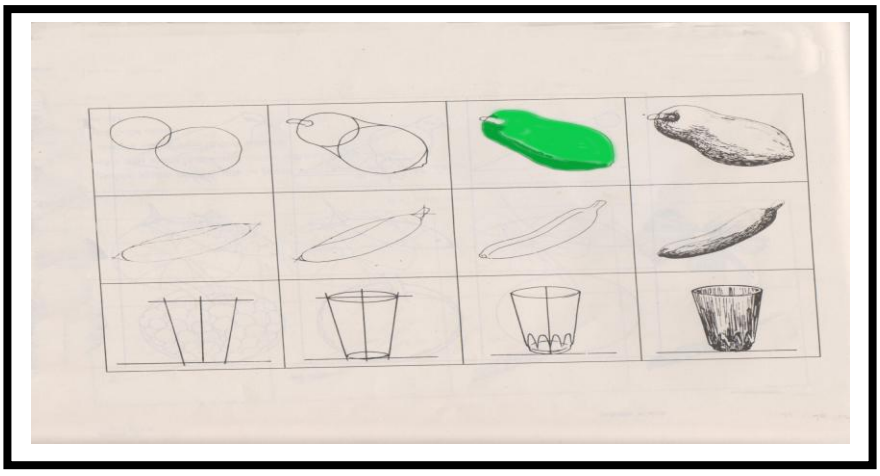

এখানে অপর একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকার সময় ভিন্ন ভিন্ন কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। পেন্সিল ও পেন স্কেচের সময় যা আঁকা হবে তার আউট লাইন ড্রয়িং করতে হয়। তারপর আলোর ছায়া অনুযায়ী টোন দিতে হয়।

জলরং : জলরং এর ছবি আঁকার সময় জানা দরকার যে, জল রং দুই ধরনের একটি ট্রান্সপারেন্ট কালার বা স্বচ্ছ রং আর একটি ওপেক কালার বা অস্বচ্ছ রং। ট্রান্সপারেন্ট কালারে ছবি আঁকার সময় ওয়াস পদ্ধিতে আঁকতে হয়। প্রথমে হালকা রং তারপর ধীরে ধীরে গাঢ় রং দিতে হয়। ওপেক কালারে ছবি আঁকার সময় যেখানে যে রং তা সলিট আকারে দিতে হয়।

উল্লেখ্য এ সকল বিষয় শিক্ষকের জন্য ; শিশুর শৃজনশীল প্রতিভা বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক এ সকল বিষয়গুলো জানবেন শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য। শিশু স্বাধীন ভাবে আঁকবে, কোন কিছু তৈরি করবে এখানে শিক্ষক শিশুদেরকে অনুপ্রানিত করবেন মাত্র।

সহায়ক গ্রন্থ:

	লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	মতিয়র রহমান ও কাজী আব্দুল বাতেন	চারু ও কারুকলা	২০০০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

দিন-২



অধিবেশন পরিকল্পনা-০৮

বিষয় শিরোনাম : চারু ও কারুকলার বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ও কৌশল।

মূল বিষয় :

চারু ও কারু কলার শিখনের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতাই মুল উপজিব্য। এখানে ধরাবাধা কোন নিয়ম বা পদ্ধতি নেই। তথাপি শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম জানা আবশ্যক। অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে যে সকল কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এখানে তার ভিন্নতা রয়েছে। চারু ও কারুকলা শিখনে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ বেশ গরুত্ববহ।

শিখন ফল : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. চারু ও কারু কলার শিখন পদ্ধতি ও কৌশল বলতে পারবেন।

২. ছবি অংকনের কিছু নিয়ম বলতে পারবেন।

সময় : ৯০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রদর্শন, আলোচনা, অনুশীলন ও স্ব-অনুচিন্তন।

উপকরণ: কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, রাবার, রং, মাল্টিমিডিয়া।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১ : চারু ও কারুকলা শিখন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে বলতে পারা। সময় : ৪০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণর্থীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চেয়ারবদল খেলাটি খেলুন। খেলা শেষে প্রশিক্ষণর্থীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলের পৃথক পৃথক নাম দিন। তথ্যপত্র পড়ে দলে আলোচনা করে চারু ও কারুকলা শিখন পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কী বোঝায় তা লিখতে বলুন। লেখা শেষে উপস্থাপন করতে বলুন।

কাজ-২ : নিয়ম মেনে ছবি আঁকতে পারা। সময় : ৪০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- ছবি আঁকার নিয়মগুলো মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করুন। প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন। প্রদর্শন শেষে নিয়মগুলো অনুশীলন করতে বলুন। অনুশীলন করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

মূল্যায়ন : সময়:১০ মিনিট

প্রশ্ন করুন-

- চারু ওকারুকলার শিখন পদ্ধতি বলতে কী বুঝেন?
- অংকনের ২/১ টি নিয়ম বলুন।
- অনুশীলনের সময় আগ্রহ ও পারঙ্গমতা দেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

স্ব-অনুচিন্তন: প্রশিক্ষণার্থীগণের শিখন ফল অর্জিত না হলে অধিবেশন পরিচালনার কৌশলের পরিবর্তন আনুন।

সহায়ক তথ্য-৯ 

প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ চিহ্নিত করা, সংগ্রহ করা, ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল

উন্নত, আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য উপকরণ ব্যবহার অপরিহার্য। যে সকল দ্রব্য ও জিনিসপত্র ব্যবহারের ফলে শিক্ষাদান ও শিখনকার্য সহজ, সাবলীল, আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় মূলত তাকেই উপকরণ বলা যেতে পারে। মানুষ যা শোনে তা তাড়াতাড়ি ভুলে যায় আবার দেখেও ভালভাবে বুঝতে পারে না। তবে বিষয়টির খুঁটিনাটি পরখ করে দেখতে পারলে ঐ বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর হয় এবং তা সহজে অনুধাবন করতে পারে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়কে নিকটতর করার জন্য উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য। শিশু কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাহায্যে সহজেই অনুধাবন করতে পারে ফলে তা তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন নয়। শিশুকে পূর্নাঙ্গরূপে গড়ে তুলতে হলে যে শিক্ষার দরকার, শিক্ষোপকরণ চিহ্নিত করা বা তৈরি, ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে সেসব গুণাবলী আয়ত্ব করা সম্ভব হয়।

মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র বিদেশ থেকে আমদানী করা দামী যন্ত্রপাতি বা উপকরণ শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলতে পারে না । তাই আমাদের উচিৎ দেশীয় তথা নিজেদের আশপাশ থেকে সহজলভ্য ও সস্তা জিনিসের মাধ্যমে উপকরণ তৈরি করা। একজন শিক্ষক আন্ড়রিকতার সাথেপাঠ দিতে চাইলে বিষয় সংশিণ্টষ্ট সহায়ক উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ। উল্লেখ্য, কোন পাঠের জন্য একবার উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করতে পারলে তা বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পাঠে ব্যবহার করা সম্ভব। বলা যায় স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহে শুধু আর্থিক সমস্যাই সমাধান হয় না, অতি পরিচিত সামগ্রী ব্যবহারের ফলে শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান আকর্ষণীয়, সাবলীল ও প্রয়োজনমুখী হয়ে উঠে। সহজলভ্য উপকরণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন- পরিবেশের বাস্তব জিনিস, মডেল, চার্ট, ছবি, সাধারণ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এ সমস্ত উপকরণ দ্বারা শুধুমাত্র চারু ও কারুকলা বিষয়েই পাঠদান নয়। অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করা যায় যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

বাস্তব জিনিস: বিদ্যালয়ের মাঠ, পুকুর, বাগান, গাছ-পালা, নদী-নালা বা নিকটস্থ হাট-বাজারে এমন জিনিস অহরহই পাওয়া যায় যা দিয়ে শিক্ষক বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং বিজ্ঞানের বহু পাঠই উপস্থাপন করতে পারেন।

মডেল: পাটখড়ি ও সামান্য বাঁশ দিয়ে সুন্দর শহীদ মিনারের মডেল বানানো যেতে পারে। এছাড়া ঘড়ির মডেল, ওজনের মডেল দ্বারা শিক্ষক গণিতের স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন। বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে অনেকগুলো অধ্যায়েই বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যায়।

চার্ট: কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি মুখে বোঝান অপেক্ষা চার্টের মাধ্যমে বোঝানো অনেক সহজ হয় এবং শিশুদের মনে রাখতে বেশী সুবিধা হয়। সামান্য কাগজ বিশেষ করে পুরনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে শিক্ষক সুন্দর সুন্দর চার্ট তৈরি করে পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন।

ছবি: উপকরণ হিসেবে ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একটি ছবির ভাষা অনেক। বিভিন্ন দৃশ্য, প্রাণি, মনিষীর ছবি এঁকে কমবেশী সকল শ্রেণিতে পাঠ দেয়া সম্ভব। ছবি আঁকতে না পারলেও একজন শিক্ষক বিভিন্ন ক্যালেন্ডার, পুরনো ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা ও পোষ্টার হতে প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করতে পারেন।

মানচিত্র: বিভিন্ন দেশের মানচিত্র, বিশ্বের মানচিত্র জোগাড় করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট হয় । বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠে মানচিত্র নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।

পাঠে উল্লিখিত উপকরণ অর্থাৎ মডেল, চার্ট, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি তৈরি করতে সাহায্যকারী জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়। যেমন-

হাতযন্ত্রঃ হাতুড়ী, দা, বাটাল, ছুরি, বেত, কাঁচি ইত্যাদি।

কাঁচামালঃ হার্ডবোর্ড, পেপার বোর্ড, মাটি, কাদা, বালু, কাগজ, সূতা, পেন্সিল, বিভিন্ন ধরনের রং, বাঁশ, বেত, তার, পাট, গঁদের আঠা, আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশলঃ একজন শিক্ষক সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা উপকরণ শিশুদের সামনে উপস্থাপন করে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। উপকরণ ব্যবহারের উপরই এর যথার্থতা নির্ভর করে। নিম্নে উপকরণ ব্যবহারের কিছু নীতিমালা দেয়া হলোঃ

- **শিক্ষা উপকরণ বাছাইঃ** শিক্ষককে বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এবং শিশুর বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা উপকরণ বাছাই করতে হবে।
- **শিক্ষকের প্রস্তুতিঃ** শিক্ষক ক্লাশে গিয়ে যাতে কোনরূপ অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য তাঁকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপকরণটির পূর্ণ ব্যবহার জানতে হবে।
- **ক্লাশ প্রস্তুতিঃ** শিক্ষক বিষয় বস্তুর কোন্ জিনিসটির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করছেন তা পরিষ্কার ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন যাতে তারা ঠিকমতো শেখার জন্য প্রস্তুত হয়।
- **উপস্থাপনঃ** উপকরণটি শিক্ষকের হাতের কাছে থাকতে হবে যাতে তিনি উপকরণের যে কোন অংশ যে কোন সময় শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে পারেন।

এছাড়াও শিক্ষককে আরো কিছু বিষয়ে সজাগ থাকতে হয় যেমন-উপকরণটি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা, আকর্ষণীয় ও সঠিক কিনা, সহজলভ্য ও সহজে ব্যবহার যোগ্য কিনা এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে সহায়তা করে কিনা। বলে রাখা ভলো, উপকরণ গুলোর সাহায্যে প্রদত্ত ধারণা সমূহ সত্য ও নির্ভুল হতে হবে এবং একই সাথে অনেক উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। যাতে শিশু মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে।

শিক্ষা উপকরণ পাঠকে উন্নত করার পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণকে আকর্ষণীয়, বোধগম্য, স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সংরক্ষণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলো আলমারীতে সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। এজন্য বিদ্যালয়ে উপকরণ কর্ণার বা সম্ভব হলে উপকরণ কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারলে এবং যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে পারলে বছরের পর বছর শিক্ষক তা ব্যবহার করতে পারবেন।

সহায়ক গ্রন্থঃ

লেখক	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১. ডঃ ওবায়দুর রহমান কাজী আব্দুল বাতেন	চারু ও কারুকলা	জানুয়ারী,১৯৮৮	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. এ এইচ এম বশিরউল্লাহ প্রফেসর সুমিতা নাহা	এক্সপ্রেসিভ আর্ট	জুন,২০১২	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ।
৩. সালাহউদ্দিন আহমেদ	শিক্ষনের চারু ও কারুকলা	মার্চ,১৯৮৭	জাফর বুক এজেন্সী, মুন্সিগঞ্জ
৪.আ,খা,আবদুল মান্নন (সম্পাদক)	প্রাথমিক স্তরে চারু-কারুকলা শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বধান	মে,১৯৮৪	জাতীয়প্রাথমিকশিক্ষাএকাডেমি, ময়মনসিংহ।

দিন-৩ 

অধিবেশন পরিকল্পনা-০৯

বিষয় শিরোনাম:প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ চিহ্নিত করা, সংগ্রহ করা, ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল।

মূল বিষয়:

উন্নত, আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য উপকরণ ব্যবহার অনস্বীকার্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে প্রশিক্ষণার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়কে নিকটতর করার জন্য উপকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উপকরণ সহজে ব্যবহার যোগ্য কিংবা স্বল্প খরচে তৈরি কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। বলা যায় একটি উপকরণ যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করলে বহুদিন তা ব্যবহার করা যায়।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২. উপকরণের ব্যবহার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা, একক কাজ, দলীয় কাজ, দলীয় কাজ উপস্থাপন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার পেন ও সিগনেচার পেন, প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ সম্পর্কিত চার্ট।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ সম্পর্কে বলতে পারা। **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সকল প্রশিক্ষণার্থী মিলে একটি দেশাত্ববোধক গানের মাধ্যমে পাঠদান শুরু করুন
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নিন
- প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ কোনগুলো একাকী চিন্তা করে খাতায় লিখতে বলুন
- অতপর ২/১ জনকে বোর্ডে ডেকে প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণের নাম লিখতে বলুন

কাজ-২: শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করা।

সময়: ৫০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন এবং শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে দলে আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন
- নির্ধারিত সময় পর দলীয় কাজ উপস্থাপন করে আলোচনা করুন

- দলীয় কাজ উপস্থাপনে প্রশিক্ষণার্থীর কোন প্রশ্ন থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে সহায়তা করুন
- পরিশেষে শিখনফল সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি বক্তব্য রাখুন।

মূল্যায়ন : **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ শিখনে কী ভূমিকা রাখে তা জানার জন্য প্রশ্ন করুন।
- একজন শিক্ষক হিসেবে প্রাকৃতিক ও সহজলভ্য উপকরণ কী কী উপায়ে ব্যবহার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।

স্ব-অনুচিন্তন: এ অধিবেশনের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি যদি মনে করেন অধিবেশন পরিচালনায় কোন ত্রুটি আছে, তা হলে পরবর্তীতে সংশোধন করে অধিবেশন পরিচালনার ব্যবস্থা নিন।

সহায়ক তথ্য- ১০



অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খেয়াল খুশিমতো ছবি আঁকা।

শিশুর কল্পনা প্রবণতা তার স্বাভাবিক প্রকৃতি। শিশু দৃশ্যমান এই জগতে সকল কিছু দেখে তার মনের মধ্যে ধারণ করে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের আঁকিবুকি করে তার মনের ভাব প্রকাশ করে।

শিশু কল্পনা প্রবণ হওয়ার কারণে তারা যা জানে তাই আঁকে এবং যা দেখে তা আঁকে না। ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশুরা এই স্বভাব থেকে ধীরে ধীরে বাস্তবতায় ফিরে আসে। প্রতিটি জিনিসের গঠন ও আকার গত প্রকৃতি বুঝার জন্য পর্যবেক্ষণ করে আঁকা গুরুত্বপূর্ণ। অপর দিকে শিশু তার মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশ করার জন্য চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা নিজে নিজে রেখা অংকন করে থাকে। শিশুর এই সৃজনাত্নক কাজটিকে খেয়াল খুশিমত ছবি আঁকা বলে। কারণ অংকনের মাধ্যমে সে তার মনের ভাবটিকে রং ও রেখার ভাষায় রূপ দেয়। শিশুর অংকন হয় আত্নপ্রকাশমূলক। অংকনের মাধ্যমে তার নিজের সত্তাকে অবিষ্কার করে এবং নব নব সৃষ্টির আনন্দে আত্নহারা হয়। শিশুর এই সৃজনধর্মী কাজের প্রমাণ পাওয়া যায় মাটিতে, দেয়ালে বালির মধ্যে ও ঘরের মেঝেতে। এ সমস্ত জায়গায় পেন্সিল, চক, কালি, কয়লা, ইটের টুকরা প্রভৃতি দ্বারা আপন মনে এঁকে চলে আর আবিষ্কার করে আপন সত্ত্বা, বিশেষত্ব ও অস্তিত্বকে। শিশু ছবি আঁকে শিল্পী হবার জন্য নয়, তার শিল্প প্রতিভার বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য এই ছবি আঁকা অপরিহার্য।

প্রাথমিক অবস্থায় খেয়াল খুশিমত যা ইচ্ছা তাই আঁকা সম্ভব নয়। তাই শিশু নিকট পরিবেশে যা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিশু সব সময় যা দেখে থাকে এমন জিনিস আঁকা তার জন্য সহজ। যেমন- ফুল, ফল, মাছ, খেলনা, পশুপাখী, বই, খাতা প্রভৃতি। শিশুকে এসব জিনিস থেকে যে কোন এক প্রকার জিনিস মন থেকে আঁকার জন্য মনোনীত করবেন, শিশু আপন মনে আঁকবে। এভাবে আঁকতে আঁকতে শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হয়। শিশু নিজে একেবারেই না পারলে শিক্ষক এঁকে দেখাবেন তার পর শিশুদের আঁকার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

উপকরণ ও সহজ নিয়ম:

খেয়াল খুশিমত ছবি আকাঁর জন্য নানা ধরণের উপকরণের প্রয়োজন হয়। তবে ছবি আকাঁর জন্য উপকরণটাই মুখ্য জিনিস নয়। শিশুরা হাতের কাছে যা কিছু পায় তা নিয়ে অংকনের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। কখনও কয়লা দিয়ে, কখনও খড়ি মাটি দিয়ে আবার কখনও বা কাটি দিয়ে মাটির মধ্যে আঁকিঝুকি করে থাকে। সাধারণত বিদ্যালয়ে গেলেই শিশুরা কাগজে ও রং ব্যবহার করে ছবি এঁকে থাকে। তবে শিশুদের ছবি আকাঁর জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয় সেগুলো হলো কাগজ, কলম, বলপেন, পেন্সিল, রঙিন চক, ক্রেয়ন, প্যাস্টেল জল রং এ্যাক্রলিক রং প্রভৃতি।

প্রকৃত পক্ষে ছবি আকাঁর তেমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। তবে ফর্ম বা কাঠামোর সাহায্যে অনেক ছবি অংকন করা যেতে পারে। যেমনঃ ডিম্বাকার, বৃত্তাকার, ত্রিকোন, চতুষ্কোন ইত্যাদি। একটি ডিম দিয়ে আম বানানো যায়, পাতা বানানো যায়, বৃত্ত দিয়ে ফুল ফল বানানো যায়। ত্রিভুজ চতুর্ভূজ দিয়ে ঘর, বই দালান বানানো যায়। (ছবি)



শিশুর পর্যবেক্ষণ ও খেয়ালখুশি মত ছবি আকাঁয় সহায়তার সময় শিশুর বয়সের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে ৩/৪ থেকে ৫/৬ বছর বয়সের শিশুদের কোন কিছু প্রকাশ করতে গিয়ে কল্পনার মূল বিষয়টি এলোমেলো রেখা দিয়ে প্রকাশ করতে চায়।

৬ থেকে ৭/৮ বছর বয়সের শিশুরা নিজের মনের ভাব সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বৃত্ত দিয়ে মানুষের মাথা আঁকে, সরল রেখা দিয়ে দেহ ও হাত পা আঁকে।

৯ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত শিশু বাস্তবতার কাছাকাছি অবস্থান করে। তাদের ছবিতে বাস্তবতা পুরোপুরি বুঝা না গেলেও তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

১২ থেকে তদুর্ধ বছর এর শিশুরা বাস্তব ভাবে ছবি অংকনে সচেষ্ট হয়।





দিন- ৩



অধিবেশন পরিকল্পনা- ১০

বিষয় শিরোনাম: অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খেয়াল খুশিমত ছবি আঁকা।

মূল বিষয়:

প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। যার বহিঃ প্রকাশ নানাবিধ কর্মে ঘটে। তার সাথে তার নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগা যুক্ত হয়। শিশু বস্তু জগতের সকল কিছুই বিস্ময় ভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখে এবং তা নিজের মধ্যে ধারণ করে। পরবর্তীতে কোন কিছু নির্মাণে বা তৈরিতে প্রথমেই তার হাতের কাছে যা কিছু পায় তা দিয়েই দেয়ালে, মাটিতে বা কাগজে দাগ কাটে। আর এই দাগ কাটার মাধ্যমেই শিশুরা তার খেয়াল খুশি মত আঁকার ভিত্তি রচনা করে বা যাত্রা করে।

শিখন ফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. শিশুর ছবি অঙ্কনে অভিজ্ঞতা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।

২. খেয়াল খুশিমত ছবি আকাঁ কী তা বলতে পারবেন।

৩. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খেয়াল খুশিমতো ছবি আঁকা কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা , পাঠ উপস্থাপন, অংকন, প্লেনারী আলোচনা।

উপকরন: তথ্যপত্র, কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, কাটার, রাবার, রং প্রভৃতি।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: শিশুর ছবি অঙ্কনে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে পারা। **সময়: ২৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫ টি দলে ভাগ করে, তথ্য পত্র দিন। তথ্য পত্রের আলোকে দলে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নের উত্তর গুলো লিখতে বলুন। লেখা শেষে প্রতি দল থেকে একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন।

  প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে প্লেনারী আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

প্রশ্নঃ (১) শিশুর ছবি অঙ্কনে অভিজ্ঞতা বলতে কী বুঝায়?

(২) খেয়াল খুশিমতো ছবি আকাঁ কী? একজন শিক্ষক হিসেবে এক্ষেত্রে করণীয় কী?

কাজ-২: খেয়াল খুশিমতো ছবি আকঁতে পারা। **সময়: ৫৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- সকল প্রশিক্ষণার্থীগণকে কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, রাবার, কাটার, রং ও তুলি প্রদান করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে নিজেদের পরিচিত দুই বা তিনটি বস্তুর গঠন বা দৃশ্য মনে করতে বলুন এবং তা কার্টিজ পেপারে এঁকে রং করতে বলুন। আঁকা শেষে কাজ গুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন এবং সকলকে ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন। দেখা শেষে প্লেনারী আলোচনা করুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

- প্রশ্নোত্তর
- আঁকা চলাকালীন
- সম্পূর্ণ আঁকা শেষে ছবি দেখে

স্ব-অনুচিন্তন: প্রশিক্ষণার্থীগণ এর Self reflection সম্পর্কে জানুন। অংশগহণকারীগণ শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হলে কৌশলের পরিবর্তন আনুন ।

সহায়ক তথ্য -১১ 

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা।

কোন বস্তু বা দৃশ্য দেখে দেখে আঁকলে তাকে পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকা বলে । ছবি অংকনের ক্ষেত্রে যে বস্তু বা জিনিস দেখে ছবি আঁকা হয় তাকে মডেল বলে । আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভালভাবে জানার জন্য পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম । কোন বস্তু গঠন ও আকারগত প্রকৃতি বুঝার জন্য পর্যবেক্ষণ করে আঁকা হয়।শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তি যিনিই ছবি আঁকবে, বাস্তব জিনিস দেখে দেখে হুবহু আঁকতে চেষ্টা করবে। শিশুর কল্পনা প্রবণ মনকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনার জন্য পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকা যথেষ্ঠ সাহায্য করতে পারে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে কোন বস্তু বা জিনিস বাস্তব জগতে প্রকৃতিতে তিন মাত্রায় (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) অবস্থান করে কিন্তু অংকনের সময় শুধু দুই মাত্রায় (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) আঁকতে হয়। এ জন্য প্রাথমিক অবস্থায় অংকনে শুধু বস্তুটির সীমা রেখা আঁকতে হয়। আউট লাইন বা সীমা রেখা আঁকতে পারলেই ধরে নেওয়া যায় বস্তুটির অংকন যথাযথ হয়েছে । বাস্তব জিনিসের ছবি বাস্তব হওয়া আবশ্যক । এখানে মনে রাখা প্রয়োজন পরিপ্রেক্ষিত আলোছায়া , অনুপাত , কেন্দ্রিয় আকর্ষণ , সমতা, ভারসাম্য গঠনের সফল প্রয়োগ না থাকলে ছবি কখনও বাস্তব মনে হয় না। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতই বলা যায় “সাধারণ মন জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুজগতের সত্যরুপ খোঁজে; শিল্পী মন কল্পনার সাহায্যে বস্তুজগতের রুপান্তর ঘটিয়ে সৃষ্টি করতে চায় নন্দনলোক”।

আমরা জানি ‘রেখা’ বলতে সরল ও বক্র। আকৃতি বলতে সরল রেখা দ্বারা গঠিত বা বক্র রেখা দ্বারা গঠিত। আকার কোনটি বড় এবং কোনটি ছোট। আলোছায়ার ক্ষেত্রে আলো-আঁধার। বিন্যাসের ক্ষেত্রে

কোনটি মসৃণ তল, কোনটি অমসৃণ আবার বর্ণের বেলায় কোনটি খুব উজ্জল, কোনটি অনুজ্জল অর্থাৎ শিল্পের উপাদানগত যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য তাকে বুঝে শিল্পে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

পূর্বে জেনেছি, শিশু কল্পনা প্রবণ হওয়ার কারণে তারা যা জানে তাই আঁকে এবং যা দেখে তা আঁকে না। ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশুরা এই স্বভাব থেকে ধীরে ধীরে বাস্তবতায় ফিরে আসে। প্রতিটি জিনিসের গঠন ও আকার গত প্রকৃতি বুঝার জন্য পর্যবেক্ষণ করে আঁকা গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার প্রক্রিয়া কয়েক ধরনের হতে পারে যেমন:

১) বাস্তব জিনিস বা মাটির তৈরি মডেল সামনে ঝুলিয়ে রেখে তা দেখে দেখে আঁকা ।

২) অংকিত ছবি বা আলোকচিত্র দেখে দেখে আঁকা ।

৩) টেবিলের উপরে বাস্তব জিনিস রেখে তা দেখে দেখে আঁকা ।

৪) হাতে বাস্তব জিনিস নিয়ে তা দেখে দেখে আঁকা।

৫) সম্মুখে একটি বাস্তব জিনিস রেখে বিভিন্ন দিক দেখে দেখে আঁকা

প্রথম চারটি প্রক্রিয়া শিশু সহজে অনুসরন করতে পারে কিন্তু বাস্তব জিনিস সামনে রেখে আঁকতে হলে পরিপ্রেক্ষিত এর অনুশীলন থাকা জরুরী । পরিপ্রেক্ষিত অর্থ হলো দেখার ভঙ্গি। একই বস্তু বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে আঁকলে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে দেখা যাবে। বিষয়টি বেশ কঠিন হওয়ায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র শ্রেণীর সম্মুখে রেখে দেওয়া জিনিস দেখে আঁকতে বলা ভাল। ভিন্নতা, বৈচিত্র, তারতম্য শিল্পের পক্ষে বা জীবনের পক্ষে সর্বদাই কাম্য।

সহায়ক গ্রন্থ:

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১. নির্মাল্য নাগ	শিল্প চেতনা	১৯৮৭	রেনুকা সাহা কলিকাতা, ভারত
২. মতিয়র রহমান ও কাজী আব্দুল বাতেন	চারু ও কারুকলা	২০০০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা
৩. শফিকুল ইসলাম	প্রাচ্যরীতির শিল্প	১৯৮৯	নিলুফা আখতার

দিন- ৩



অধিবেশন পরিকল্পনা-১১

বিষয় শিরোনাম: পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা।

মূল বিষয়:

কোনকিছু গভিরভাবে দেখে দেখে অংকন করাকে পর্যবেক্ষন করে ছবি আঁকা বলে। পর্যবেক্ষন করে ছবি আকার সময় বস্তুর রেখা, আকার আকৃতি, আলোছায়া, টেকচার, বর্ণ বা রং ভালোভাবে দেখে সঠিকভাবে আঁকা আবশ্যক।

শিখন ফল: এই অধিবেশন শেষে অংশ প্রশিক্ষনার্থীগণ-

১. পর্যবেক্ষন করে ছবি আঁকা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।

২. পর্যবেক্ষন করে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট।

পদ্ধতি: আলোচনা, উপস্থাপন, অংকন,প্লেনারী আলোচনা।

উপকরন: তথ্যপত্র, কার্টিজ পেপার, পেন্সিল, কার্টার, রাবার, রং, পর্যবেক্ষন করে আঁকার জন্য কিছু ফল, ফুল ও শবজি প্রভৃতি।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: পর্যবেক্ষন করে ছবি আঁকা কী তা বলতে পারা। **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষনার্থীগণকে জোড়ায় তথ্য পত্র দিন। তথ্য পত্র পড়ে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে প্লেনারী আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুণ।

কাজ-২: পর্যবেক্ষন করে ছবি আঁকা ও রং করা। **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষনার্থীগণের সম্মুখে দুই বা তিনটি বস্ত রেখে দেখতে বলুন। কার্টিজ পেপারে একে রং করতে বলুন। আকাঁ শেষে কাজ গুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন এবং সকলকে ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন। দেখা শেষে প্লেনারী আলোচনা করুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১৫ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকা বলতে কী বুঝেন?
- আঁকা শেষে ছবি দেখে।

স্ব-অনুচিন্তন: প্রশিক্ষনার্থীগণ এর Self reflection সম্পর্কে জানুন। প্রশিক্ষনার্থীগণ শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হলে কৌশলের পরিবর্তন আনুন ।

সহায়ক তথ্য-১২ ও ১৩ 

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুশীলন

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঠিক কার্যকলাপের এবং সফল মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখনের ভিত্তি নির্মিত হয়ে থাকে। শিক্ষক তার জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টি ভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষার্থীর গ্রহণ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে শিক্ষকের কৃতিত্ব। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত ও পরিকল্পিত রূপের নামই পাঠ পরিকল্পনা। পাঠদানের জন্য শিক্ষকের কিছু বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

- পঠিতব্য বিষয়ের পূর্ণ দখল।
- শ্রেণিকক্ষে করনীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি।
- উপস্থাপন কৌশল বা পরিবেশন কৌশল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান।
- মূল্যায়ন কৌশল সম্বন্ধে সচেতনতা।
- উপকরণ ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান।
- সময় বিবেচনা।
- প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদানের দক্ষতা।
- সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষে সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান।

পাঠদান একটি জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই পাঠকে আনন্দময় করে তোলে।

পাঠপরিকল্পনা করার সময় যে ধাপ গুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে (ক) প্রস্তুতি (খ) উপস্থাপন (গ) প্রয়োগ বা শিক্ষার্থীর কাজ (ঘ) মূল্যায়ন (ঙ) নিরাময় মূলক ব্যবস্থা।

সহায়ক গ্রন্থ:

	লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	মতিয়র রহমান ও কাজী আব্দুল বাতেন	চারু ও কারুকলা	২০০০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা

নিম্নে চারুকলার একটি এবং কারুকলার একটি করে নমুনা পাঠ পরিকল্পনা দেওয়া হলো।

পাঠ পরিকল্পনা চারুকলা:

শ্রেণি: দ্বিতীয়	বিষয়: চারুকলা
বয়সের গড় - ৭ + ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা: ৬০ জন (আনুমানিক) শিক্ষকের নাম:	সাধারণ পাঠ: অংকন বিশেষ পাঠ: ফল অংকন। (আম, কলা, বল, পেঁপে, প্রভৃতি) সময়: ৪০ মিনিট।

শিখনফল:

১. শিক্ষার্থীরা ফল দেখে ফল আঁকতে পারবে।

২. পূর্বে দেখা বা পর্যবেক্ষণ করা কোন ফল অভিজ্ঞতা থেকে ইচ্ছা মত আঁকতে পারবে ।

পদ্ধতি: প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, অংকন।

উপকরণ: কাগজ, পেন্সিল, রাবার, কাটার, রং প্রভৃতি।

প্রস্তুতি: **সময়: ৫ মিনিট**

শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে প্রয়োজনবোধে অংকন পরিচালনার উপযোগী করে শ্রেণি বিন্যাস করবো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করবো। প্রয়োজনীয় উপকরণাদি পরীক্ষা করে নিকট পরিবেশের কিছু ফল সম্পর্কে আলোচনা করব।

উপস্থাপনা:

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
পাঠ ঘোষণা ও উপকরণ প্রদর্শন করে আম ও কলা এঁকে দেখাবো।	শিশুরা দেখবে।	৫ মিনিট
সবাই দেখতে পায় এমন জায়গায় আম ও কলা রেখে পর্যবেক্ষণ করতে বলবো।	শিশুরা ২/৩ মিনিট ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবে। এবং দেখে দেখে আম ও কলা এঁকে রং করবে।	১৫ মিনিট

প্রয়োগ

শিক্ষকের কাজ	**শিক্ষার্থীর কাজ**	**সময়**
পূর্বে দেখা ফল শিশুদের পছন্দমত অভিজ্ঞতা থেকে ইচ্ছামত আঁকতে বলবো এবং এঁকে রং করতে বলবো।	শিশুরা খেয়াল খুশিমত ফল আঁকবে ও রং করবে।	১০ মিনিট

মূল্যায়ন: **সময় ১০ মিনিট**

শিশুদের অংকিত কাজ তিন মাত্রার স্কেলে মূল্যায়ন করবো।

নিরাময় মূলক ব্যবস্থা:

দূর্বল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ভাবে সহযোগিতা করবো। সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কক্ষ ত্যাগ করবো।

পাঠ পরিকল্পনা কারুকলা:

শ্রেণি: তয়	বিষয়: কারুকলা
বয়সের গড় - ৮ + ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা: ৬০ জন (আনুমানিক) শিক্ষকের নাম:	সাধারণ পাঠ: মাটির কাজ বিশেষ পাঠ: মাটি দিয়ে খেলনা, আম, কলা, পুতুল তৈরি। সময়: ৪০ মিনিট।

শিখনফল:

১. মাটি দিয়ে খেলনা, আম, পেঁপে, কলা, পুতুল, বল প্রভৃতি বানাতে পারবে।

উপকরণ: মাটি, পলিথিনের ব্যাগ, বাঁশের ছোট ছোট ২/৩টি কাঠি, চায়ের চামচ।

পদ্ধতি: প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন।

প্রস্তুতি: **সময়: ৫ মিনিট**

শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে প্রয়োজন বোধে মাটির কাজ পরিচালনার উপযোগী করে শ্রেণি বিন্যাস করবো। পলিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করে মাটি প্রস্তুতির নিয়ম বলে দিবো।

উপস্থাপন:

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
কীভাবে মাটির কাঁকর/ময়লা বেছে মাটি ফেটে নিতে হয় তা করে দেখাবো।	শিক্ষার্থীরা দেখবে এবং সেই অনুযায়ী মাটি তৈরি করবে।	৫ মিনিট
শিশুদের মাটি দিয়ে খেয়াল খুশিমত খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল প্রভৃতি বানাতে বলবো। শিক্ষার্থীদের কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবো।	শিশুরা মাটি দিয়ে নিজেদের পছন্দমত জিনিস (খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল) বানাবে।	২৫ মিনিট

প্রয়োগ:

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
শিশুদের মাটি দিয়ে খেয়াল খুশিমত খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল প্রভৃতি বানাতে বলবো। শিক্ষার্থীদের কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবো।	শিশুরা মাটি দিয়ে নিজেদের পছন্দমত জিনিস (খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল) বানাবে।	২৫ মিনিট

মূল্যায়ন: **সময় : ৫ মিনিট**

তিন মাত্রার স্কেলে মূল্যায়ন করবো।

নিরাময় মূলক ব্যবস্থা: প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ চলাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত পূর্বক সহায়তা দিবো।

সহায়ক গ্রন্থ:

	লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	মতিয়র রহমান ও কাজী আব্দুল বাতেন	চারু ও কারুকলা	২০০০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা

দিন- ৩



অধিবেশন পরিকল্পনা- ১২

বিষয় শিরোনাম: পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ন ও অনুশীলন।

মূল বিষয়:

শিখন শেখানো কার্যক্রমে বা পাঠদান কাজে শিক্ষকের ধারাবাহিক ভাবে শ্রেণি পাঠনার লিখিত রূপই পাঠ পরিকল্পনা হিসেবে পরিচিত। পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করলে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠদান সম্ভব হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ আলাদা আলাদা ভাবে সনাক্ত করার ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর যথাযথ ভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে পারেন। এ সকল বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে পাঠ পরিকল্পনার ধাপ, কৌশল ও প্রণনয় পদ্ধতি জানা আবশ্যক।

শিখন ফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. চারু ও কারুকলার পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও কৌশল বলতে পারবেন।

২. চারু ও কারুকলা বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে/লিখতে পারবেন।

সময় ঃ ৯০ মিনিট।

পদ্ধতি: প্রদর্শণ, আলোচনা, অনুশীলন।

উপকরণ: তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া, নমুনা পাঠ পরিকল্পনা, পোষ্টার পেপার, মার্কার কলম, শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষক নির্দেশিকা, ল্যাপটপ।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ- ১: চারু ও কারু কলা বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও কৌশল বলতে পারা। **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে তথ্যপত্র ও নমুনা পাঠ পরিকল্পনা সরবরাহ করুন। প্রশিক্ষণার্থীগণকে তথ্যপত্র ও নমুনা পাঠ পরিকল্পনার আলোকে দলে আলোচনা করে পাঠ পরিকল্পনার ধাপ ও কৌশল সনাক্ত করতে বলুন। পোষ্টার পেপারে মার্কার পেন দিয়ে লিখতে বলুন। লেখা শেষে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে প্লেনারী আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ -২: চারু ও কারু বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা লিখতে পারা। **সময়: ৫০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে পূর্বের দলে বসতে বলুন। এন.সি.টি.বি কর্তৃক প্রনীত শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রত্যেক দলে সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে প্রত্যেক দলকে একটি চারুকলা বিষয়ক ও একটি কারুকলা বিষয়ক পাঠ পরিকল্পনা পোষ্টার পেপারে লিখতে/কম্পিউটারে কম্পোজ করতে বলুন। সকল দলের লেখা শেষে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ নোট নিতে বলুন। (লক্ষ্য রাখবেন যাতে প্রত্যেক দল ভিন্ন ভিন্ন পাঠের উপর পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন।)

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন:

- অন্য বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার সাথে চারু ও কারু কলা বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার পার্থক্য কোথায়?
- চারু ও কারু কলার পাঠ পরিকল্পনার ধাপ কয়টি ও কী কী?
- এ ধরনের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করতে পারবে কী?

স্ব-অনুচিন্তন: প্রশিক্ষণার্থীগণ যদি কাঙ্খিত শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে কেন ব্যর্থ হল তা সনাক্ত পূর্বক অধিবেশন পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হলে তা আনুন।

দিন- ৪ 

অধিবেশন পরিকল্পনা-১৩

বিষয় শিরোনাম: পাঠ প্রদর্শন।

মূলবিষয় :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থী শ্রেণিতে চারু ও কারুকলা বিষয়ক কাজে সহায়তা করার জন্য পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করা হয়।

শিখন ফল : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে পারবেন ।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রদর্শণ, আলোচনা ও স্ব-অনুচিন্তন।

উপকরণ : পাঠ অনুযায়ী।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: প্রস্তুতি । **সময়:১০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

দুইজন শিক্ষক নির্বাচন পূর্বক পূর্বের তৈরিকৃত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদানেব জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

কাজ-২: পাঠ প্রদর্শন । **সময়: ৩৫ মিনিট**

কাজ-৩: পাঠ প্রদর্শন । **সময়: ৩৫ মিনিট**

মূল্যায়ন : **সময় : ১০ মিনিট**

- আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়নের পরামর্শ দিন।

স্ব-অনুচিন্তন : প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত জেনে, অধিবেশন পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন অনায়নের প্রয়োজন হলে তা আনুন।

সহায়ক তথ্য-১৪ ও ১৫ 

বর্ণমালা লেখা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় বাস করত তখন তারা বিভিন্ন অংগ ভঙ্গি, রেখা বা চিত্রের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। তখন এগুলোই ছিল প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে নিজেকে প্রকাশের জন্য লেখার সূত্রপাত হয়। ভাষার অন্যতম উপায়ের মধ্যে লেখা হচ্ছে প্রধানতম। লেখার দ্বারাই তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মনের ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে।আর লেখা যত ভাল হয় অন্যের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা তত বেশি হয়। বার বার অনুশীলনের দ্বারাই লেখা ভাল করা বা দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। শিশু লেখা চর্চার মাধ্যমে প্রতিটি বর্ণের গঠন শৈলী আয়ত্ত করতে পারে, তারপর বর্ণযোগে শব্দ ও শব্দযোগে বাক্য লিখতে শিশু অনুপ্রাণিত হয়।এখানে কিছু কৌশল বর্ণনা করে লেখার দক্ষতা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। শিশুরা প্রথম শ্রেণি থেকে শ্রেণিকক্ষে এ কৌশলগুলো চর্চা করলে লেখার দক্ষতা অর্জনে দুর্বলতা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়।

লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা

- শিশুর মাংসপেশী সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- বর্ণ ও যুক্তবর্ণ সঠিক ভাবে লিখতে সহায়তা করে।
- যতি চিহ্ন সঠিক ব্যবহারে সহায়তা করে।
- সঠিক আকৃতিতে কার ও ফলাচিহ্ন লিখতে সাহায্য করে।
- বানান শুদ্ধভাবে আয়ত্ত করতে এবং সাধু ও চলিত রীতিতে ক্রমাগত অনুশীলনে সহায়তা করে।
- ধ্বনির বিমূর্ততাকে মূর্ত করে তোলে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করে।
- সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।
- শব্দ পুঁজি বৃদ্ধি পায়।
- আত্ম প্রত্যয় গড়ে ওঠে।
- স্মৃতি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন হয়।
- বিষয় বস্তুর মর্ম অনুধাবন করে নিজের ভাষায় শিখতে সহায়তা করে।

লেখা শিখানোর পূর্বে শিক্ষকের করণীয়

- চক, পেন্সিল বা কলম ধরার কৌশল আয়ত্ত করতে শেখাবেন।
- চক, পেন্সিল বা কলম তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে হালকাভাবে ধরতে শেখাবেন।
- হাতের পেশী নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবেন।
- আঁকিবুকি অংকনের মাধ্যমে কলমের গতিময়তা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবেন।
- স্লেট, চক বোর্ড ও খাতায় চক বা পেন্সিল দিয়ে 'হিজিবিজি/ আঁকিবুকি/ যেমন খুশি আঁকি' আঁকতে দেওয়া যায়।
- নরম মাটি/ বালির উপর আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে যা খুশি তা ইচ্ছামত আঁকা এবং নির্দেশ মত আঁকতে দেওয়া যায়।
- কাঠি বা বিচি সাজিয়ে বর্ণের আকৃতি লিখতে দেওয়া যায়।
- বর্ণের মডেলের উপর আঙ্গুল ঘুরাতে দেওয়া যায়।

আঁকিঝুকির সাথে বর্ণ লেখার সমন্বিত চার্ট

সোজা দাগ	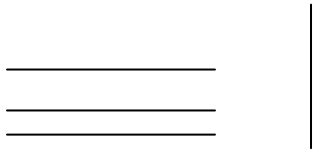
কোণ দাগ	
গোলাকার	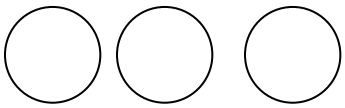
অর্ধ গোলাকার	

- অ, লিখতে প্রথমে একটি সোজা: তারপর অর্ধেক গোলাকার, তারপর ছোট একটি সোজা এবং শেষে একটি বড় সোজা দাগ দিতে হয়।
- ক, লিখতে প্রথমে সোজা, তারপর একটি কোণ, তারপর সোজা এবং শেষে অর্ধেক গোলাকার দাগ দিতে হয়।
- ঃ, প্রথমে একটি গোলাকার দিয়ে তার নিচে অপর একটি গোলাকার দিতে হয়।

স্বরবর্ণ লেখার কৌশল



কার' চিহ্ন লেখার কৌশল

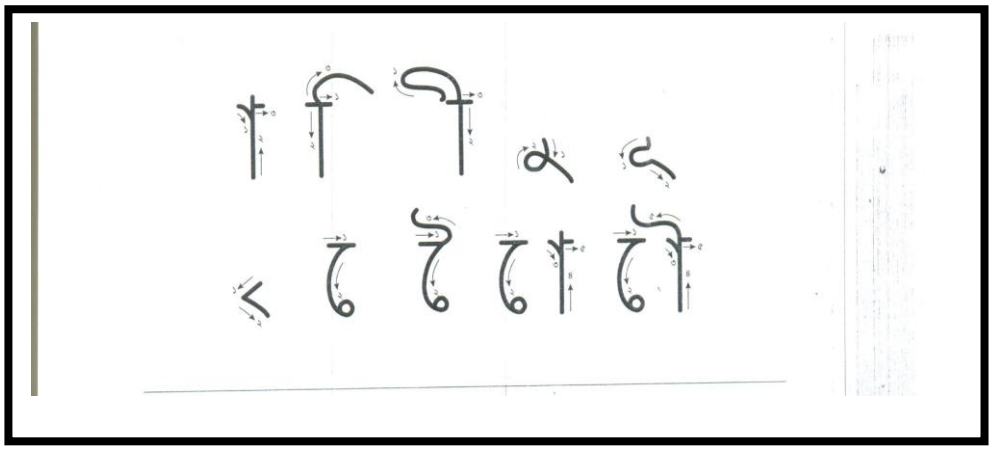

ব্যঞ্জন বর্ণ লেখার কৌশল



সঠিকভাবে বর্ণ লেখার কৌশলসমূহ

'সপ্ত স' অনুসরণ করে সঠিকভাবে বর্ণ লেখা যায়।

'সপ্ত স' হচ্ছে-

- সঠিক প্রবাহ
- সঠিক আকৃতি
- সমান্তর/ সমদূরত্ব
- সমান্তরাল
- সমশির
- সমপদ
- সঠিক মাত্রা

সঠিক প্রবাহ:

বর্ণ লেখার সময়ে কোন স্থান থেকে শুরু করে কোন স্থানে শেষ করতে হবে তার গতি প্রবাহ নির্দেশনা দেওয়া। শিক্ষার্থীর এটি বোঝাবার জন্য শিক্ষককে নম্বর অনুযায়ী (১, ২, ৩.....) তীর চিহ্ন এর দিক নির্দেশনা মেনে বর্ণগুলো বোর্ডে ধীরে ধীরে লিখতে হয়।

সঠিক আকৃতি:

প্রতিটি বর্ণের আকৃতি যাতে সমান হয় তা শিক্ষার্থীদের বলে দেওয়া এবং নিজে অনুসরণ করা।

সমান্তর:

বর্ণগুলোর মধ্যকার দূরত্ব সমান হওয়া আবশ্যক। এটি বাক্য লেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের মধ্যকার দূরত্বের জন্য প্রযোজ্য।

সমান্তরাল:

বর্ণগুলো আনুভূমিক ও উলম্বিক বিস্তৃতি সমান্তরাল হওয়া দরকার।

সমপদ:

প্রতিটি বর্ণের নিচের অংশ সমান হওয়া দরকার বা মনে মনে একটি রেখা কল্পনা করলে যেন তা সরল লেখায় রূপ নেয়।

সমশির:

প্রতিটি বর্নের উপরের অংশ সমান হওয়ার দরকার। এক্ষেত্রেও একটি রেখা কল্পনা করলে যেন সরলরেখা হয়।

সঠিক মাত্রা:

কোন কোন বর্ণের পূর্ণ মাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন তা বর্ণ লেখার সময় ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

সঠিক প্রবাহ:

সঠিক আকৃতি:

সমান্তর:

সমান্তরাল:

সমপদ:

সমশির:

সঠিক মাত্রা

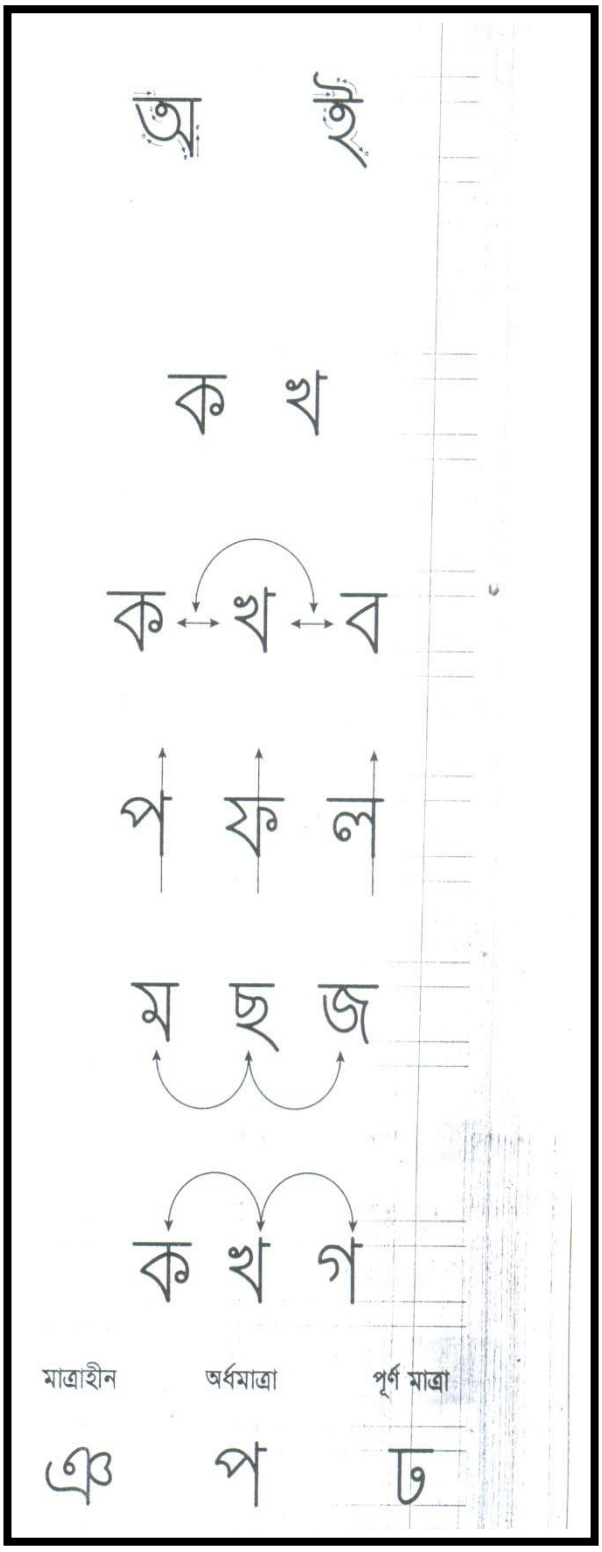

বি.দ্রঃ সপ্ত স' বজায় রেখে বর্ণ লেখার অনুশীলন করানোর জন্য অনুরূপ দাগ টানা খাতা দরকার।

মাত্রাভিত্তিক বর্ণের চার্ট

পূর্ণমাত্রা	স্বরবর্ণ - অ আ ই ঈ উ ঊ ব্যঞ্জনবর্ণ - ক ঘ চ ছ জ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়
অর্ধমাত্রা	স্বরবর্ণ - ঋ ব্যঞ্জনবর্ণ - খ গ ঝ থ ধ প শ
মাত্রাহীন	স্বরবর্ণ - এ ঐ ও ঔ ব্যঞ্জনবর্ণ - ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ

কারচিহ্ন লেখার কৌশল

'সপ্ত স' অনুসরণ করে কারচিহ্ন লিখতে দিয়ে।

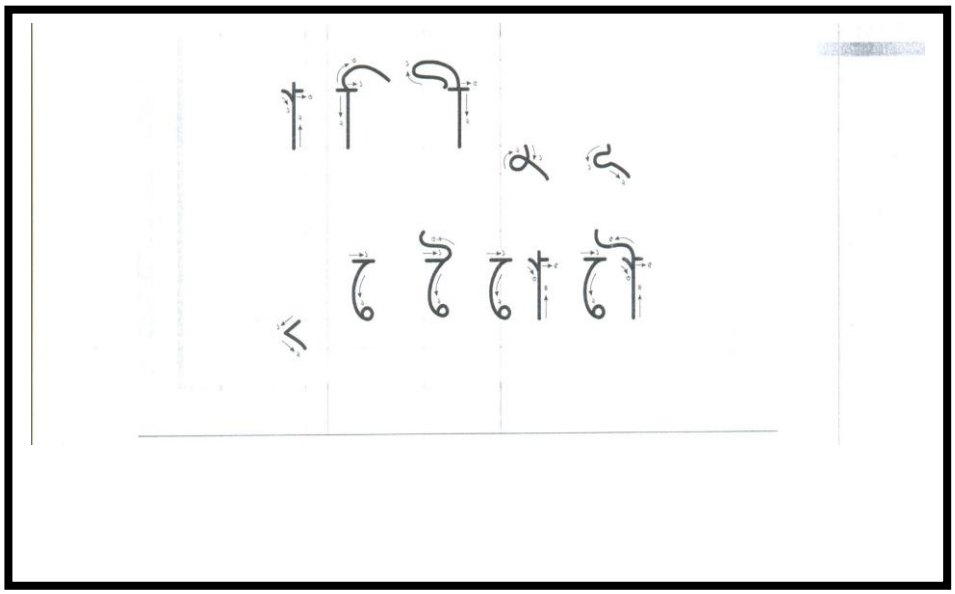

দিন-৪



অধিবেশন পরিকল্পনা-১৪

বিষয় শিরোনাম: বর্ণমালা লেখা।

মূল বিষয়:

প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষার বহি প্রকাশ হয় লেখার দ্বারা। মানুষের মনের ভাব প্রকাশ, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি লেখার মাধ্যমে হয়ে থাকে। লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রতিটি বর্ণের গঠন শৈলী রপ্ত করার জন্য লেখা চর্চার বিকল্প নাই। সে লক্ষ্যে লেখার দক্ষতা উন্নয়নে কিছু কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এ কৌশল গুলো শ্রেণিতে ব্যবহার করলে শিশুদের লেখার দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২. লেখা শিখার পূর্বে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩. বর্ণ লেখার গতি বিধি লিখে দেখাতে পারবেন।

৪. 'সপ্ত স ' সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৫. মাত্রা ভিত্তিক বর্ণ চাট তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, দলীয় কাজ, প্রদর্শন।

উপকরণ: ভিজুয়ালাইজার, মাল্টিমিডিয়া, লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার চার্ট, শিক্ষকের করণীয় চার্ট, বর্ণ লেখার কৌশলের চার্ট, 'সপ্ত স' প্রবাহ চার্ট/ মাত্রা ভিত্তিক বর্ণের চার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার পেপার, সাইনপেন, ভিপ কার্ড।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- আমরা কীভাবে মনের ভাব প্রকাশ করি? প্রশিক্ষণার্থীদের একক ভাবে চিন্তা করে উত্তর দিতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার পর লেখার দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। অত:পর লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা চার্টটি টানিয়ে দিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন।

কাজ-২: লেখা শেখার পূর্বে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে লেখা শেখার পূর্বে শিক্ষকের করণীয় বিষয়গুলো লিখুন। প্রতিটি পয়েন্ট লেখার সময় প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন।
- মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে পয়েন্ট লেখার পর পূর্বে আপনার তৈরিকৃত শিক্ষকের করণীয় তালিকা উপস্থাপন করুন।
- তালিকার উপর প্রশিক্ষণার্থীর কোন প্রশ্ন থাকলে অংশগ্রহণ মূলক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

কাজ-৩: বর্ণ লেখার গতিবিধি লিখে দেখানো। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীর মধ্য হতে ২/৩ জনকে বোর্ডে অ, আ, ই, ঈ, ক, খ, গ এবং ঞ, ঠ, ন বর্ণ লিখতে বলুন। তথ্য পত্রের লেখার গতি বিধি লক্ষ্য করে সঠিক গতি বিধি অনুসরণ পূর্বক উল্লিখিত ২/৪ টি বর্ণ লিখে দেখাবেন।
- আপনার পূর্বের স্বর বর্ণ লেখা, কার চিহ্ন লেখা এবং ব্যঞ্জন বর্ণ লেখার চার্ট ভিজুয়ালাইজার/ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।
- অতঃপর প্রশিক্ষণার্থীদের উল্লেখিত কৌশল অবলম্বন করে অনুশীলন করতে বলুন।
- উল্লেখিত কৌশল অবলম্বনে ভিপ কার্ডে পাঁচটি করে বর্ণ লিখতে বলুন।

কাজ-৪: 'সপ্ত স' এর বর্ণনা করা। **সময়: ১০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের 'সপ্ত স' সম্পর্কে পূর্বের কোন ধারণা আছে কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। যদি কোন প্রশিক্ষণার্থীর 'সপ্ত স' সম্পর্কে ধারণা থাকে তবে তার/ তাদের আলোচনার পর আপনি 'সপ্ত স' সম্পর্কে ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং 'সপ্ত স' সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করুন।

কাজ-৫: মাত্রা ভিত্তিক বর্ণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান। **সময়: ১০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট প্রশ্ন করে যেনে নিন
  - স্বরবর্ণের বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের বর্ণে অর্ধমাত্রা আছে এবং মাত্রা নাই কোন কোন বর্ণে। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার পর অর্ধমাত্রা এবং মাত্রাহীন বর্ণের তালিকা মাল্টিমিডিয়া/ ভিজুয়ালাইজারের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- লেখার দক্ষতার ৩টি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
- লেখা শেখার পূর্বে শিক্ষককে কী করা উচিৎ?
- বোর্ডে ২/১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে 'ক' লেখার গতি বিধি সহ লিখতে বলুন।
- 'সপ্ত স' কী কী?
- কোন্ কোন্ বর্ণে মাত্রা নাই?

স্ব-অনুচিন্তন: পদ্ধতিগত ভাবে কোন পরিবর্তন আনতে হলে পরবর্তীতে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন।

দিন- ৪



অধিবেশন পরিকল্পনা- ১৫

বিষয় শিরোনাম: বাংলা বর্ণমালা ও বাণী সুন্দর করে লেখা।

মূল বিষয়:

মাতৃভাষাকে সুন্দর করে লেখা শেখা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য। তাই ভাল লেখার জন্য চর্চা করা দরকার। এজন্য বাংলা বর্ণমালা সম্বলিত হস্তলিপির বই অনুশীলনের অভ্যাস করতে হবে। সুন্দর শৈল্পিক রুচিশীল অক্ষর বিন্যাস শেখার পূর্বে ভাল ভাবে বর্ণমালার মূল রূপগুলি আয়ত্ব করা দরকার। হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য কিছু মাপ বা নির্দেশনার প্রয়োজন আছে তাই স্কেল বা মাপকাঠির ব্যবহার জরুরী।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ গুলো সুন্দর করে লিখতে পারবেন।

২. শিল্প সম্মত ভাবে বর্ণমালা লেখার মাধ্যমে বাণী লিখতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, একক ভাবে কাজ করা (ব্যবহারিক), ব্যবহারিক কাজ প্রদর্শন।

উপকরণ: ভিজুয়ালাইজার, মাল্টিমিডিয়া, বর্ণমালা লেখার চার্ট, বাণী সম্বলিত চার্ট, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, আর্ট পেপার, পেন্সিল, রাবার, রংপেন্সিল, সাইন পেন, মার্কার পেন, তুলি (জল রঙের) ও বিভিন্ন ধরনের জল রং।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: সুন্দর ভাবে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ লিখতে পারা। **সময়: ৪০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- পূর্বের অধিবেশনের সূত্র ধরে ভিজুয়ালাইজার/ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে মোটা অক্ষরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণ বর্ণ লেখা প্রদর্শন করুন।

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ

ঋ

এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জণ বর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ
ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ
ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ
ধ	ন	প	ফ	ব	ভ
ম	য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়	ঁ
ৎ	ং	ঃ			

- প্রদর্শিত বর্ণমালা থেকে চারটি অক্ষর ‘ অ আ ক খ’ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের লিখতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীরা ফ্রি হ্যান্ডে পেন্সিল দিয়ে (লেখার পূর্বে স্কেল দিয়ে দুটি লাইন টেনে নিন এবং পেন্সিল সরু করে কেটে নিন) লিখবে। অতঃপর লেখার অক্ষরটি যত্ন সহকারে পেন্সিলের সাহায্যে ভরাট করতে বলুন। এভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের পছন্দ মত ৪/৫ টি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণ বর্ণ লিখতে বলুন।
- অতঃপর আপনি তুলি দিয়ে একটানে স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জণ বর্ণের কিছু বর্ণ লিখে দেখান এবং ২/১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে লিখতে বলুন।

কাজ-২: শিল্প সম্মত ভাবে বাণী লিখতে পারা। **সময়: ৪০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- ভিজুয়ালাইজার/মাল্টিমিডিয়া/ পোস্টারে লেখা বাণী প্রদর্শন করুন।

  যেমন- **" শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা চাই**

  শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই"।

" বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক"।

- বানী লেখার সময় মনে রাখবেন এ লেখা গুলো যে কোন টাইপ বা রঙের হতে পারে।
- অতঃপর সমান মাপের (যেমন- ৬ ইঞ্চি/ ১২ ইঞ্চি) আর্ট পেপার/ পোস্টার পেপার সকল প্রশিক্ষণার্থীদের সরবরাহ করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীর ইচ্ছামত যে কোন একটি শিক্ষা মূলক বাণী লিখতে বলুন। লেখার সময় প্রশিক্ষণার্থীর কাছে গিয়ে প্রয়োজন মত সহযোগিতা করুন।
- নির্ধারিত সময়য়ের মধ্যে লেখা শেষ করে একে অন্যের শিক্ষামূলক বাণী গুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

- সকল প্রশিক্ষণার্থীর লেখার গুণগত মান অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করুন।

স্ব-অনুচিন্তন: উপস্থাপনে পদ্ধতিগত ভাবে কোন পরিবর্তন আনতে হলে পরবর্তীতে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন।

সহায়ক তথ্য -১৬ ও ১৭

রেখাচিত্র অংকন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জল রং এর ছবি আঁকা

ছবির ব্যবহারিক দিকের যথাযথ ব্যবহার ছবি আঁকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুরা বেশিরভাগ সময় ভাষার দৈন্যতার জন্য মনের ভাব প্রকাশ করতে হিমশিম খায়। তাই নিজের কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য ছবি আঁকাকেই প্রথম উপায় হিসেবে বেছে নেয়। তারা যে হিজিবিজি লাইন খাতায় বা এখানে সেখানে এঁকে থাকে তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে বিভিন্ন রেখার সমাহার। কোন বিন্দু যখন চলমান হয় তখন রেখা তৈরি হয়। ছবি আঁকা, নানা ধরনের লেখা, সাংকেতিক চিহ্ন, নকশা, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই রেখা ব্যবহার হয়ে থাকে। আদিম যুগের আঁকা চিত্র মূলত রেখা নির্ভর। আদিম যুগে এই রেখাই ছিল গুহা মানবের অন্যতম ভাষা যা সভ্য জগতে এসেও আমরা কাজে কর্মে তার প্রমাণ রাখি। বর্তমানে রেখা চিত্রের বহুবিধ প্রচলন রয়েছে। নানা ধরনের সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বৃত্ত ইত্যাদি ব্যবহার করে ছবি ও নকশা তৈরি করা হয় যা ব্যবহারিক জীবনে খুবই প্রয়োজন।

একটি ছবি বা নকশার যথাযথ রূপ দিতে গেলে প্রথমেই এর ব্যবহারিক বিষয়ক ৮টি উপাদান সম্পর্কে জানতে হয়। এই উপাদান গুলোকে সমষ্টিগতভাবে প্রাথমিক নক্শা (Elementary Design) বলা হয়ে থাকে। এই উপাদান গুলো নক্শার অবিচ্ছেদ্য অংগ যা বাস্তবধর্মী চিত্রকলার-ই সারাংশ।

এগুলো হলো-

১। ভিত্তি (**Base**)
২। রেখা (**Line**)
৩। দিক (**Direction**)
৪। আকার (**Size**)
৫। আকৃতি (**Shape**)
৬। বুনট (**Texture**)
৭। আলো-ছায়া (**Light and Shade**)
৮। রং (**Colour**)

নিম্নে বিভিন্ন রেখার মাধ্যমে কিছু সহজ অংকন দেখানো হলোঃ-

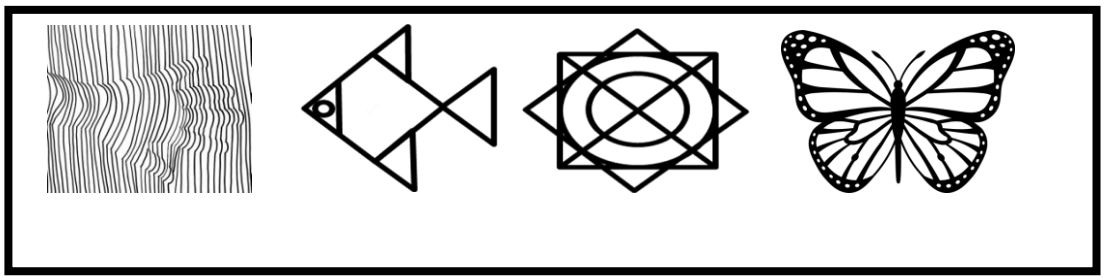

প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার পদ্ধতি

বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র শোভা আমাদের মনকে অতি শৈশবকাল থেকেই আকর্ষণ করে। অবাক বিস্ময়ে শিশু তার চেনা পরিবেশের গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল ইত্যাদি অবলোকন করে। কল্পনাপ্রবণ শিশুমন সৃষ্টির প্রেরণায় তারই একটা নমুনা তৈরি করতে চায়। বলা যায় প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-স্থান, কাল, ও পরিবেশ। আকার, আকৃতি, ভাব ও প্রকাশভঙ্গি চিত্রে যত স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী হবে চিত্রটি ততই উত্তম হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার বেলায় প্রথমেই শিল্পীকে বাস্তবধর্মী দৃশ্যের কথা ভাবতে হবে।

কীভাবে কোন দৃষ্টিতে বিষয়বস্তুটি কাগজে উপস্থাপন করলে বাস্তবতার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। চিত্রের চারিপাশে সমপরিমান জায়গা ফাঁকা রেখে প্রান্তসীমা টানতে হবে। পরিপ্রেক্ষিতের যথাযথ ব্যবহার না করলে বিষয়বস্তুর অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত ঠিক রাখার জন্য বিষয় বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ও রং এর সঠিক ব্যবহার করে ছবি আঁকতে হবে। এখানে শিল্পী তার মনোভাবকে এমনভাবে প্রকাশ করবেন যা দেখে দর্শক সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ প্রকৃতির বাস্তব রূপদানের মধ্যেই রয়েছে শিল্পীর সার্থকতা।

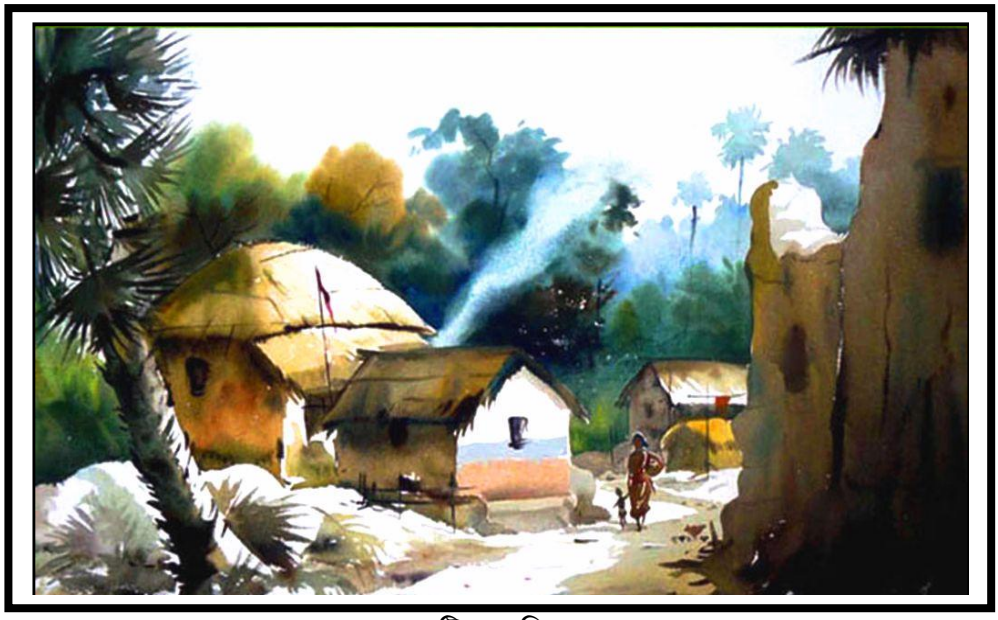

একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য

জল রং- এ ছাব আকার পদ্ধাতঃ

ছবি আঁকার জন্য জল রং একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় মাধ্যম। যে রং পানির সাথে মিশিয়ে ছবি আঁকা হয় তাকেই জল রং বলা হয়।

জল রং সাধারণত দু'ধরনের হয়-

১। স্বচ্ছ জল রং,

২। অস্বচ্ছ জল রং

জল রং মূলতঃ কাগজের ওপর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জল রং ছবি আঁকার জন্য একটু মোটা ও খসখসে জমিনের কাগজ সবচেয়ে উপযোগী। আমাদের দেশে যে মোটা কার্টিজ পাওয়া যায় তাতে জল রং এ আঁকা যেতে পারে। এছাড়া হ্যান্ডমেড বা উন্নত ধরনের কাগজেও জল রং-এর ছবি আঁকা যায়। এ রং এ ছবি আঁকার জন্য শিল্পীর কিছুটা দখল থাকা জরুরী। জল রং ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ছবির উজ্জ্বলতা, পরিপ্রেক্ষিত ও আলো-ছায়ার প্রভাব থাকতে হবে। সাধারণত তিনটি পর্যায়ে জল রং এ ছবি আঁকা শেষ করতে হয়। এখানে রংয়ের ব্যবহার হালকা রং হতে গাঢ় রং হয়ে থাকে। প্রথমে বিষয়বস্তুটি পেন্সিল দিয়ে ড্রইং করে রং ব্যবহার করতে হয়। রং ব্যবহারের সময় ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রথমে হালকা করে রং দিতে হবে। দ্বিতীয়বার রং

ব্যবহারে রংয়ের পরিমাণ বেশী গাঢ় করে দিতে হবে। তবে দ্বিতীয় স্তরের রং ব্যবহারের পূর্বে প্রথম স্তরের রং কিছুটা শুকিয়ে নিতে হয়। তৃতীয় বার রং ব্যবহারে দ্বিতীয় বারের চেয়ে বেশী গাঢ় করে তুলিতে অল্পপানি মিশিয়ে রংয়ের ব্যবহার করতে হবে। যাতে ছবিতে আলো-ছায়া স্পষ্ট রূপে বোঝা যায়। প্রয়োজন বোধে বিষয়বস্তুর উপযোগী রং দিতে আরো একটি ওয়াশ বা লাস্ট ওয়াশ দেয়া যেতে পারে।

জল রং ব্যবহার পদ্ধতিতে মোম রং অথবা প্যাস্টেল রং ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও পোস্টার কালার, এক্রেলিক কালার ও প্লাষ্টিক কালার পানি মিশিয়ে ছবি আঁকা যায়। এগুলো মূলত অস্বচ্ছ রং এবং জল রংয়ের তুলনায় ভারী ও মোটা। শিশুরা এ রংয়ে ছবি আঁকতে খুবই পছন্দ করে।



জল রঙে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য



জল রঙে আঁকা ফুলের ছবি

সহায়ক গ্রন্থ:

লেখক	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১. ডঃ ওবায়দুর রহমান কাজী আব্দুল বাতেন	চারু ও কারুকলা	জানুয়ারী,১৯৮৮	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. এ এইচ এম বশিরউল্লাহ প্রফেসর সুমিত নাহা মজুমদার পরিতোষ	এক্সপ্রেসিভ আর্ট	জুন,২০১২	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ।
৩. সালাহউদ্দিন আহমেদ	শিক্ষনের চারু ও কারুকলা	মার্চ,১৯৮৭	জাফর বুক এজেন্সী, মুন্সিগঞ্জ

দিন-৪



অধিবেশন পরিকল্পনা-১৬

বিষয় শিরোনাম: রেখাচিত্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন।

মূল বিষয়:

রেখাচিত্র হলো বাস্তবধর্মী চিত্রকলার সারাংশ। কোন বিন্দু যখন চলমান হয় তখন রেখা তৈরি হয়। রেখা দিয়ে লেখা, সাংকেতিক চিহ্ন সহ নানা প্রকার নক্শা তৈরি করি যা আমাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য শিল্পকলা তথা চিত্রকলায় রেখাচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্ত, ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের নক্শা অঙ্কন করা যায়।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. রেখাচিত্র/নকশা্ অঙ্কন করতে পারবেন।

২. প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং এককভাবে ছবি অঙ্কন, ব্যবহারিক কাজ প্রদর্শন।

উপকরণ: আর্ট পেপার, কার্টিজ পেপার, আর্ট খাতা, কালি-কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স,নক্শা করা ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ- ১: রেখাচিত্র বা বিভিন্ন জ্যামিতিক ফর্মের মাধ্যমে কী ধরনের ছবি আঁকা যায় সে সম্পর্কে বর্ণনা করা।

সময়: ৩০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- একটি ধাধাঁ বা কৌতুকের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
- রেখা, বৃত্ত, ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ দিয়ে কী ধরনের ছবি আঁকা যায় তা প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন।
- আপনার পূর্বে তৈরিকৃত নকশ্াটি বোর্ডে টাঙ্গিয়ে আলোচনা করুন এবং এর আলোকে আর্ট খাতায় প্রশিক্ষণার্থীদের ইচ্ছামত কয়েকটি রেখাচিত্র বা নকশা অঙ্কন করতে বলুন।
- আপনার প্রদর্শিত নকশ্াটি নামিয়ে ফেলুন সেই সাথে প্রশিক্ষণার্থীর আঁকা নকশা ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন।

কাজ- ২: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার বিভিন্ন নিয়মাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করা। **সময়: ৪০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রাথমিক দৃশ্য আঁকার প্রাথমিক নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বুঝিয়ে বলুন।
- কার্টিজ পেপারে/বোর্ডে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে দেখান
- প্রশিক্ষণার্থীদের পেন্সিল বা কালিকলম দিয়ে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতে বলুন
- প্রশিক্ষণার্থীর আঁকার সময় আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং তাদের অঙ্কনে সহায়তা করুন।
- আঁকা শেষে ছবিগুলো দেয়ালে প্রদর্শন করতে বলুন এবং একে অন্যদের আঁকা ছবিগুলো দেখতে বলুন ।

মূল্যায়ন: **সময়: ২০ মিনিট**

- জামিতিক ফর্মের সমন্বয়ে একটি নক্শা আঁকতে দিন
- একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতে বলুন।

স্ব-অনুচিন্তন: অধিবেশন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত বা উপকরণ সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে সে অনুযায়ী পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

দিন- ৫



অধিবেশন পরিকল্পনা - ১৭

বিষয় শিরোনাম: জল রং- এ ছবি আঁকার পদ্ধতি।

মূল বিষয়:

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে জল রং একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় মাধ্যম। যে রং পানির সাথে মিশিয়ে ছবি আঁকা হয় মুলত তাকেই জল রং বলা হয়। এটি স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ দু'ধরনেরই হতে পারে। জল রং ছবি আঁকার জন্য একটু মোটা ও খসখসে জমিনের কাগজ সবচেয়ে উপযোগী। সাধারণত তিনটি পর্যায়ে বা ওয়াশের মাধ্যমে জল রং এ ছবি আঁকা শেষ করতে হয়।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. জল রং সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২. জল রং এ ছবি আঁকার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৩. জল রং এ প্রকৃতির ছবি অঙ্কন করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা, একক ভাবে ছবি আঁকা,ব্যবহারিক কাজ প্রদর্শন।

উপকরণ: 3B/4B পেন্সিল, কার্টিজ পেপার/হ্যান্ডমেট পেপার,জল রং ও তুলি,কালার প্যালেট, ক্লিপ বোর্ড, জল রং এ আঁকা একটি ছবি,পানিসহ পানির পাত্র ইত্যাদি।

অধিবেশনের বিবরণঃ

কাজ-১: জল রং কাকে বলে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা। **সময়: ১০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- কুশল বিনিময় করে একটি বিনোদন মুলক কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাত্ম হয়ে যান।
- জল রং কাকে বলে প্রশ্নোত্তরে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে ধারণা দিন এবং ইতিপূর্বে প্রশিক্ষণার্থীরা জল রং এ কোন ছবি এঁকেছেন কিনা তা জেনে নিন।

কাজ-২: জল রং এ ছবি আঁকার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। **সময়: ১০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- জল রং এ আঁকা একটি ছবি (প্রাকৃতিক দৃশ্য) প্রদর্শন করুন।
- সকল প্রশিক্ষণার্থীকে কাগজ, পেন্সিল, রং ও বোর্ড নিয়ে ছবি আঁকার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।
- আপনি নিজেও ছবি আঁকার প্রস্তুতি নিন

- পেন্সিলে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকুন এবং আপনার আঁকা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণার্থীদেরকেও অনুরূপ ছবি আঁকতে বলুন ।
- প্রশিক্ষণার্থীরা কতটুকু আঁকতে পারছে তা ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

কাজ-৩: জল রং এর মা ধ্যমে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতে পারা এবং পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

সময়: ৫০ মিনিট সহায়কের কাজ:

- ড্রইং করা ছবিটি ক্লিপ বোর্ডে ভালভাবে আটকিয়ে একবার আলতো ছোঁয়ায় হালকা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন।
- তুলি ব্যবহার করার সময় কাগজের উপর থেকে নিচে এবং বা থেকে ডান দিকে আলতোভাবে ব্যবহার করতে হয় এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।
- পর্যায়ক্রমে পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক কাগজের সব জায়গায় ওয়াশ দিন এবং আপনার আঁকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদেরকেও ওয়াশ দিতে বলুন
- কাগজের পানি শুকিয়ে গেলে দৃশ্যের অন্যান্য বিষয়গুলোতে লাষ্ট ওয়াশ বা রং দিন
- অতঃপর ছবি আঁকা শেষে সকলের ছবি শ্রেণিতে প্রদর্শন করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের তা দেখতে বলুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

- জল রং এ একটি প্রকৃতির ছবি আঁকতে বলুন ।

স্ব-অনুচিন্তন: অধিবেশনের শেষে স্ব-মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন।

সহায়ক তথ্য- ১৮

বিভিন্ন ধরনের ফেলে দেয়া কাগজ, রঙিন কাগজ, পাটখড়ি, নারকেলের ছোবড়া, খেজুর পাতা, তুলা, সুতা, পরিত্যক্ত কাপড় ইত্যাদি দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি ও পাপেট তৈরি।

মানুষ মাত্রই সৌন্দর্য প্রিয়। মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীলতার কারণে অনেকেই ফেলনা জিনিস দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করে অন্যকে অবাক করে দিয়েছেন। অনেক ভাষ্কর পরিত্যাক্ত লোহা লক্কড়, চেইন দিয়ে বিশ্বমানের ভাষ্কর্য সৃষ্টি করেছেন। আবার অনেকে বিভিন্ন জিনিস কোলাজ করে চিত্রকল্প তৈরি করেছেন, যা অন্য কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। অনেকে কারুপন্য তৈরি করেছেন।

শিশুরা সব সময়ই সৃষ্টিশীল চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। তারা হাতের কাছে যা কিছু পায় তা দিয়েই কিছু বানাতে চায়। এর ফলে তাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ এর যথাযথ সঞ্চালন ঘটে। শিশুর সৃজনশীল ও মানসিক বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে শিশুরা চায় তার পড়ার ঘরখানাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে। বিভিন্ন রঙের রঙিন কাগজ কেটে সুন্দর সুন্দর নকশা কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে সুন্দর করে রাখতে পারে। ঘরের বেড়া বা দেয়ালে এসব নকশা লাগানো যায়। শক্ত মাউন্ট বোর্ড কেটে বিভিন্ন ধরনের মাছ, পাখি ও জীবজন্তুর ছবি বানানো যায় ।

শিশুরা সাধারণত নিজের পড়ার টেবিল সুন্দর করে সাজিয়ে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে ভালবাসে। বিভিন্ন রকমের রঙিন কাগজ কেটে নকশা তৈরি করে টেবিলের চারদিকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারে ।





এছাড়াও বিভিন্ন আকৃতির জিনিস কেটে অন্য কাগজকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দৃশ্য সহ নানাবিধ চিত্রকল্প তৈরি করা যায়, এ ক্ষেত্রে শিশুরা যথেষ্ঠ আনন্দ লাভ করে।

পাপেট বা পুতুল গ্রাম বাংলায় বিশেষ ভাবে সমাদৃত, শিশুর ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। শিশুরা ভীষণ ভাবে খুশি হয় পাপেট দেখে। পিংপং বল পেপার ম্যাশ, বেতাম, আঠা, তুলা, সুতা, মাউন্ট বোর্ড,গ্লাপ্স দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পুতুল বা পাপেট তৈরি করা যায়।

তৈরিকরণ কৌশল: ফিংগার পাপেট

প্রথমে এন্টিকাটার দিয়ে পিংপং বল বা প্লাষ্টিকের বল গোলাকার করে কেটে নিতে হবে যাতে একটি আঙ্গুল প্রবেশ করতে পারে। ১ ইঞ্চি পরিমান প্রস্থ করে মাউন্ড বোর্ড কেটে গোলাকার করে আঠা দিয়ে বলের ছিদ্রের চার পাশে লাগাতে হবে। বলের উপরের দিকে তুলা দিয়ে চুল লাগাতে হবে। পরে কলম দিয়ে পাপেটের চোখ, ঠোট, নাক, কান বানাতে হবে। হাত প্রবেশ করে এরকম মাপের কাগজ বা কাপড় দিয়ে পাপেটের জামা বানাতে হবে। মাউন্ট বোর্ড দিয়ে হাত বানাতে হবে (ছবি সংযুক্ত)। এ ধরণের পাপেট দিয়ে ছড়া আবৃতি করলে শিশুরা ভীষণ মজা পায়।

দিন- ৫



অধিবেশন পরিকল্পনা -১৮

বিষয় শিরোনাম: বিভিন্ন ধরণের ফেলে দেয়া বস্তু দিয়ে চিত্র বা শিল্পকর্ম তৈরি করা।

মূল বিষয়:

নারকেলের ছোবড়া, বোতাম, কাগজ, শুকনো ডাল ও পাতা ইত্যাদি দিয়ে চিত্রকল্প তৈরি করা যায় যা শিশুদের আনন্দ দান করে। শিশুরা এ ধরণের চিত্র বা শিল্পকর্ম তৈরি করতে পছন্দ করে।

শিখন ফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. পরিত্যাক্ত/ফেলে দেয়া বস্তু চিহ্নিত করতে পারবেন।

২. ফেলে দেয়া বস্তু দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা , প্রদর্শন, হাতে কলমে কাজ বা ব্যবহারিক।

উপকরণ: নারকেলের ছোবড়া, বিভিন্ন ধরণের বোতাম, রঙ্গিন কাগজ,গাছের শুকনো বাকল, ডাল ও পাতা, পরিত্যাক্ত কাপড়, তুলা, কালি, শক্ত মাউন্ড বোড, কাঁচি, আইকা আঠা, পেপার ম্যাশ প্রভৃতি।

কাজ -১: উপকরণ ও পদ্ধতি শনাক্ত করতে পারা। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণের সম্মুখে বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন করুন। দৃশ্যমান জায়গায় দাড়িয়ে একটি শিল্পকর্ম তৈরি করুন (লক্ষ্য রাখবেন যাতে করে সকলে ভাল করে দেখতে পায়)। তৈরি শেষে তা প্রদর্শন করুন এবং পূর্বে তৈরিকৃত আরও কয়েকটি শিল্পকর্ম মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করুন। শেষে প্লেনারী আলোচনা করুন।

কাজ - ২: ইচ্ছামত শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারা। **সময়: ৬০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন। নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে একটি করে চিত্রকল্প বা শিল্পকর্ম তৈরি করতে বলুন। কাজ শেষে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। সকলকে ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন। (উল্লেখ্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে কাজের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।)

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

- প্রশিক্ষণার্থীগণের তৈরিকৃত শিল্পকর্ম দেখে।

স্ব - অনুচিন্তন: কাজ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের নিজস্ব অনুভূতি সর্ম্পকে জানুন । প্রশিক্ষণার্থীগণ শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হলে কৌশলের পরিবর্তন আনুন ।

সহায়ক তথ্য - ১৯

ছাপচিত্র (আলু, বিভিন্ন পাতা, ঢেঁড়শ, কলার ডাটা, করলা, সূতা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন শিল্প কর্ম তৈরি)।

কাগজে কোন ছাপ দিয়ে যে চিত্রকলা তৈরি হয় তাই ছাপচিত্র। আধুনিক বিশ্বে শিল্পরসিকদের কাছে ছাপচিত্র বেশ সমাদৃত। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে ছাপচিত্র শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণ ও কলাকৌশলের অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। ছাপচিত্র মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে কাগজে একটি চিত্রকল্প তৈরি করা। এই চিত্রকল্পটিতে পদ্ধতি অনুসারে কেবলমাত্র সরু রেখা-চিত্র, অথবা মোটা দাগের রেখা চিত্র, টোন ব্যবহার, আলোছায়া ব্যবহার, ডিটেলের ব্যবহার বা একাধিক বর্ণেরও ব্যবহার করা যায়। ছাপচিত্রে একাধিক প্রিন্ট হওয়ার ফলে অনেকেই শিল্পীর মুল শিল্পকর্মটি সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমে ছাপচিত্রের কৌশল বেশ কাজে লাগে যেমন শিক্ষার্থীরা ছাপ দিয়ে নিজের নাম লিখতে পারে, বর্ণমালার সাথে পরিচিত হতে পারে। সহজলভ্য নানা উপকরণ দিয়ে ব্লক তৈরি করে কাগজে ছাপ দেওয়া যেতে পারে। বাজারে মাটির ও কাঠের ব্লক পাওয়া যায় তা দিয়ে বিভিন্ন রং লাগিয়ে ছাপ দিয়ে সুন্দর সুন্দর নকশা করা যায়। এ ধরনের কাজে শিশুরা যেমন আনান্দ পায় তেমনি তাদের সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হয়। আমাদের হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তা দিয়েই ব্লক তৈরি করে ছাপ দিতে পারি। যেমন আলু, মিষ্টি কুমড়ার একটি সমান তল কেটে তার উপর উল্টো করে বর্ণ বা নাম কেটে কালি বা রং লাগিয়ে কাগজে ছাপ দেওয়া যায়। কলার ডাটা, ঢেঁড়শ, প্রভৃতি কেটে সুন্দর সুন্দর নকশা তৈরি করা যায়। শিশুদের তৈরিকৃত নক্শা বা ছবি দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা যায়, এতে শিশুরা আনান্দ পায়।

সহায়ক গ্রন্থ:

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১. নির্মাল্য নাগ	শিল্প চেতনা	১৯৮৭	রেনুকা সাহা কলিকাতা, ভারত

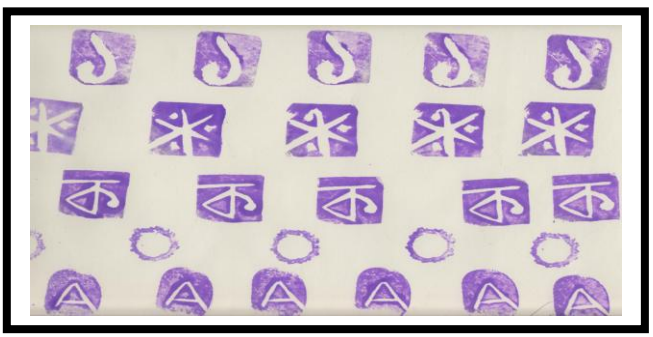



দিন-৫ 

অধিবেশন পরিকল্পনা-১৯

বিষয় শিরোনাম: ছাপচিত্র (আলু, বিভিন্ন পাতা, ঢেঁড়শ, কলার ডাটা, করলা, সূতা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন শিল্প কর্ম তৈরি)।

মূল বিষয় :

নিকট পরিবেশের সহজ লভ্য উপকরণ দিয়ে ব্লক তৈরি করে তাতে কালি বা রং লাগিয়ে কাগজে ছাপ দিয়ে যে চিত্র তৈরি হয় তা ছাপচিত্র। শিশুরা দ্রুত ছাপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নক্শা সহ সুন্দর সুন্দর অবয়ব তৈরি করতে পারে। প্রকৃতিগত ভাবে ঢেঁড়শ, কলার ডাটা, করলা, পাতার সিরায় বিভিন্ন ধরনের নক্শা থাকে যা আড়াআড়িভাবে কেটে রং লাগিয়ে ছাপ দিলে তা কাগজে ফুটে ওঠে।

শিখন ফল : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. ছাপচিত্রের জন্য প্রাকৃতিক উপকরণগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. ছাপচিত্রের বিভিন্ন উপকরণ কেটে ব্লক তৈরি করতে পারবেন
৩. ব্লকে রং লাগিয়ে ছাপচিত্র তৈরি করতে পারবেন।

সময় : ৯০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রদর্শন, আলোচনা, অংকন।

উপকরণ : আলু, ঢেঁড়শ,শুকনা পাতা, করলা, সূতা, এন্ট্রিকাটার, কালি ও রং, সীল প্যাড ও প্যালেট,কার্টিজ পেপার ইত্যাদি ।

কাজ-১: ছাপচিত্র প্রদর্শন ও উপকরণ চিহ্নিত করা । **সময় : ২৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- মাল্টিমিডিয়াতে তথ্যপত্র উপস্থাপন পূর্বক পূর্বে তৈরিকৃত কিছু ছাপচিত্র প্রদর্শন করে প্রশ্ন করবেন এগুলো কিসের ছবি? এগুলি কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে? প্রাকৃতিকভাবে আমরা আর কী কী দিয়ে ছাপের জন্য ব্লক তৈরি করতে পারি? প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।
- বিভিন্ন উপকরণ কেটে ব্লক তৈরি করে সকলকে দেখান। কীভাবে ছাপদিতে হয় তা ছাপ দিয়ে দেখান।

কাজ-২: ব্লক তৈরি করতে ও ছাপ দিতে পারা । **সময় : ৫৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন। দলের প্রত্যেককে বাংলা/ইংরেজি বর্ণমালা কেটে ব্লক তৈরি করতে বলুন। তৈরিকৃত ব্লক দিয়ে কাগজে ছাপ দিয়ে দেখতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন ধরনের ব্লক তৈরি করতে বলুন। দলের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ২টি কাগজে ছাপচিত্র করতে বলুন। সকলের কাজ শেষে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। সকল প্রশিক্ষণার্থীগনকে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখতে বলুন।

মূল্যায়ন : **সময় : ১৫ মিনিট**

- সকলের ছাপচিত্র দেখে।

স্ব-অনুচিন্তন : প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত জেনে, অধিবেশন পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন অনায়নের প্রয়োজন হলে তা আনুন।

সহায়ক তথ্য -২০

পাপেট তৈরি।

পাপেট বা পুতুল গ্রাম বাংলায় বিশেষ ভাবে সমাদৃত যা শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রিয় ও মন মুগ্ধকর একটি বিষয়। শিশুরা ভীষণ ভাবে খুশি হয় পাপেট দেখে। পাপেট এর কথা বলতে গেলেই প্রথমে বলতে হয় পুতুল নাচের কথা। এক সময় গ্রাম বাংলায় পুতুল নাচ বেশ জনপ্রিয় ছিল। বেশ কিছু পুতুল নাচের প্রতিষ্ঠিত দল ছিল, যারা সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মেলায় পুতুল নাচ প্রদর্শন করতো। এখন ও বৈশাখী মেলায় পুতুল নাচ দেখা যায়। বাংলার লোকজ ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্চে এই পুতুল নাচ, যার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি হাস্য রসাত্বক ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

পুতুল কীভাবে কথা বলে, নাচে তাই দেখে শিশুরা যেমন আনন্দ পায়, বড়রাও তেমন বিনোদন লাভ করে। পুতুলের সাজ পোশাক বেশ মজার। পুতুলের কথা স্বাভাবিক মানুষের কথার মত নয় বলে শুনতে বেশ ভালো লাগে। এই পুতুল নাচকে ব্যবহার করে শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিলেন। তিনি এখানেই শেষ করেননি "পুতুল নাচ"। এই পুতুলের উপর দীর্ঘ গবেষণা করে আধুনিক পাপেটে রুপান্তর করেছেন। বস্তনিষ্ঠ ভাবে ঐতিহ্যচর্চার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এগিয়ে চলার প্রাণশক্তি এবং এগিয়ে চলার পথ নির্দেশ। অন্ধভাবে অনুকরণ অথবা অযৌক্তিক ভাবে বর্জন- এই দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট। একজন শিল্পী ঐতিহ্যচর্চা থেকে, মানবিক মূল্যবোধ নামক প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করে। শিল্পচর্চা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। শিল্প হয়ে ওঠে সমাজ প্রগতির শক্তিশালী হাতিয়ার। এরকম বিশ্বাস থেকে শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার প্রায় ২৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশ টেলিভিশনে "মনের কথা" নামক পাপেটশো করে যাচ্ছেন। পিংপং বল, পেপার ম্যাশ, আঠা, তুলা, সুতা, মাউন্ট বোর্ড, গাপ্স দিয়ে সহজেই বিভিন্ন ধরনের পুতুল বা পাপেট তৈরি করা যায়।

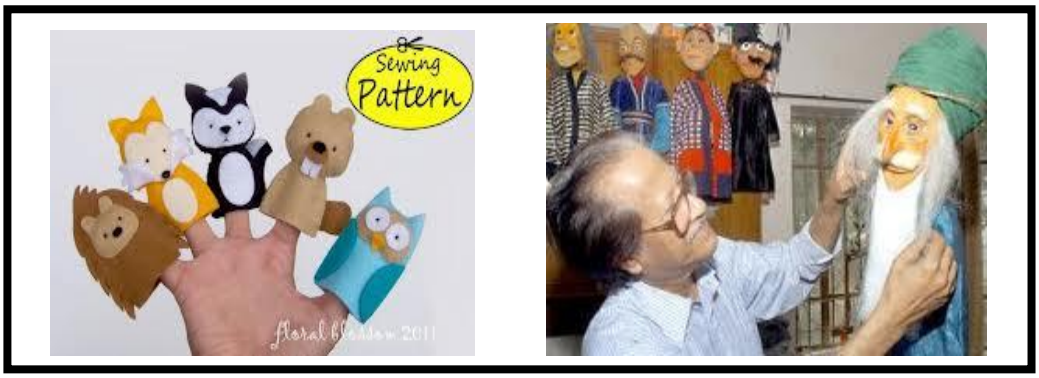

তৈরিকরণ কৌশলঃ- ফিংগার পাপেট

প্রথমে এন্টিকাটার দিয়ে পিংপং বল বা পাষ্টিকের বল গোলাকার করে কেটে নিতে হবে যাতে একটি আঙ্গুল প্রবেশ করতে পারে ১ ইঞ্চি পরিমান প্রস্থ করে মাউন্ড বোর্ড কেটে গোলাকার করে আঠা দিয়ে বলের ছিদ্রে চার পাশে লাগাতে হবে। বলের উপরের দিকে তুলা দিয়ে চুল লাগাতে হবে। পরে কলম দিয়ে পাপেটের চোখ, ঠোট, নাক, কান বানাতে হবে। হাত প্রবেশ করে এরকম মাপের কাগজ বা কাপড় দিয়ে পাপেটের জামা বানাতে হবে। মাউন্ট বোর্ড দিয়ে হাত বানাতে হবে। এ ধরনের পাপেট দিয়ে ছড়া আকৃতি করলে শিশুরা ভীষণ মজা পায়।



সহায়ক গ্রন্থ:

লেখকের নাম	পুস্তকের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১. নির্মাল্য নাগ	শিল্প চেতনা	১৯৮৭	রেনুকা সাহা কলিকাতা, ভারত

দিন- ৫



অধিবেশন পরিকল্পনা- ২০

বিষয় শিরোনাম : পাপেট তৈরি করা।

মূল বিষয়:

পাপেট হচ্ছে পুতুল, যা কথা বলে, নাচে ও গান করে। বাংলায় পুতুল নাচ হিসেবে পরিচিত ও জনপ্রিয় । শিল্পগুরু শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার পুতুল নাচকে পাপেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এই পাপেট দেখে ও তৈরি করে শিশুরা আনন্দ পায় ও তাদের শিখন ঘটে। বাংলাদেশে পুতুলগুলো সাধারণত তিন সূতা, তের সূতা ও ষোলা সূতার মাধ্যমে নাচানো হয়। শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার তৈরি করেছেন ফিংগার পাপেট, গাপ্স পাপেট, রড পাপেট, স্টিং বা তারের পাপেটে। ফিংগার পাপেট ও গাপ্স পাপেট সরাসরি হাতের সাহায্যে চালনা করা হয়।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. পাপেট তৈরির উপকরণ চিহ্নিত করতে ও তৈরির পদ্ধতি বলতে পারবেন।

২. ফিংগার পাপেট ও গাপ্স পাপেট তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, প্রদর্শন, হাতে কলমে কাজ বা ব্যবহারিক।

উপকরণ: বিভিন্ন ধরনের বোতাম,রঙ্গিন কাগজ,পরিত্যাক্ত কাপড়, পিংপং বল,তুলা,কালি,গাপ্স, শক্ত মাউন্ড বোড, কাঁচি,আইকা আঠা,পেপার ম্যাশ প্রভৃতি।

কাজ -১: উপকরণ চিহ্নিত করতে ও তৈরির পদ্ধতি বলতে পারা। **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- মাল্টিমিডিয়াতে পাপেটশো প্রদর্শন করুন। প্রশিক্ষণার্থীগণের সম্মুখে পাপেটের বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন করুন। দৃশ্যমান জায়গায় দাড়িয়ে একটি পাপেট (ফিংগার বা গাপ্স) তৈরি করুন (লক্ষ্য রাখবেন যাতে করে সকলে ভাল করে দেখতে পায়)। তৈরি শেষে তা প্রদর্শন করুন এবং পূর্বে তৈরিকৃত আরও কয়েকটি পাপেট মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করুন। শেষে পেনারীতে আলোচনা করুন।

কাজ -২ : ফিংগার পাপেট ও গাপ্স পাপেট তৈরি করা। **সময়: ৫০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- গাপস্ পাপোট দিয়ে একটি ছড়া আবৃত্তি করুন। সকলের সামনে একটি ফিংগার পাপেট তৈরি করুন। প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ পূর্বক একটি করে ফিংগার পাপেট তৈরি করতে বলুন। সকলের কাছে গিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

- প্রশিক্ষণার্থীগণের পাপেট তৈরির সমস্যা শুনে তা সমাধানের চেষ্টা করুন।

স্ব-অনুচিন্তন: কাজ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের নিজস্ব অনুভূতি সর্ম্পকে জানুন। প্রশিক্ষণার্থীগণ শিখনফল অর্জনে ব্যর্থ হলে কৌশলের পরিবর্তন আনুন ।

সহায়ক তথ্য -২১ ও ২২ 

কাদা মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি

মাটি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাটি হলো শিশুর সহজ প্রাপ্য জিনিসের মধ্যে একটি যা অতি সহজেই সংগ্রহ করা যায়। শিশুরা সহজলভ্য জিনিসপত্র নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করে। হাতের কাছে প্রাপ্ত সামগ্রী দিয়ে যখন যা খুশি বানাতে চায় এবং সে সব নিয়েই প্রায়শ ব্যস্ত থাকে। সহজ প্রাপ্য সামগ্রীর মধ্যে মাটি একটি বিশেষ উপাদান যা শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়।

মাটি দিয়ে অনেক মডেল তৈরি করা হয় যা শহর ও গ্রামে বহুল প্রচলন আছে। মাটি দিয়ে কোন কিছু তৈরির পূর্বে মাটির ধরন এবং ব্যবহার উপযোগী করা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত এঁটেল মাটি হলো কোন জিনিস তৈরি করার জন্য উপযোগী। শুকনো এঁটেল মাটি গুড়ো করে ছাকুনী দিয়ে ছেঁকে পরিমাণ মত পানি মিশিয়ে কাজের উপযোগী করে নিতে হয়। সবচেয়ে ভাল হয় প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এঁটেল মাটি পাওয়া গেলে। এঁটেল মাটি যদি বেশি ভেজা হয় তবে শুকনা চট দিয়ে ঢেকে যখন শক্ত কাদাতে পরিণত হয় তখন মাটি কাজের উপযোগী করার জন্য বার বার পিশে নিতে হয়। মাটি পিশে নেয়ার পর মাটি এমন একটা রূপ ধারণ করে যখন মাটিতে হাত দিলে মাটি হাতে লাগে না তখনই বুঝতে হবে মাটি কাজের জন্য উপযোগী হয়েছে।

মাটি দিয়ে কাজ করার সময় সহায়ক মনে রাখবেন শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তুই যেন তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়। অর্থাৎ নিকট পরিবেশে পাওয়া যায় বা অতিপরিচিত বিষয়বস্তু, যেমন-আম, পেঁপে, তাল, বেগুন, কলা, গ্লাস, কাপ-পিরিচ, ফুলদানি, বাটি ইত্যাদি। শিশুর উপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষকের ঐ বিষয় সম্পর্কে কতটুকু ধারণা আছে তা জানার জন্য বোর্ডে ড্রইং করে সহায়ক শিক্ষার্থীর বিষয়ের গঠন সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। তারপর প্রয়োজনে প্রশিক্ষক স্তরভিত্তিক এঁকে দেখাবেন (প্রয়োজনে মডেল দেখাতে পারেন)। এরপর প্রশিক্ষণার্থী তৈরি করবেন। মাটি দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, মাটি পেস্ট করার সময় অর্থাৎ মাটির উপর মাটি লাগানোর সময় যেন মাটির ভিতর বাতাস না থাকে। মনে রাখবেন মাটির ভিতর বাতাস থাকলে মাটির তৈরি জিনিস ফেটে যেতে পারে। তাছাড়া মাটির সাথে যদি ইটের টুকরা বা শক্ত কোনো ধরনের বস্তু বা জিনিস থাকে সেগুলো আলাদা করে নিতে হবে। তা না হলে তৈরিকৃত মডেল বা জিনিস ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাটির তৈরি মডেল প্রাথমিক অবস্থায় ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে পরে রোদে শুকালে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তৈরিকৃত মডেল সাধারণত পোড়ানো হয় না। তাই সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক জায়গায় রাখাই শ্রেয়। উল্লেখিত বিষয়ের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করাবেন এবং সংরক্ষণ করাতে পরামর্শ দেবেন।

মাটি দিয়ে তৈরিকৃত বিভিন্ন মডেলের ছবি



মাটির মডেলে রং করার নিয়ম

মাটির তৈরি মডেলে রং করার পূর্বে তৈরিকৃত মডেলগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানোর পর রং করার পূর্বে সাদা চক পাউডার পানিতে গুলে মডেলের উপর দিতে হবে। পরে মডেলের ধরন অনুযায়ী রং করতে হবে। এসব কাজে কম দামি রং ব্যবহার করা যায়। গুড়া রং পানিতে ঘন করে গুলে তুলি বা কাপড় দিয়ে রংএর প্রলেপ দিতে হবে। কোন কোন সময় বার্ণিশ ব্যবহার করা যায়। তবে ব্যবহারের সময় হাতে লাগার সম্ভাবনা থাকে। তাই কেরোসিন তেল বা তারপিন দিয়ে হাতে লেগে থাকা বার্ণিশ তুলতে হয়। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত রং মাটির তৈরি জিনিসে লাগানো যায়। যেমন- চুন, হলুদ, মরিচের গুড়া, খয়ের, পুঁই এর ফল, সিম পাতার রস, কাঁটা মান্দার ফুল, শিউলী ফুল, পাকা ছিটকীর গোটা ইত্যাদি। এছাড়া কৃত্রিম রংও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বি.দ্রঃ ব্যবহারিক ক্লাসের পূর্বে মাটি সংগ্রহের কথা বলে দিবেন।

দিন- ৬



অধিবেশন পরিকল্পনা- ২১

বিষয় শিরোনাম: কাদা মাটি দিয়ে বিভিন্ন মডেল (পেঁপে ও পুতুল) তৈরি।

মূল বিষয়:

সহজ পাপ্য সামগ্রীর মধ্যে মাটি একটি বিশেষ উপাদান যা দ্বারা অতি সহজেই বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করা যায়। তবে একটি বিষয় সত্য যে সব ধরনের মাটি দিয়ে মডেল তৈরি করা সম্ভব না। মডেল তৈরির উপযোগী মাটি হলো এঁটেলো মাটি। এঁটেল মাটি সাধারণত পুকুর বা কোন জলাশয়ের তলদেশে বা পলি বাহিত এলাকা বহিভূর্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মাটি দিয়ে পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র বা প্রতিমা তৈরি করে। শিশুরাও নানা ধরনের ফল, পুতুল ও পাত্র তৈরি করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. মাটি তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে মাটি তৈরি করতে পারবেন।

২. মাটি দিয়ে পেঁপে ও পুতুল তৈরি পদ্ধতি জেনে নিজে তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা,একক কাজ (ব্যবহারিক),ব্যবহারিক কাজের প্রদর্শন।

উপকরণ: এঁটেল মাটি,মডেলিং টুল্স, ন্যাকড়া, পানি ও পানির পাত্র।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: মাটি তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা। **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করে যেকোন এ্যকটিভিটিস এর মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করুন। অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মাটির প্রকার ভেদ সম্পর্কে জেনে নিন। কুমোর বা পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন ধরনের মাটি দিয়ে হাড়ি পাতিল বা প্রতিমা তৈরি করে -এ সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে মাটির কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা জেনে তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে বলুন।
- তথ্যপত্রের আলোকে আপনি মাটি তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।
- আলোচনার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থী ও আপনি সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর দিন এবং একমতে পৌঁছান।
- মাটি তৈরির আলোচনার সাথে সাথে তথ্যপত্রের আলোকে মাটির তৈরি মডেল শুকানো ও রং করার পদ্ধতি আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন। যাতে পরবর্তী সময় তারা বাস্তবে কাজ করতে পারে এবং শিশুদের শিখাতে পারে।

কাজ-২: মাটি দিয়ে পেঁপে ও পুতুল তৈরি পদ্ধতি অবহিত করা এবং তৈরি করা। সময়: ৫০ মিনিট

সহায়কের কাজ:

- আপনি বোর্ডে একটি পেঁপের এর ছবি অঙ্কন করুন। পূর্বে সংগ্রহকৃত মাটি দিয়ে বোর্ডে আঁকা পেঁপের ছবির মত করে মাটি পেস্ট করে একই ফর্মে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের একটি পেঁপে তৈরি করতে বলুন।আপনি নিজেও সঠিক আকৃতিতে একটি পেঁপে তৈরি করুন এবং সাথে সাথে আপনাকে অনুসরণ করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীরা পেঁপেটি তৈরি করতে পারছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজন মত অপারগ প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা দিন। এভাবে পেঁপেটি তৈরির কাজ শেষ করুন।
- লোকজ ঐতিহ্য বহন করে এ ধরনের মাটির একটি পুতুলের ছবি আঁকুন।

  অতঃপর সংগৃহীত মাটি নিয়ে পেস্ট করে পুতুলের ফর্ম অনুযায়ী পুতুল তৈরি করতে বলুন। পূর্বের ন্যায় আপনিও মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করতে থাকুন। সকল প্রশিক্ষণার্থী তৈরি করছে কিনা তা দেখুন। যারা সঠিক আকৃতিতে তৈরি করতে পারছে না তাদেরকে প্রয়োজন মত সহায়তা করুন। পুতুল তৈরির কাজ শেষ হলে যার যার কাজের সাথে ছোট একটি কাগজে প্রশিক্ষণার্থীর নাম লিখে শ্রেণিকক্ষের কোনো এক কোনে রাখতে বলুন এবং একে অন্যের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- মডেল তৈরি করতে কী ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয়?
- মডেল তৈরি করতে প্রথমে কী করতে হয়?
- এঁটেল মাটি সাধারণত কোথায় পাওয়া যায়?

স্ব-অনুচিন্তন: উপস্থাপনে পদ্ধতিগত ভাবে কোন পরিবর্তন আনতে হলে পরবর্তীতে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন।

দিন-৬



অধিবেশন পরিকল্পনা- ২২

বিষয় শিরোনাম: মাটি দিয়ে ফুলদানি তৈরি।

মূল বিষয়:

মডেল তৈরির জন্য মাটি এমন একটি উপকরণ যা দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, মাটির প্রস্তুতপ্রণালী ও পদ্ধতি পূর্বের মতই অনুসরণ করতে হবে।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

১. মাটি দিয়ে দড়ির মত সরু জিনিস বা কয়েল তৈরি করতে পারবেন।

২. মাটি দিয়ে ফুলদানি তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: আলোচনা, একক ভাবে কাজ করা (ব্যবহারিক),ব্যবহারিক কাজ প্রদর্শন।

উপকরণ: ভিজুয়ালাইজার, মাল্টিমিডিয়া,এঁটেল মাটি, মডেলিং টুলস, ন্যাকড়া,পানি ও পানির পাত্র, হার্ডবোর্ড, কাঠের টুকরা ইত্যাদি।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: মাটি দিয়ে দড়ির মত সরু জিনিস বা কয়েল তৈরি করা। **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- ভিজুয়ালাইজার/মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে/ ড্রইং করে মাটির দড়ি দিয়ে তৈরি একটি ফুলদানী অথবা ফুলদানীর একটি মডেল প্রদর্শন করুন।
- প্রদর্শিত ফুলদানীতে মাটির যে দড়ি দিয়ে ফুলদানী তৈরি করা হয়েছে সে ধরনের ছোট ছোট মাটির দড়ি তৈরি করতে বলুন।
- দড়িগুলো এমনভাবে রাখতে বলবেন যেন একটির সাথে অন্যটি লেগে না যায় । দড়িগুলো পাশাপাশি রেখে এক টুকরা কাপড় পানিতে ভিজিয়ে হালকা করে চেপে কিছুটা পানি ফেলে দিন যাতে কাপড় আধা ভেজা থাকে। তারপর আধা ভেজা কাপড় দিয়ে মাটির দড়িগুলো বা কয়েলগুলো ঢেকে রাখুন।
- একটি পাত্রে কিছু মাটি নিয়ে এমনভাবে গুলে নিন যাতে করে পাতলা কাই এর মতো হয়। পূর্বের প্রদর্শিত ফুলদানির ছবি বা মডেল এমনভাবে রাখুন যাতে সকল প্রশিক্ষণার্থীরা দেখতে পায়।

কাজ-২ : মাটি দিয়ে ফুলদানি তৈরি করা। **সময়: ৫০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- অতঃপর মাটির তৈরিকৃত দড়ি বা কয়েল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটি দড়ির বা কয়েলের উপর আর একটি দড়ি বা কয়েল লাগাতে বলুন। দড়ি বা কয়েল লাগানোর সময় পূর্বে তৈরিকৃত মাটির কাই দিয়ে একটা দড়ির সাথে আর একটা দড়ি বা কয়েল লাগাতে বলবেন। দড়ি বা কয়েল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লাগানোর সময় ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফেটে যাওয়ার সাথে সাথে কাই মাটি দিয়ে ফাকা জায়গাগুলো আঙ্গুল দিয়ে আলতোভাবে লাগিয়ে দিতে বলবেন। মনে রাখবেন-ফাটা জায়গাগুলো মিলাতে দেরী হলে পরে নাও মিলতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীরা যখন কাজ করবে তখন ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন মতো সাহায্য করবেন।
- কাজ শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের একে অন্যের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন-

- ফুলদানি তৈরির সময় ফেটে গেলে কী করবেন?
- কাজের ধরন অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করবেন।

স্ব-অনুচিন্তন: উপস্থাপনে পদ্ধতিগত ভাবে কোন পরিবর্তন আনতে হলে পরবর্তীতে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন।

সহায়ক তথ্য-২৩

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা

একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির ব্যবহার মানব জীবনের প্রায় সর্বত্র । অনেকে বর্তমান সময়কে ভিজিটাল যুগ বলে অভিহিত করেন। ইতোমধ্যেই বর্তমান সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তে প্রাথমিক শিক্ষায় কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিটি উপজেলায় নির্বাচিত বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়েছে। পর্যাক্রমে সকল বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হবে।

কম্পিউটারে শিশুরা নানা ধরণের সৃজনশীল কাজ করে আনন্দ লাভ করে। শিশুরা যথেষ্ট সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে কম্পিউটারে ছবি আঁকে, গেইম খেলে। বিদ্যালয়ে কম্পিউটারে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকার কাজও করা যায়।

কম্পিউটারে ছবি আঁকার জন্যও বেশ কিছু সফটওয়ার আছে যেমন: পেইন্ট, ফটোশপ, ওটোকেড, কোরাল ড্র ইত্যাদি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পেইন্ট ও ফটোশপে ছবি আকাঁ সহজ। পেইন্ট ও ফটোশপে জ্যামিতিক আকৃতি এঁকে রং করা যায়। পাশাপাশি পেন্সিলের মতো করে ইচ্ছেমতো বিভিন্ন বস্তু বা দৃশ্য আকাঁ যায় । ইচ্ছেমতো রং করা যায়। যেকোন রেখা বা রং পছন্দ না হলে তা মুছে বা ডিলিট করে পুনরায় তা করা যায়। ফটোশপে পেইন্ট এর সকল কাজ ছাড়াও ইফেক্ট এ্যাড করা যায় এবং ইমেজকে স্লাইস (কাটা) করা যায়। যেকোন ধরণের ছবি কাটিং এবং পেসটিং করা যায়। জ্যামিতিক নকশা আঁকা যায়।

Windows Movie Maker ব্যবহার করে এনিমেটেড ছবি বা কার্টুন ছবি আঁকা যায় ।

কম্পিউটারে ছবি আঁকার ফলে শিশুর হাত মাউস ব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশু ভবিষ্যতে আধুনিক নাগরিক হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে সক্ষম হবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্হিবিশ্বের চিত্রকলা তথা শিল্পকলার সাথে দ্রুত পরিচিত হতে পারে। কম্পিউটারে ছবি আঁকার ফলে শিশু কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরণের কাজে পারদর্শি হয়ে উঠে। শিশু ভবিষ্যতে আধুনিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে সক্ষম হবে।



দিন-৬



অধিবেশন পরিকল্পনা-২৩

বিষয় শিরোনাম : আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা।

মূল বিষয়:

কম্পিউটারে ছবি অংকন করাই প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বর্হিবিশ্বের চিত্রকলার সাথে দ্রুত পরিচিত হতে পারে। নিজেরা ছবি এঁকে ইটারনেটে আপলোড করে নিজের ছবিকে প্রদর্শন করতে পারে। সর্বপোরি শিশুরা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হয় ও অপার আনন্দ লাভ করে।

শিখন ফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা কী তা বলতে পারবেন।

২. কোন কোন সফটওয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটারে ছবি আঁকা যায় তা বলতে পারবেন।

৩. পেইন্ট ও ফটোশপ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে পারবেন।

সময়: ৯০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রশ্নত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, অংকন।

উপকরণ: কম্পিউটার বা ল্যাপটপ (কমপক্ষে ৩ টি), মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্রিন, প্রিন্টার, অফসেট পেপার।

অধিবেশনের বিবরণ:

কাজ-১: আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা কী তা বলতে পারা। **সময়: ২০ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে তথ্যপত্রের আলোকে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর পাশাপাশি জোড়ায় আলোচনা করে কয়েকজনকে বলতে বলুন। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা কী? কোন কোন সফটওয়ার ব্যবহার করে ছবি আকা যায়? প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে আলোচনা করুন

কাজ-২: পেইন্ট ও ফটোশপ ব্যবহার করে ছবি প্রদর্শন করা। **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- প্রশিক্ষণার্থীগণের সম্মুখে পেইন্ট ও ফটোশপ এ ছবি একে রং করে প্রদর্শন করুন এবং পূর্বে অংকিত বেশ কিছু ছবি প্রদর্শন করুন (অংকন পদ্ধতি কয়েক বার করে দেখাতে হবে)।

কাজ-৩: পেইন্ট ও ফটোশপ ব্যবহার করে ছবি আঁকতে পারা। **সময়: ৪৫ মিনিট**

সহায়কের কাজ:

- বাছাইকৃত ১ টি এ্যানিমেটেড ছবি প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে ৩ থেকে ৫ টি দলে পেইন্ট সফটওয়ার ব্যবহার কের ১টি এবং ফটোসপ সফটওয়ার ব্যবহার করে ১টি ছবি একে রং করতে বলুন। আঁকা শেষে প্রদর্শন করতে সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন: **সময়: ১০ মিনিট**

প্রশ্ন করুন:

- আধুনিক প্রযুক্তির মাধমে ছবি আঁকা কী?
- কোন কোন সফটওয়ার ব্যবহার করে ছবি আঁকা যায়?
- ফটোশপ কীভাবে ছবি একেছেন তার বর্ণনা শুনে।

স্ব-অনুচিন্তন: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ কাঙ্খিত সফলতা লাভ না করলে উপস্থাপন কৌশলে পরিবর্তন আনুন।

দিন-৬



অধিবেশন পরিকল্পনা-২৪

ব্যবহারিক কাজের প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর পূর্বে প্রতিটি ব্যবহারিক কাজ (ছবি বা চার্ট) বাঁধাই করে নিতে পারলে ভাল হয়। বাঁধাই করার পূর্বে ছবি/চার্ট বক্স বোর্ড দিয়ে মাউন্ড করে নিতে হয়। মাউন্ড করার সময় বোর্ডটি এমন করে কেটে ছবি/চার্টের উপর লাগাতে হয় যেন বোর্ডটির ৩ দিকে সমান থাকে এবং নিচের দিকের বোর্ড একটু বেশি থাকে। (৩ দিকে যদি ৩ ইঞ্চি করে হয় তবে নিচের দিকে ৪ ইঞ্চি হবে)। ক্যাপশনে ছবি/চার্ট টি কোন্ বিষয়ের কোন্ পাঠের জন্য তৈরি বা আঁকা হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে।অনুরূপভাবে মডেলের ক্ষেত্রে মডেলের সাথে বিষয় উল্লেখ পূর্বক একটি ক্যাপশন থাকবে।

প্রদর্শনীর সময় বিষয়ভিত্তিক ভাবে ছবি/চার্টটির নিচের লাইন সমান করে সমান দূরত্বে একের পর এক ছবি/চার্ট লাগাতে হয়। উপরে নিচে বা এলোমেলো ভাবে ছবি/চার্ট যেন লাগানো না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মডেল সাজানোর সময়- সমান উচ্চতার টেবিলের উপর মডেল গুলো সারিবদ্ধ ভাবে সাজাতে হবে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে প্রদর্শনীর কক্ষ বা ছবি/চার্ট বাঁধানোর সময় কনটাস্ট রং ব্যবহার না করাই ভাল।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

বিষয়: চারু ও কারুকলা

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১। ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিতি হওয়া।	১.১ ছবি আকার কাগজ,পেন্সিল, রং,তুলির সাথে পরিচিতি।	১.১ ছবি আকার কাগজ, পেন্সিল,প্যাস্টেল, রঙ,জল রঙ,তুলির সাথে পরিচয়।	১.১ ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, প্যাস্টেল রং, জল রঙ, পোস্টার রঙ এবং বিভিন্ন প্রকার তুলি সম্পর্কে জানতে পারা।	১.১ বিভিন্ন রকম তুলি পেন্সিল ও রঙিন কলম, সাইনপেন সম্পর্কে জানা।	১.১ শিশুদের ছবি আঁকার বিভিন্ন রকমের রং তুলি, পেন্সিল এবং বিভিন্ন প্রকার পেন্সিলের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য জানা। (2B, 3B, 4B, 6B ইত্যাদি।)
২। খেয়াল খুশি মত ছবি আঁকা।	২.১ শিশু তার ইচ্ছেমত ছবি আঁকবে।শিশুর পরিকল্পনায় চিন্তায় সে যা ভাবে, তা খেলতে খেলতে আঁকবে।	২.১ শিশু তার ইচ্ছেমত ছবি আঁকবে। সে নিজেই ঠিক করে নিবে সে কোন বিষয়ে ছবি আঁকবে।	২.১ শিশু যা শিখছে এবং তার চার পাশটাকে সেভাবে দেখছে অর্থাৎ তার জানা জগৎ থেকে বিষয় নিয়ে ইচ্ছেমত ছবি আঁকা।	২.১ পরিচিত যে কোন জিনিস ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ইচ্ছেমত কল্পনা থেকে রং বা পেন্সিলে আঁকা।	২.১ পরিচিতি যে কোন বস্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি স্তম্ভ ইত্যাদি অবশ্যই নিজের ইচ্ছেমত আঁকা।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৩। অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা।	৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছে মত আঁকবে।	৩.১ শিশু নিজের পরিবেশে যা দেখে কিম্বা উপলব্ধি করে এবং যা তার কাছে ভালো লাগে তা ইচ্ছে মত আঁকবে।	৩.১ শিশু তার পোষা পাখি অথবা তার প্রিয় জীবজন্তুও ছবি আঁকা। ৩.২ শিশু বেড়াতে গিয়ে কোন জায়গার ভাল লাগলে মন থেকে সে জায়গার ছবি আঁকা।	৩.১ গাছ, ফুল-ফল, পাতা, পাখি ও মাছ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্মৃতি থেকে আঁকতে পারা। ৩.২ শিশুর দেখা গ্রাম, শহরের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানের ছবি (চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, স্মৃতিসৌধ, মেলা ইত্যাদি) আঁকা।	৩.১ শিশুর প্রিয় খেলা, উৎসব, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, নববর্ষ, মেলা, বাজার ইত্যাদিও ছবি বুদ্ধি খাটিয়ে ইচ্ছেমত রং দিয়ে আঁকতে পারা।
৪। বর্ণমালা লেখা/ সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা।	৪.১ বোর্ড/খাতায় বাংলা স্বরবর্ণের অক্ষরগুলো বড় করে লেখতে শেখা।	৪.১ শিশুর স্বাভাবিক বাংলা ইংরেজি লেখা সঠিক এবং সুন্দরভাবে লিখতে শেখা।	৪.১ দাগ ছাড়া সাদা কাগজে লাইন সোজা করে হাতের লেখা লেখতে পারা।	৪.১ সরু, একটু মোটা, মাঝারি মোটা এবং বেশ মোটা বিভিন্ন মাপের কলমে লেখা শেখা।	৪.১ বাংলা-ইংরেজি সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণ ও চিহ্নকে বিভিন্ন নক্শার আদলে লিখতে শিখবে; ৪.২ এই নক্শাটি বিভিন্ন রং এ হবে এবং সাদা কালোতে তৈরি করতে পারা।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৫। রেখাচিত্র অঙ্কন।	৫.১ শিশুদের রেখা অঙ্কনে হস্ত চালানোর অভ্যাস করানো।	৫.১ ছবি আঁকার কাগজে শুধু রেখা দিয়ে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের নক্শা তৈরি করা।	৫.১ তিনটি ত্রিভুজ এবং তিনটি বৃত্ত সাজিয়ে ছবি তৈরি করতে পারা।	৫.১ মুক্ত হস্তে রেখা দিয়ে ছোট বড় অনেক গুলো বৃত্ত এঁকে নিজের মত নক্শা বা ছবি তৈরি করতে পারা।	৫.১ মুক্ত হস্তে রেখা দিয়ে ছোট বড় ত্রিভুজ বা বৃত্ত দিয়ে নক্শা বা ছবি তৈরি করতে পারা।
৬। মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা।	৬.১ মৌলিক রঙ গুলো ভালো করে চিনবে এবং ব্যবহার করা শেখা। ৬.২ মৌলিক দুটি রঙ মিশিয়ে অন্য যে রঙ গুলো হয় সেটা শেখা।	৬.১মৌলিক এবং মিশ্রিত রঙ গুলো সাথে ফুল,পাখি,গাছপালার রঙ মেলাতে শেখা।	৬.১ শিশু মৌলিক এবং মিশ্রিত রঙের সমন্বয়ে অনেক বেশী ছবি আঁকার অভ্যাস করতে পারা।	৬.১ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্তের সাহায্যে নক্শা অঙ্কন করে নকশাটি মৌলিক ও মিশ্রিত রঙ দিয়ে ভরাট করতে পারা।	৬.১ শিশু তার ইচ্ছেমত যে সবছবি আঁকবে তাতে মৌলিক ও মিশ্রিত রঙগুলোর বৈশিষ্ট্য চিনতে শিখা।
৭। অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া।	৭.১ ছবি আঁকার পরিচিতি উপকরণ ছাড়া অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচয়।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানানো।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানানো।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানাতে পারা।	৭.১ কাদামাটি, রঙিন কাগজ, আঠা, পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম বানাতে পারা।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
৮। কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা,পুতুল,পশু পাখি ইত্যাদি তৈরী করতে পারা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত খেলনা, পুতুল, পশুপাখি ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত গোলাকার যে কোন ফল তৈরি করতে পারা। যেমন- আতা, ডালিম, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। ৮.১ কাঁদামাটি দিয়ে শিল, নোড়া, বাটি, মাছ, পাখি, বাংলা ও ইংরেজি অক্ষও তৈরি করা।	৮.১ কাদামাটি দিয়ে ইচ্ছেমত গোলাকার যে কোন ফল তৈরি করতে পারা। যেমন- আতা, ডালিম, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। ৮.১ কাঁদামাটি দিয়ে শিল, নোড়া, বাটি, মাছ, পাখি, বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর তৈরি করা।	৮.১ কাদা দিয়ে বিভিন্ন মাপের ফলক বানাতে শিখবে। নরম মাটির এই ফলক কখনও খোদাই করে কখনও আলগা মাটি যুক্ত করে ফলকের তল উঁচু নিচু করে ইচ্ছেমত ছবি ও নক্শা তৈরি করতে পারা।
৯। রঙিন ও সাদা কালো কাগজ ছিড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানারকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুরো কাপড় কেটে আঠা লাগিয়ে ছবি তৈরি করা।	৯.১ রঙিন কাগজ ছিড়ে বা কেটে ছবি বা নক্শা তৈরী করা। ৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নক্শা তৈরি করা।	৯.১ রঙিন কাগজ ছিড়ে বা কেটে ছবি বা নক্শা তৈরী করা। ৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নক্শা তৈরি করা।	৯.১ রঙিন কাগজ ছিড়ে বা কেটে ছবি বা নক্শা তৈরী করা। ৯.২ রঙিন টুকরো কাপড় আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি বা নক্শা তৈরি করা।	৯.১ রঙিন টুকরো কাগজ বা কাপড় দিয়ে ইচ্ছামত ছবি ও নক্শা তৈরী করতে পারা। ৯.২ রঙিন কাগজ কেটে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা বা কোন লেখা তৈরি করতে পারা।	৯.১ রঙিন কাগজ বা কাপড় দিয়ে শিশুর ইচ্ছামত ছবি ও নক্শা তৈরি করতে পারা।

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১০। পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নূড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা।	১০.১ নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো সুতা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে সখের জিনিস তৈরি করা।	১০.১ নিজের ইচ্ছেমত বা খেয়াল খুশিমত পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, ঝিনুক, নুড়ি পাথর, ডিমের খোসা, ছোট বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে সখের জিনিস তৈরি করা।	১০.১ খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, তাল পাতা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য তৈরি করা।	১০.১ খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, তাল পাতা কলা পাতা দিয়ে সহজে নানা ধরণের ঝুড়ি, পাটি, বাশী ও টুপি তৈরি করতে পারা।	১০.১ খেজুর নারকেল , তাল কলা পাতা দিয়ে সহজ নকশা এবং পাটি, পাখা ইত্যাদি তৈরি করতে পারা।
১১। পাট দিয়ে রশি বেনী ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে শেখা	-	-	-	১১.১ পাট ও পাটের রশি দিয়ে বেনী, শিকা ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে পারা।	১১.১ পাট ও পাটের রশি দিয়ে বেনী তৈরি, শিকা ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে পারা।
১২। বিভিন্ন জিনিস রং করতে পারা	-	-	১২.১ সংগ্রহ করা পোড়া মাটির জিনিস রং করতে পারা।	১২.১ সংগ্রহ বা নিজের তৈরি যে কোন জিনিস রং করতে পারা।	১২.১ সংগ্রহ বা নিজের তৈরি যে কোন জিনিস রং করতে পারা।
১৩। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা।	-	-	-	১৩.১ কম্পিউটারে ছবি আঁকা ও রঙ করতে পারা।	১৩.১ কম্পিউটারে ছবি আঁকা, রঙ করা এবং প্রিন্ট নেওয়া।

প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা নিম্নরূপ

১. 3B/4B/6B পেন্সিল
২. রাবার ও কাটার
৩. সাইন পেন (বিভিন্ন রং)
৪. মার্কার পেন (বিভিন্ন রং)
৫. বোর্ড মার্কার (বিভিন্ন রং)
৬. স্কেল (ছোট/বড়)
৭. কাঁচি
৮. আইকা গাম
৯. গ্লুস্টিক
১০. কার্টিজ পেপার
১১. আর্ট পেপার
১২. বক্স বোর্ড
১৩. পোস্টার পেপার (বিভিন্ন রং)
১৪. ভিপ কার্ড (বিভিন্ন রং)
১৫. পেন্সিল রং
১৬. প্যাস্টেল রং
১৭. মোম রং
১৮. জল রং
১৯. কালার প্যালেট
২০. পোস্টার রং (বিভিন্ন রং)
২১. তুলি - ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ নং
২২. বিভিন্ন ধরনের রঙিন কাগজ
২৩. বিভিন্ন ধরনের রঙিন কাপড়ের টুকরা
২৪. নারিকেলের ছোবড়া
২৫. ডিমের খোসা
২৬. নারিকেল পাতা
২৭. নারিকেল কাঠি/শলা
২৮. তাল পাতা
২৯. এঁটেল মাটি
৩০. মডেলিং টুল্‌স
৩১. ন্যাকড়া
৩২. পানির পাত্র
৩৩. হার্ড বোর্ড ও বোর্ড ক্লিপ
৩৪. কাঠের গুড়া
৩৫. সূতা
৩৬. সুতলী
৩৭. আলু
৩৮. ঢেঁড়স
৩৯. করলা
৪০. সিম পাতা ইত্যাদি।